NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ ইছাপুরে কাকাকে খুনের অভিযোগে ধৃত ভাইপো

অনুদানহীন মাদ্রাসায় স্বীকৃতি, জানুয়ারি থেকে মিলবে সাম্মানিক ২

কলকাতা ২১ জানুয়ারি ২০২৬ ৭ মাঘ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২২১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.01.2026, Vol.19, Issue No. 221, 8 Pages, Price 3.00

নীতিনই মোদীর নবীন বস

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি: বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসাবে দায়িত্বগ্রহণ করলেন নীতিন নবীন। বিজেপির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ সভাপতিকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং। বলেন, 'দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেও বিজেপিতে আমি কার্যকর্তা মাত্র। এখন থেকে নীতিন নবীনই আমার বস্!'

মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে বিজেপি সদর দপ্তরে বিদায়ী সভাপতি জেপি নাড্ডার হাত থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দলের দায়িত্ব নেন নীতিন। নতুন সর্বভারতীয় সভাপতির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী-সহ বিজেপির শীর্ষস্তরের নেতারা। সেখানেই মোদী বলেন, 'বিজেপিতে আমি একজন কার্যকর্তা। নীতিন নবীনই এখন আমার বস্। বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি হওয়ার জন্য আমি নিতিনকে অভিনন্দন জানাই।'

মোদী বলেন, 'দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় থাকলে সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা কমে যায়। কিন্তু সেই রীতিও ভেঙে দিয়েছে বিজেপি। বরং গুজরাত, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে আগের থেকে অনেক বেশি ভোট পেয়ে ক্ষমতায় ফিরেছে বিজেপি। আজ দেশের প্রতিটি প্রান্তে মানুষ বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন। বামশাসিত কেরলের তিরুঅনন্তপুরমে পুরসভার মেয়র নির্বাচনে জিতেছে বিজেপি। তেলঙ্গানা এবং পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে।'

মোদী আত্মবিশ্বাসের সুরে আরও বলেন, 'আমাদের কাছে জনগণের সেবা করাই অগ্রাধিকার পায়। বিজেপি একটি সংস্কার, একটি পরিবার। আমাদের আদর্শ হল, নিজের থেকে বড় দল, আর দলের থেকে বড় দেশ। নেতৃত্ব বদলালেও আমাদের আদর্শ বদলায় না। তাই বিজেপির প্রতি জনগণের আস্থাও ক্রমশ বেড়েছে। গত ১১ বছরের কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে, প্রথম বারের মতো হরিয়ানা, অসম, ত্রিপুরা এবং ওড়িশায় নিজের এলেমে সরকার গড়েছে বিজেপি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কেরলের মানুষ বিজেপিকে সুযোগ দেবেন।'

পাশাপাশি, মোদী জানিয়েছেন, দলকে শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে বিজেপির সমস্ত প্রাক্তন সভাপতিরই অপরিসীম অবদান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, লালকৃষ্ণ আদবানি, অটল বিহারী বাজপেয়ী, মুরলী মনোহর যোশীর নেতৃত্বে বিজেপি শূন্য থেকে বিপুল উচ্চতায় পৌঁছেছিল। অমিত শাহের নেতৃত্বে একের পর এক রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করেছে। তেমনই, জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে পঞ্চায়েত স্তর থেকে সংসদ, সর্বত্র হাত শক্ত হয়েছে বিজেপির। 'নবীন'-বরণে ভাষণ দিতে গিয়ে সকল প্রাক্তন সভাপতিদেরকেই একে একে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মোদী।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে নব নির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পদ্মের পালটা সিঙ্গুরে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালের নির্বাচনে আগে পাখির চোখ সিঙ্গুর। মোদীর পর চলতি মাসেই সিঙ্গুরের মাটিতে পা রাখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সভা থেকে উপভোক্তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেবেন তিনি। নবান্ন সূত্রে খবর, আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে পাকা বাড়ি বানানোর প্রথম কিস্তির টাকা তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

হুগলি জেলা তৃণমূল সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রীর সভার পরেই সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভা নিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। পরে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে জানানো হয়, প্রশাসনিক সভার জন্য ২৮ ডিসেম্বর সময় দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতো প্রশাসনিক স্তরে তো বটেই, দলীয় স্তরেও প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী যেখানে সভা করেছিলেন, সেখানেই হবে মুখ্যমন্ত্রীর সভামঞ্চ।

সিঙ্গুরে সভা করলেও সেখানে নতুন শিল্প বা বিনিয়োগ নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও আশ্বাস দেননি প্রধানমন্ত্রী। যা নিয়ে হতাশা গোপন করেননি সভায় আসা বেশ কয়েক জন। এই আবহে রাজ্যে শিল্প, বিনিয়োগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কোনও ঘোষণা করতে পারেন বলেও মনে করছেন কেউ কেউ।

গত রবিবার সিঙ্গুরে জোড়া কর্মসূচি ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। প্রথমে তিনি প্রশাসনিক সভা করেন। তার পর জনসভায় বক্তৃতা করেন। সভা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করেন তিনি। তৃণমূলের একটি সূত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপিকে পাল্টা 'জবাব' দেবেন তিনি।

সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'আইনশৃঙ্খলা ঠিক হলে তবেই বিনিয়োগ আসবে পশ্চিমবঙ্গে।' তৃণমূল সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষের জবাব দিয়ে রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগের পরিসংখ্যান তুলে ধরতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। শিয়রে বিধানসভা ভোট। তার আগে একদা তাঁর জমি-আন্দোলনের আঁতুড়ঘড় সিঙ্গুর থেকে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সে দিকে নজর রাখছে রাজনৈতিক মহলও।

সুপ্রিম নির্দেশ মান্যতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে এসআইআর সংক্রান্ত শুনানি ও ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনেই প্রশাসনকে চলতে হবে বলে স্পষ্ট করে দেন তিনি। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে সাধারণ মানুষ যাতে হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়েও জেলাশাসকদের বিশেষভাবে নজর রাখতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন বিকেলে চোদ্দতলার মুখ্যসচিবের কনফারেন্স হলে সব জেলাশাসকদের নিয়ে বৈঠক চলছিল মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর নেতৃত্বে। সেই বৈঠকে হঠাৎই মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হয়ে আলোচনায় যোগ দেন। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে বহু সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট যে নথিগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে জানিয়েছে, শুনানির সময় সেগুলি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। নথি জমা নেওয়ার পর রসিদ দেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও জেলাশাসকদের উপরই বর্তায়।

সুপ্রিম নির্দেশের পরই বিডিও বদল রাজগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ ও খুনের মামলায় রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই নির্দেশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রাজগঞ্জের বিডিও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল প্রশান্তকে। তাঁর বদলে দায়িত্ব দেওয়া হল সৌরভকান্তি মণ্ডলকে। এত দিন তিনি রাজগঞ্জেরই যুগ্ম বিডিও পদে ছিলেন।

মঙ্গলবার নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিডিও সৌরভকে সংবর্ধনা দেন স্থানীয় বিধায়ক খগেশ্বর রায়। তিনি আশাবাদী, এ বার ওই ব্লকে কাজে গতি আসবে। খগেশ্বর বলেন, 'থমকে থাকা প্রশাসনিক কাজে এ বার গতি আসবে। সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। সাধারণ মানুষের উন্নয়নমূলক কাজ আটকে ছিল।'

বিরোধীদের দাবি, খুনের মামলায় প্রশান্তের নাম জড়ালেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি রাজ্য সরকার। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর তড়িঘড়ি রাজগঞ্জের বিডিও বদল করা হল। গ্রেপ্তারি এড়াতে প্রশান্ত বার বার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রথমে বারাসাত আদালতে আগাম জামিনের আর্জি জানান তিনি। সেই আর্জি মঞ্জুরও হয়। তার পরেই বারাসাত আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিধাননগর পুলিশ।

কেন প্রশান্তকে আগাম জামিন দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে হাইকোর্ট। শেষে বারাসাত আদালতের নির্দেশ খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। আগাম জামিন খারিজ করে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্তকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু সেই সময় পেরিয়ে গেলেও আত্মসমর্পণ করেননি প্রশান্ত। তার পরেও ওই বিডিও-র বিরুদ্ধে বিধাননগর আদালতের দ্বারস্থ হয় পুলিশ। জারি হয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। তবে প্রশান্ত হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন।

নতুন বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডল।

যদিও সুপ্রিম কোর্টেও স্বস্তি পাননি প্রশান্ত। সোমবার শীর্ষ আদালত জানায়, আগামী শুক্রবারের মধ্যে তাঁকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে তাঁকে। তবে বিচারপতি রাজেশ বিন্দল এবং বিচারপতি বিজয় বিশ্নোইয়ের বেঞ্চ এ-ও জানায়, আত্মসমর্পণ করার পরে ওই বিডিও জামিনের আবেদন করতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্ট আরও জানায়, তদন্তের প্রয়োজনে পুলিশ নিম্ন আদালতে জামিনের বিরোধিতা করে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারবে। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিডিও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল প্রশান্তকে।

কেন্দ্র চাইলে বেলডাঙায় এনআইএ, রাজ্যকে বাহিনী ব্যবহারের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলডাঙার অশান্তির ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার যদি চায় তবে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-কে দিয়ে তদন্ত করাতে পারে। এমনই জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, প্রয়োজনে কেন্দ্রের কাছ থেকে আরও বাহিনী চাইতে পারে রাজ্য। তাতে বাধা নেই। শুধু তা-ই নয়, বেলডাঙায় যাতে কারও জীবন, মর্যাদা এবং সম্পত্তি বিপন্ন না-হয় তার দায়িত্ব মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসকের। রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে ১৫ দিনের মধ্যে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। আদালতের আরও নির্দেশ, ওই এলাকায় থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করতে হবে রাজ্য সরকারকে।

মামলাকারীর পক্ষ থেকে এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি জানানো হয়। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতের মন্তব্য, কেন্দ্র সরকার চাইলে এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করাতে পারে। এনআইএ আইনের ধারা ৬(৫) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে। পাশাপাশি, রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করার নির্দেশ দেয় আদালত। মুর্শিদাবাদে ইতিমধ্যেই পাঁচ কোম্পানি বাহিনী রয়েছে। রাজ্যের উদ্দেশে আদালতের নির্দেশ, ওই জেলায় মোতায়েন থাকা সিএপিএফ বাহিনীকে কাজে লাগাতে হবে। পুনরায় হিংসা যেন না হয়, তার জন্য গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করতে হবে।

আদালত আরও জানিয়েছে, ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারকে হলফনামা দিতে হবে। সেখানে জানাতে হবে কত বাহিনী মোতায়েন করা রয়েছে। কী ভাবে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। চার সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

আদালতে মামলাকারীদের বক্তব্য, ওই এলাকাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। সেখানে অশান্তিতে রেল, জাতীয় সড়ক, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ওই সব করা হচ্ছে। প্রতিবাদের নামে অশান্তি ছড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবারের শুনানিতে মামলাকারীদের আইনজীবীর সওয়াল, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নতুন অশান্তি শুরু হয়। পুলিশের উপর হামলা, পাথর ছোড়া হয়। ভেঙে পড়ে ট্রাফিক ব্যবস্থা। অশান্তির পরেও রাজ্য প্রশাসন ওই এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করেনি। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার করা হয়নি বলে অভিযোগ মামলাকারীর।

যদিও রাজ্যের বক্তব্য, অশান্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ করছে। রাজ্যের আরও দাবি, ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই পদক্ষেপ করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অশান্তির ঘটনায় এফআইআর করা হয়েছে। ৩০ জনের বেশি গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে রং দেওয়া হয়েছে।

শুনানিতে প্রধান বিচারপতি পালের পর্যবেক্ষণ, ওই এলাকায় বার বার হিংসার ঘটনা উদ্বেগজনক। পুলিশ এবং সরকারি সম্পত্তির উপরে হামলা হয়েছে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়েছে। এগুলি অস্বীকার করা যায় না। মানুষের জীবন, স্বাধীনতা এবং মর্যাদা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তার পরেই আদালত জানায়, গত বছর আদালতের এপ্রিল মাসের নির্দেশ এখনও কার্যকর রয়েছে। এর আগেও একই বিষয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। এই মামলাকেও তার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। কারণ, অশান্তিতে মানুষের জীবন বিপন্ন, এই নিয়ে মামলাগুলি হয়েছে। আদালতের উদ্বেগ, এই মামলায় রাজ্য এবং কেন্দ্রের পরস্পরবিরোধী অবস্থান। আদালতের প্রধান লক্ষ্য, মানুষের নিরাপত্তা যেন বজায় থাকে তা নিশ্চিত করা।

গ্রেপ্তার ঠিকাদার, সিইওকে বহিষ্কার যোগীর

নয়ডা, ২০ জানুয়ারি: নয়ডায় গাড়ি-সহ গভীর গর্তে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ২৭ বছরের ইঞ্জিনিয়ার যুবরাজ মেহতার। মঙ্গলবার ওই ঘটনায় এক ঠিকাদারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

মঙ্গলবার নয়ডা পুলিশ জানিয়েছে, যুবরাজ মেহতার মৃত্যুর ঘটনায় অভয় কুমার নামের এক ঠিকাদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি উইশটাউন প্ল্যানার্স প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম মালিক। এই সংস্থার কাজের জন্যই গভীর গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। সংস্থার আরেক অংশিদার মণীশ কুমারের সন্ধান করছে পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, একটি শপিং মল নির্মাণের জন্য ২০২১ সালে ওই অভিশপ্ত গর্তটি খোঁড়া হয়। তার পর থেকে ওই ভাবেই পড়েছিল গর্তটি। বিগত বছরগুলিতে সেখানে বৃষ্টির জল জমে। তাতে পড়েই মৃত্যু হয়েছে ২৭ বছরের যুবরাজ মেহতার।

শুক্রবার রাতে যুবরাজের মৃত্যুর পর প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। উদ্ধারকাজ পরিচালনায় গাফিলতি ছিল বলেই দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। ইতিমধ্যে নয়ডা প্রশাসনের সিইও এম লোকেশকে বহিষ্কার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি একটি সিট গঠন করে পাঁচ দিনের মধ্যে রিপোর্ট চেয়েছেন। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে রাজকুমার মেহতা তাঁর অসহায়তার কথা জানান। তিনি বলেন, 'আমার জীবনে এই প্রথম এত অসহায় লাগছে। চোখের সামনে ছেলেকে মরতে দেখলাম। ওকে বাঁচাতে পারলাম না। বার বার কানে ভাসছে, বাবা আমি মরতে চাই না।' পাশাপাশি ছেলের মৃত্যুর জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের শাস্তি দিতে যত দূর যেতে হয় যাবেন, জানিয়ে দিলেন রাজকুমার। তিনি বলন, 'ন্যায়বিচারের জন্য যত দূর যেতে হয় যাব। আমার ছেলের মৃত্যুর জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের সকলকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করব।'

নয়ডায় গর্তে পড়ে ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু

এসআইআর ঘিরে বাসন্তীতে অশান্তি

হয়রানির অভিযোগে শুনানিকেন্দ্রে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) শুনানিকে কেন্দ্র করে আবার উত্তেজনা ছড়াল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে শুনানিকেন্দ্রে চলল ভাঙচুর। ঢোলাহাটে টায়ার জ্বালিয়ে হল বিক্ষোভ। হুগলির পোলবায় 'ফর্ম-৭' নিয়ে প্রতিবাদ দেখায় তৃণমূল।

বাসন্তীতে বিডিও অফিসেও ভাঙচুর চালানোর ঘটনা ঘটল। ওই অফিসেই রয়েছে এসআইআরের শুনানিকেন্দ্র। অভিযোগ, নোটিস পাঠিয়ে শুনানিকেন্দ্রে ডেকে হয়রানি করা হচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে আচমকাই একদল জনতা হামলা চালায় বাসন্তীর বিডিও অফিসে। ভিতরে ভাঙচুর চালানো হয়। বেশ কিছুক্ষণ শুনানিকেন্দ্রে তাণ্ডব চলে বলে অভিযোগ। শুধু তা-ই নয়, এসআইআরে হয়রানির অভিযোগে বাসন্তী রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। সকাল দশটা থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেক অবরোধ চলে। পরে পুলিশ এসে অবরোধ সরিয়ে দেয়।

এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু থেকেই নানাবিধ প্রশ্নের মুখে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, এসআইআরের নামে হয়রানি করা হচ্ছে। শুনানির নোটিস পাঠিয়ে শুনানিকেন্দ্রে ডেকে অযথা হেনস্থার অভিযোগও তুলছেন অনেকে। মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন দিক, বিশেষত দক্ষিণ ২৪ পরগনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটেও একই ভাবে বিক্ষোভ চলে। সকাল ৯টা থেকে ঢোলাহাটের মাদারপাড়ায় পথ অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। বিক্ষোভের জেরে ঢোলাহাট, রামগঙ্গা রোড সম্পূর্ণ ভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্যাহত হয় যান চলাচল। দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়েন স্কুলপড়ুয়া, অফিসযাত্রীরা। পর পর দাঁড়িয়ে পড়ে পণ্যবাহী গাড়িও। পরে ঢোলাহাট থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তোলে পুলিশ।

অন্য দিকে, 'ফর্ম-৭' নিয়ে প্রতিবাদ হুগলির পোলবার আলিনগরে। অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা 'ফর্ম,৭' অগণতান্ত্রিক ভাবে জমা দিয়ে এসআইআরের তালিকা থেকে সাধারণ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার পোলবার বিভিন্ন দিকে উত্তেজনা ছড়ায়।

ট্রাম্প কি এবার 'সবুজ দ্বীপের রাজা'?

গ্রাফিক্স পোস্ট করে গ্রিনল্যান্ড দখলের বার্তা মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি: গ্রিনল্যান্ড নিয়ে এবার নতুন দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২৬ সালেই বিশ্বের বৃহত্তম এই দ্বীপ মার্কিন ভূখণ্ডের অংশ হতে চলেছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। সোমবার সমাজমাধ্যমে একটি গ্রাফিক্স পোস্ট করেন ট্রাম্প। সেই গ্রাফিক্সে দেখা যাচ্ছে, হাতে মার্কিন পতাকা নিয়ে গ্রিনল্যান্ডে গিয়েছেন তিনি। তাঁর ঠিক পিছনে রয়েছেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো। এই তিন জনের সামনে থাকা কাঠের বোর্ডে লেখা 'গ্রিনল্যান্ড-আমেরিকার অংশ'। পাশে লেখা 'প্রতিষ্ঠাবর্ষ ২০২৬'।

পুরো বিষয়টি কাল্পনিক হলেও এই গ্রাফিক্স পোস্ট করে নিজের মনোবাঞ্ছার কথাই জানিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন দীর্ঘ দিন ধরেই দাবি করে আসছে যে, আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য তাদের গ্রিনল্যান্ডের দখল নেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে মেরু অঞ্চলও সুরক্ষিত থাকবে বলে দাবি হোয়াইট হাউসের। সেই দাবির কথা স্মরণ করে দিয়ে ট্রাম্প জানিয়েছেন, কোনও দেশ যদি গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আমেরিকার দাবি না-মানে তবে তাদের উপর শুল্ক আরোপ করা হতে পারে। গ্রিনল্যান্ড 'দখল' নিয়ে তাঁর মতের শরিক না-হওয়ায় ইতিমধ্যেই ইউরোপের আটটি দেশের পণ্যে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। সোমবার তিনি দাবি করেন, গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকির বিষয়টি মানতেই চাইছে না ইউরোপের দেশগুলি। ট্রাম্পের বক্তব্য, গ্রিনল্যান্ডকে সুরক্ষিত রাখতে পারে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকাই।

উল্লেখ্য, সোমবার সমাজমাধ্যমে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে একটি পোস্ট করেছিলেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি লেখেন, '২০ বছর ধরে নেটো ডেনমার্ককে বলে আসছে যে, রুশ আগ্রাসনের ঝুঁকি থেকে গ্রিনল্যান্ডকে রক্ষা করুন। ডেনমার্ক এই বিষয়ে কিছুই করতে পারেনি। এ বার সময় এসেছে। এ বার এটা হবে।' মঙ্গলবার সে কথা পুনরায় উল্লেখ করে ট্রাম্প দাবি করেন, গ্রিনল্যান্ডে রাশিয়া এবং চিনের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Hasan Mallik S/o. Jaynal Mallik (old name), R/o. Bahira, Digra, Balagarh, Hooghly-712512, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Hasan Mallik S/o. Jaynal Mallik নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Hasan Mallick S/o. Jaynal Mallick (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Hasan Mallik S/o. Jaynal Mallik & Hasan Mallick S/o. Jaynal Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার স্ত্রী Tazmira Begam & Tazmira Bibi একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

আমি Miraj Sk, পিতা-Imajuddin Sekh, গ্রাম- লক্ষীনারায়নপুর, পোঃ- পুরন্দরপুর, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, গত ইং ১৯/০১/২০২৬ বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে Miraj Sk, পিতা- Imajuddin Sekh এবং Siraj Sekh পিতা- Eimajuddin Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Bappi Malik S/o. Jaynal Malik (old name), R/o. Bahira, Digra, Balagarh, Hooghly-712512, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Bappi Malik S/o. Jaynal Malik নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bappi Mallick S/o. Jaynal Mallick (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Bappi Malik S/o. Jaynal Malik & Bappi Mallick S/o. Jaynal Mallick @ Joynal Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ১৩/০৮/১৯৮৬.

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২০২৬, S.D.E.M. সদর, হুগলী কোর্টে ৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Uttam Patra S/o. Nitai Patra স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু নাম পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্র Shaik Muzahidul Haque নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বইচ্ছায় সুস্হ মাথায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলিম ধর্মাবলম্বী হইয়াছি। Shaik Muzahidul Haque ও Uttam Patra S/o. Nitai Patra একই ব্যক্তি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে জানুয়ারি । ৭ ই মাঘ । বুধ বার। তৃতীয়া তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্বোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Kaji Samsul Haque S/o. Kazi Ajijul Haque, R/o. Bantika Musalmanpara, Boinchi, Pandua, Hooghly-712134, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে আমার পিতার সঠিক নাম Kazi Ajijul Haque-এর পরিবর্তে Kazi Azizul Hoque এবং আমার ভোটার কার্ডে পিতার নাম Kazi Ajijul Hoqe লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পিতা Kazi Ajijul Haque, Kazi Azizul Hoque ও Kazi Ajijul Hoqe S/o. Kazi Abdul Gafur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৩৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Kazi Ajijul Haque S/o. Kazi Abdul Gafur, R/o. Bantika Musalmanpara, Boinchi, Pandua, Hooghly-712134, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার কার্ডে আমার সঠিক নাম Kazi Ajijul Haque-এর পরিবর্তে Ajijul Hak Kaji এবং আমার আধার কার্ডে ও আমার প্যান কার্ডে আমার নাম Kazi Azizul Haque লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Kazi Ajijul Haque, Ajijul Hak Kaji ও Kazi Azizul Haque S/o. Kazi Abdul Gafur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৯/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৫৬৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Saheba Khatun D/o. Sairaf Mallick, R/o. Kankrajole, Jejur, Haripal, Hooghly-712405, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 3, dt. 03.01.2005), আমার ও আমার পিতার সঠিক নাম Saheba Khatun D/o. Sairaf Mallick-এর পরিবর্তে Saheba Khatun (Mallick) D/o. Sairab Mallick লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি ও আমার পিতা Saheba Khatun D/o. Sairaf Mallick ও Saheba Khatun (Mallick) D/o. Sairab Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০১/২০২৬, S.D.E.M. সদর, হুগলী কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Nalini Behera D/o. Rabindra Behera স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু নাম পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্র Moslema Begam নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বইচ্ছায় সুস্থ মাথায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলিম ধর্মাবলম্বী হইয়াছি। Moslema Begam ও Nalini Behera D/o. Rabindra Behera একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Alok Kumar Banerjee S/o. Moni Lal Banerjee ও Alok Kr. Bandyopadhyay S/o. Monilal Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Priyaranjan Nandi S/o. Ratanmohan Nandi ও Priya Ranjan Nandy S/o. R. M. Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Sonali Santra, W/o- Uttam Santra, D/o- Manoranjan Maji, গ্রাম- চাঁইপাট রামজাঙ্গাল, পোঃ চাঁইপাট, থানা- দাসপুর, জেলা- পঃ মেদিনীপুর। গত ০৫-০১-২৬ তারিখে ঘাটাল ACJM (1st Class) এর নিকট ১৪৯ নং এফিডেভিট মূলে আমি Sonali Santra, W/o- Uttam Santra, Sonali Santara, W/o- Uttam Santara & Rexona Maji, D/o- Manoranjan Maji এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

LIC পলিসি নং 427289166 এতে আমার নাম-Ranjit Ali পিতা- Bujhan Ali আছে। গত ইং ০২/১২/২০২৫ ডোমকল নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে Sariful Islam পিতা-Bujhan Sekh এবং Ranjit Ali পিতা-Bujhan Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

Change of Name

I, **Sheikh Anwar Hussain** S/o Late **Sheikh Noor Mohammad**, residing at Bamniara, Panchberia, Ward No- 4, P.O.- Inda, P.S.- Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN- 721305 shall henceforth be known as **Sk. Anwar Hussain** S/o Late **Sk. Noor Mohammad** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No. 574 Dated 16/01/2026. **Sheikh Anwar Hussain** S/o Late **Sheikh Noor Mohammad** and **Sk. Anwar Hussain** S/o Late Sk. Noor Mohammad both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD Sarfaraz Alam s/o Late Aabid Hossain Ansari r/o R-61/A, Garden Reach road, P.O. Garden Reach, P.S. Matiabruz, Kolkata- 700024, Dist- 24 Parganas (S) do hereby declare that my father's name has been recorded as "Aabid Hussain Ansari" instead of "Aabid Hossain Ansari" in my Madhyamik Pariksha (Secondary Examination) 2005 issued by WB board of Secondary Education being Certificate No. B2031- 0129 Dt **30.05.2005**, declared before Second court of Judicial Magistrate South 24 Paragana, Alipore(WB) vide affidavit no. 3971 Dated **19.01.2026**. Aabid Hossain Ansari and Aabid Hussain Ansari are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Laxmi Majumdar** S/O Asit Majumdar R/O 2, Mahatma Gandhi Road PO & PS Serampore Dist Hooghly W.B. have changed my name and shall henceforth be known as **Laxmi Mazumder** as declare before the LD Judicial Magistrate 1st Class at Serampore court, Hooghly West Bengal vide affidavit no-1077 Dated- 16/01/2026. **Laxmi Mazumder** and **Laxmi Majumdar** and **Laxmi Rani Mazumdar** all are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nitin Berlia, S/o Bimal Berlia, resident of 37/1, Maharshi Debendra Road, Kolkata–700006, do hereby declare that the names **"Bimal Berlia"** and **"Bimal Kumar Barelia"** refer to one and the same person, namely my father, for the purpose of correction of records and for all official, legal, and administrative uses. Declared vide affidavit sworn before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Sealdah Being No. 1374 dated 16th January , 2026.

CHANGE OF NAME

I, Nikunj Berlia, S/o Bimal Berlia, resident of 37/1, Maharshi Debendra Road, Kolkata–700006, do hereby declare that the names **"Bimal Berlia"** and **"Bimal Kumar Barelia"** refer to one and the same person, namely my father, for the purpose of correction of records and for all official, legal, and administrative uses. Declared vide affidavit sworn before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Sealdah Being No. 1373 dated 16th January, 2026.

AFFIDAVIT

I, **Shaikh Nouser Kazi** S/O Abdul Jabbar Kazi permanently residing at Vill.-Rajipur, Mondalpara, P.O.- Kananadi, P.S.- Dhaniakhali, Dist. : Hooghly, PIN-713302 do hereby declare vide affidavit filed in the Court of 1st Class Executive Magistrate, Hooghly at Chinsurah dated 16.01.2026 that I am known by two names Shaikh Nouser Kazi and Sekh Naoser Ali Kazi. By inadvertence, my name has wrongly been recorded as Sekh Naoser Ali Kazi in place of Shaikh Nouser Kazi in my Voter ID Card being no. CKX2625218. Shaikh Nouser Kazi and Sekh Naoser Ali Kazi is the same, one and identical person.

NOTICE

This is to inform that, my client 1). **Sudhir Chandra Maity** +2).**Sudha Krishna Maity** S/o Lt. Jhapar Chandra Maity, 3). **Bhadrabati Maity** W/o Lt. Subodh Chandra Maity, 4). **Murari Mohan Maity** S/o Lt Subodh Chandra Maity, 5). **Sephali Dhara** W/o Jagadish Chandra Dhara, 6). **Ila Roy** W/o Laxmi Kanta Roy, 7). **Mithu Samanta** W/o Raghunath Samanta, 8). **Mitali Manna** W/o Keshab Chandra Manna, 9). **Shila Samanta** W/o Bibhas Kumar Samanta executed General Power of Attorney in respect of **91Dec.** property, vide Deed No IV-258/2010 on 23/11/2010 at Kharagpur A.D.S.R in favour of **Mukunda Maity** S/o Lt Subodh Chandra Maity in respect of **91 Dec.** Property, R.S. Plot No. 261, Khatian No. 303, 312 & 313 L.R. & R.S-139, J.L. No. 308, Mouza- Madhan Mohan, P.S.- KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx **11 Dec.** area of the said property to **Mousumi Dey** W/o Bimal Kanti Dey R/o- Bulbulchati, P.O. : KGP, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-34 94/11 on 27/05/2011 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত।
ম্যাট সুট নং- ১৬০/ ২০২৫
দরখাস্তকারী :-সমীর ঘোষ,
-: বনাম :-
রেসপন্ডেন্ট:- রানী ঘোষ,

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকদ্দমা নবদ্বীপ এল. ডি. এ. ডি. জে. আদালতে দরখাস্তকারী ডিভোর্স পাইবার প্রার্থনায় আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় রেসপন্ডেন্ট রানী ঘোষ, স্বামী- সমীর ঘোষ, পিতা- পিন্টু দেবনাথ, সাং- গ্রাম ও পোঃ- ভান্ডাটিকুড়ি, থানা- নাদনঘাট, জেলা- পূর্ব-বর্ধমান, পিন - ৭৪১৩ ১৬, বর্তমান সাং- বালাইনগর, পোঃ- রাজাপুর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১১২৫, - কে মোকদ্দমার সমন লইতেছেন না। সে কারনে অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশ করিয়া জানানো যাইতেছে যে উক্ত রানী ঘোষ যদি অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির না হন তাহা হইলে উক্ত রানী ঘোষের বিরুদ্ধে এক তরফা আদেশ হইয়া যাইবে।

আদেশানুসারে , **প্রতিম চৌধুরী (সেরেস্তাদার)**
এল. ডি. এ. ডি. জে. আদালত,
নবদ্বীপ, নদীয়া। ১৫/০১/২৬

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত।
ম্যাট সুট নং- ১১৯/২০২৫
দরখাস্তকারী :- শ্রীমতি লক্ষী সাহা (দেবনাথ),
-: বনাম :-
রেসপন্ডেন্ট:- প্রনব সাহা,

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকদ্দমা নবদ্বীপ এল. ডি. এ. ডি. জে. আদালতে দরখাস্তকারী ডিভোর্স পাইবার প্রার্থনায় আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় রেসপন্ডেন্ট **প্রনব সাহা**, পিতা- প্রদীপ সাহা, সাং- বাবলারী সিদ্ধেশ্বরী পাড়া, পোষ্ট- বাবলারী, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন নং- ৭৪ ১৩ ১৬,- কে মোকদ্দমার সমন লইতেছেন না। সে কারনে অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশ করিয়া জানানো যাইতেছে যে উক্ত **প্রনব সাহা** যদি অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির না হন তাহা হইলে উক্ত **প্রনব সাহার** বিরুদ্ধে এক তরফা আদেশ হইয়া যাইবে।

আদেশানুসারে , **প্রতিম চৌধুরী (সেরেস্তাদার)**
এল. ডি. এ. ডি. জে. আদালত,
নবদ্বীপ, নদীয়া। ১৫/০১/২৬

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি হাবিবুর রহমান, পিতা - আবুল কাশেম, জে.এল. নং - ৪২, মহাদেবপুর মৌজায় ১৩/০৩/১৬ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১ নং আমমোক্তার বলে সহিদুর রহমান কে উক্ত মৌজায় ৬৯৫ খতিয়ান হইতে হাল ১৮১ দাগে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি এবং উক্ত সহিদুর রহমান ওই আমমোক্তার বলে গত ইং - ১২/১২/১৭ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৮৮২ নং দলিল মূলে রিয়াজুল হক পিতা - মহম্মদ হাকিক কে বিক্রয় করেন। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ডএল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

হাবিবুর রহমান
পান্ডুয়া, হুগলী

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি জয়াবতী ঘোষ, স্বামী - কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, জে.এল. নং - ৪২, মহাদেবপুর মৌজায় ০৩/১২/২৫ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৫০৮ নং আমমোক্তার বলে মহম্মদ ইসলাম, সিরাজুল হক মহঃ ইব্রাহিম কে উক্ত মৌজায় ১১৮ খতিয়ান হইতে হাল ১৬৩ দাগে ২৬ শতক সম্পত্তিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি এবং উক্ত আমমোক্তার গ্রহীতা গন ওই আমমোক্তার বলে গত ইং - ২৪/১২/২৫ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৮৪৭ নং দলিল মূলে সুপ্রিয়া খাতুন, স্বামী - নূর উদ্দিন মহঃ সামিম কে বিক্রয় করেন। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ডএল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

জয়াবতী ঘোষ
পান্ডুয়া, হুগলী

PUBLIC NOTICE

As per instruction of my Client **Bikash Talukdar** S/O Late. Bimal Chandra Talukdar R/O. Talukdar Bhavan, Vidyasagar Pally aged about 45 yrs, contact number - 8617886880,that Late **Maya Rani Roy Chowdhury** W/O Late Parimal Roy Chowdhury was the actual tenant of the shop which is situated on the land scheduled as RS plot no- 1384, Khatian No- 6685, and later her son **Rakesh Roy Chowdhury** is residing as tenant in the above mentioned scheduled property.This notice is to hereby inform **Rakesh Roy Chowdhury** S/O Late Parimal Roy Chowdhury to contact immediately one of your landlord that is **Bikash Talukdar** S/O Late. Bimal Chandra Talukdar in his above mentioned address or contact number as you are absconded since last one year within seven days from the publication of this notice to avoid further legal consequences.

Poulomi Das (Avocate)
Durgapur Court
Enrollment. F/1137/908/2021

LEGAL NOTICE

Notified that **Original Sale Deed No.- 152510216, Dt.- 15.10.2015**, recorded in Book-I,Vol.No.-1525-2015, Pages from 90202 to 90222,Registered at D.S.R.-III, North 24 Parganas at Barasat for the Year 2015 for land measuring 2.975 decimal, comprised in L.R. & R.S. Plot No.-567/854 under L.R.-Khatian No.- 358,Mouza–Chaltaberia, J.L.No.-124, Touzi-12, Re.Su.-177, situated at Vill- Uttarpara, Chaltaberia, P.O. & P.S.- Duttapukur, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743248, W.B. is missing from the custody of my client **Mr.Jakir Ali**, S/o.- Iman Ali, Residence-Vill- Uttarpara, Chaltaberia, P.O. & P.S.- Duttapukur, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743248, W.B., & thus done a **G.D.E. No.-301 dated 06.01.2026 lodged before P.S.- Duttapukur,W.B**. alongwith an **Lost Deed Affidavit being no.-2012, Sworn before the 1st. class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata dt.-15.01.2026**.

If anyone have found/claim over the property and aforesaid Sale Deed; inform the undersigned within 15 days, otherwise shall be presumed that the said deed is lost.

Mou Sharma (Advocate)
(For & On behalf of Sri Koushik Chatterjee, Advocate at High Court at Calcutta) Room-510 (5th.Floor), Delta House, 4 Govt. Place(North), Kolkata- 700001. Mob:-98303 30202

হারানো প্রাপ্তি

আমি শ্যামল ঘোষ, পিতা - নেপাল ঘোষ, সাং - বাকু দর্জিলেন, চকেরপাড়া, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন - 741101, গত ১৬.০১.২০২৬ তাং I - 2026 ও I-6966/2022 নং দলীল দুটি হারিয়ে যায়, যাহার G.D.E.No. 1307 Date 16/01/2026 Kotwali P.S. KPD Nadia, যদি কেন স্ব-হৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলীল দুটি পেয়ে থাকেন, তাহলে উপরিক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, মোকাম তমলুক সিভিল জজ (সিঃ ডিঃ) ১ম আদালত,
T.S. No-134 of 2017

শ্রী শ্রী গোবর্দ্ধনধারী জীউ রাধাগোবিন্দ, মদনমোহন জীউ ঠাকুরের সেবাইত শিবপ্রসাদ অধিকারী ....বাদী

বনাম

শ্রী শ্রী গোবর্দ্ধনধারী জীউ রাধাগোবিন্দ, মদনমোহন জীউ ঠাকুরের সেবাইতগন দেবপ্রসাদ অধিকারী দীং ....বিবাদীগণ

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **শিবপ্রসাদ অধিকারী**, সাং ও পোঃ দেড়িয়াচক, থানা- পাঁশকুড়া হাল কোলাঘাট, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর বাদী হইয়া উপরোক্ত নং মোকদ্দমার আরজির তপশিল বর্ণিত উপরিলিখিত ঠাকুরের সম্পত্তি লইয়া বিবাদীগনের বিরুদ্ধে উপরিলিখিত আদালতে পার্টিশান ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদি বাবদ দাবিতে উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছে।

ঐ মোকদ্দমায় বিবাদীগনের মধ্যে আপনারা (৩/ক) নং বিবাদিনী **শ্রীমতী রুক্মিনী রাজপন্ডিত** স্বামী শক্তীপদ রাজপন্ডিত, সাং- ফরিদপুর, পোঃ- চাঁইপাট, থানা-ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ৯(ঙ) **শ্রী সোমেশ আধিকারী (গোস্বামী)**, পিতা- ৺মদন মোহন অধিকারী (গোস্বামী) সাং ও পোঃ- দেড়িয়াচক, থানা-পাঁশকুড়া হাল কোলঘাট, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর বিবাদী শ্রেনীভুক্ত রহিয়াছেন। আপনাদের উপরিলিখিত মোকদ্দমার বিষয়ে বারং বার ঐ ঐ ঠিকানায় সমনাদি পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু আপনারা ইচ্ছাপূর্বক ঐ ঐ সমনাদি গ্রহন করেন নাই। তৎকারনে আদালতের আদেশ অনুসারে দেঃ কাঃ বিঃ আইনের Or.5, R.20 মতে ঐ নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া স্বয়ং অথবা এ্যাডভোকেট দ্বারা আপত্তি আদি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

অদ্য সন 12-09-25 তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে
কিশলয় পাহাড়ী (সেরেস্তাদার)
তমলুক সিভিল জজ (সিঃ ডিঃ) ১ম আদালত

Notice

Be it mentioned here that in all everybody that my client Sri Chandrachur Chatterjee son of Late Gopal Chandra Chatterjee, residing at Chatterjee Apartment, Vivekananda Road, Kolkata – 700123, is the sole owner of a Flat and in his Flat's original Deed Being No. 150502011 which has been registered on 19.04.2024 before the Office of A.D.S.R.O. at Barrackpore and the above mentioned Land Deed misplaced / lost from my possession on 25.12.2025 from my client above named and for which my said client has lodged a General Diary before the Titagarh Police Station on 28.12.2025 being G.D.E. No. 1901 That I hereby declare that if anybody get that Land Deed then he will not do any kind of illegal act and activities with that Land Deed and you please informed the same to me and or intimate me and my above named client mentioned above within 15 days and if anybody claim that then he will intimate the same within 15 days without any hesitation and for which I and my above named client very much grateful to you.

Sanjoy Dey
Advocate
WB – 2135/2010
Judge's Court, Barasat
Ph. No. 98369 21977

NOTICE

This is to inform that, my client 1). **Menoka Dhal @ Shit,** 2). **Sabita Shit**, 3). **Manju Das**, 4). **Dhirendra Nath Dhal @ Shit**, 5). **Usharani Parh** executed General Power of Attorney in respect of **0.75** Dec. property, vide Deed No IV- 219/12 on 13/ 09/12 at Kharagpur A.D.S.R in favour of **Chandan Shit @ Dhal** S/o Lt Birendra Nath Shit @ Dhal in respect of **0.75** Dec. property, Plot No. RS-565, LR-1617 Khatian No. RS- 152, J.L. No. 311, Mouza- Kaushally, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur. And 1). **Banamali Dhal**, 2). **Chatrapati Dhal**, 3). **Sanjay Dhal**, 4). **Bhabani Dhal**, 5). **Kanai Dhal**, 6). **Laxmikanta Dhal**, 7). **Indrajit Dhal**, 8). **Biswajit Dhal**, 9). **Tara rani Das (Dhal)**, 10). **Rita Gayan (Dhal)**, 11). **Tapati Dhal @ Shit**, 12). **Sonali Shit** executed General Power of Attorney in respect of **0.75** Dec. property, vide Deed No IV- 290/13 on 05/ 08/13 & IV-265/14 on 07/08/14 at KGP A.D.S.R in favour of **Biswanath Dhal** S/o Lt. Amullya Charan Dhal in respect of **0.75** Dec. property, Plot No. RS-565, LR-1617 Khatian No. RS- 152, J.L. No. 311, Mouza- Kaushally, P.S.- KGP (T), Dist -Paschim Medinipur. Then said both attorney are sold out approx **1.50** (0.75+075) Dec. area of the said property to **Binay Krishna Jana** S/o Lt. Debendra Nath Jana, R/o Kaushally, P.S.- KGP(T), Dist.-Paschim Medinipur- 721301, through the Deed No.- I-1883/24 & I-1884/24 on 05/03/2024 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইছাপুরে কাকাকে খুনের অভিযোগে ধৃত ভাইপো

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাইপোর হাতে খুন হলেন কাকা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নোয়াপাড়া থানার উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইছাপুর গোয়ালাপাড়া এলাকায়। মৃতের নাম কানাই প্রামাণিক (৪৫)। পুলিশ ঘটনায় অভিযুক্ত সৈকত প্রামাণিক ওরফে জয়কে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রসঙ্গত, বছর তিনেক আগে মেজ কাকা নব প্রামাণিককে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল ভাইপো সৈকতের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা নিয়ে মৃতের আত্মীয় বুল্টি সাধুখা জানান, সোমবার রাতে বড় মামার ছেলে সৈকত ওরফে জয় নেশাভান করে ছোট মামা কানাই প্রামাণিকের ছেলেকে মারধর করছিল। সেই সময় ছোট মামা বাড়িতে ছিলেন না। বাজার থেকে বাড়িতে ফিরে এসে নিজের ছেলেকে মারধোরের তিনি প্রতিবাদ করেন।

বুল্টির অভিযোগ, ছোট মামার মাথায় ভারী কিছু দিয়ে সজোরে আঘাত করে বড় মামার ছেলে জয়। রক্তাক্ত অবস্থায় ছোট মামাকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মঙ্গলবার ভোরে ছোট মামার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্ত বড় মামার ছেলে জয়ের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন আত্মীয়-পরিজনরা। স্থানীয় কাউন্সিলর তথা উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ভাইস-চেয়ারপার্সন শ্রীপর্ণা রায় জানান, পারিবারিক অশান্তির জেরে কাকার ওপর আক্রমণ চালায় তাঁরই ভাইপো জয় প্রামাণিক। এদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শুনেছি, এর আগে আরেক কাকাকে খুন করেছিল অভিযুক্ত সৈকত। খুনের দায়ে সৈকত জেলও খেটেছিল। তিনি জানান, এই ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে প্রশাসন যথোপযুক্ত শাস্তি দেবে।

হাজারের বেশি অনুদানহীন মাদ্রাসায় স্বীকৃতি, জানুয়ারি থেকে মিলবে নিয়মিত সাম্মানিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার হাজারের বেশি অনুমদনহীন মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নতুন স্বীকৃত এই মাদ্রাসাগুলির শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের যোগ্যতামান যাচাইয়ের কাজ বর্তমানে জেলাস্তরে দ্রুতগতিতে চলছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই তাঁদের নিয়মিত মাসিক সাম্মানিক প্রদান শুরু হবে।

রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন মাসের বকেয়া সাম্মানিকও এরিয়ার হিসেবে পাবেন। নতুন পর্যায়ের এই সাম্মানিক প্রদানের জন্য রাজ্য অর্থ দপ্তর ইতিমধ্যেই আগামী এক বছরের জন্য ৩৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছে।

উল্লেখ্য, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সমান্তরাল করে তুলতে রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ২৩৫টি অনুদানহীন মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে ২০২১ সাল থেকে সেখানকার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিত সাম্মানিকের আওতায় আনা হয়। পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকার এ পর্যন্ত ৩১ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

শুধু স্বীকৃতি নয়, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার দিকেও জোর দিয়েছে প্রশাসন। বর্তমানে রাজ্যের ৬০০টি মাদ্রাসায় ১২০০টি স্মার্ট ক্লাস চালু হয়েছে। ১১৫টি মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করতে বই বিতরণ ও নতুন বই কেনার জন্য একাধিক বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে ৭৬টি মাদ্রাসায় সায়েন্স ল্যাব আধুনিকীকরণের কাজও চলছে।

মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগেও গতি এসেছে। এ পর্যন্ত ৯৮৯০ জন শিক্ষক এবং ৭৭৪ জন অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ পেয়েছেন। সপ্তম এসএলএসটির মাধ্যমে নতুন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ এবং গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগও সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, স্বীকৃতি, আর্থিক সুরক্ষা এবং আধুনিক পরিকাঠামোর সমন্বয়ে রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতেই এই পদক্ষেপ।

কৃষি গবেষণায় বড় সাফল্যের কথা জানালেন মমতা ব্যানার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের কৃষি গবেষণায় বড় সাফল্যের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে তিনি জানান, রাজ্যের আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপযোগী চারটি নতুন উচ্চফলনশীল ধানের ভ্যারাইটি উদ্ভাবন করেছেন কৃষি দপ্তরের গবেষকরা। দীর্ঘ কয়েক বছরের গবেষণার পর পুরুলিয়ার খরা প্রতিরোধ গবেষণা কেন্দ্র এবং চুঁচুড়ার ধান গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের হাত ধরেই এই নতুন প্রজাতিগুলি তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি জানান, পশ্চিমাঞ্চলের খরাপ্রবণ জেলা;পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার মতো এলাকার জন্য 'সুভাষিণী', 'লহমতি' এবং 'মুসাফির' নামে তিনটি নতুন ধানের প্রজাতি তৈরি হয়েছে। এই ধানগুলি খরিফ মরশুমে হেক্টর প্রতি ৫২ থেকে ৫৫ কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম বলে দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য 'ইরাবতী' নামে একটি নতুন প্রজাতি উদ্ভাবিত হয়েছে, যা দীর্ঘক্ষণ জলমগ্ন অবস্থায় নষ্ট হয় না এবং হেলে পড়ে না।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় জানান, ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত রাজ্য সরকার কৃষকদের সুবিধার্থে গবেষণার মাধ্যমে মোট ২৫টি নতুন ফসলের প্রজাতি তৈরি করেছে, যার মধ্যে ১৫টিই ধানের ভ্যারাইটি। এই নতুন ভ্যারাইটিগুলি রাজ্যের জলবায়ু বৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলিতে কৃষি উৎপাদন স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক হবে বলেই মত প্রশাসনের।

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন ভ্যারাইটিগুলি চাষে গেলে খরাপ্রবণ এবং বন্যাপ্রবণ দুই ধরনের এলাকাতেই উৎপাদন বাড়বে, পাশাপাশি কৃষকদের ঝুঁকি কমবে। গবেষকদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় এই ধরনের অভিযোজিত ধান ভবিষ্যতে রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। মুখ্যমন্ত্রী এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গঙ্গা বাঁচাতে কল্যাণী-ডায়মন্ড হারবার জুড়ে হাইটেক নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গার দূষণ রুখতে এ বার প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে নামল রাজ্য। কল্যাণী থেকে ডায়মন্ড হারবার, প্রায় ১২০ কিলোমিটার নদীপথ জুড়ে শুরু হচ্ছে ড্রোন নির্ভর সমীক্ষা। উদ্দেশ্য একটাই, কোথা দিয়ে নোংরা জল ঢুকছে, তা চিহ্নিত না হলে গঙ্গা বাঁচবে না।

স্টেট মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা ও কেএমডিএর যৌথ উদ্যোগে অত্যাধুনিক ড্রোন দিয়ে নদীর দু'পাড়ের প্রায় ১০০ মিটার এলাকা স্ক্যান করা হবে। এক আধিকারিকের কথায়, ড্রোনে ধরা পড়বে প্রতিটি নর্দমার অবস্থান, মাপ ও প্রবাহের দিক। ইতিমধ্যেই চিহ্নিত প্রায় ৪০০টি আউটফলের সঙ্গে নতুন তথ্য মিলিয়ে তৈরি হবে বিস্তারিত মানচিত্র। এই সমীক্ষার পর পরিকল্পনা আরও কড়া। নর্দমার দূষিত জল শোধনাগারে পাঠিয়ে তা পুনর্ব্যবহারের ছক কষা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, শোধিত জল মাছচাষ, বাগান বা রাস্তা পরিষ্কারে ব্যবহার হলে জলের অপচয় কমবে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ২০৪২ সালের জনসংখ্যা ধরে তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাস্টার প্ল্যানও তৈরি হচ্ছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ৭ মাঘ ১৪৩২ বুধবার

বেলডাঙা মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশকে স্বাগত শুভেন্দুর

‘এসআইআরের নামে মানুষকে হয়রানি করছেন মমতা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলডাঙা হিংসা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের কড়া হস্তক্ষেপকে স্বাগত জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি জানান, তাঁর করা আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের বেঞ্চ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে। শুভেন্দুর বক্তব্য, বেলডাঙায় উপলব্ধ বিএসএফের পাঁচ কোম্পানি মোতায়েন ও সম্পূর্ণ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

একইসঙ্গে পরিস্থিতি প্রয়োজন অনুযায়ী মুর্শিদাবাদে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাতে কেন্দ্র সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিংসার ঘটনার তদন্ত এনআইএ করবে কি না, তা নিয়েও এনআইএ আইনের ৬(৫) ধারা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। শুভেন্দু আরও লেখেন, জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার সূত্রপাত ও বিস্তারের কারণ ব্যাখ্যা করে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে

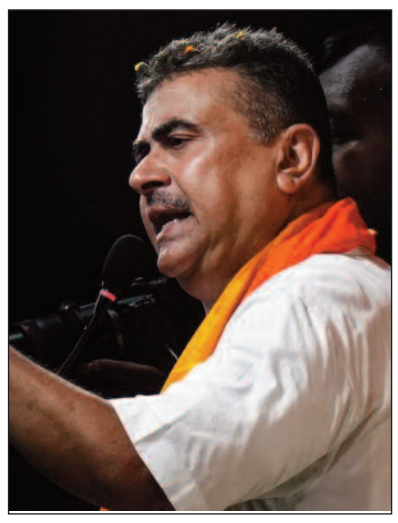

ডিআইজিকে। তাঁর মন্তব্য, মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের জীবন রক্ষায় এই ঐতিহাসিক নির্দেশ।

নদিয়ায় জনসভা থেকে এসআইআর বিতর্কে আগুন ঝরালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশকে বিকৃত করে রাজ্য সরকার ও শাসকদল মানুষের হয়রানি চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। শুভেন্দুর কথায়, সুপ্রিম কোর্ট যা বলেছে, তার উলটো ব্যাখ্যা দিয়ে তৃণমূল ভয় দেখাচ্ছে।

শীর্ষ আদালত ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ তালিকা প্রকাশ ও শুনানিতে ভোটারের অনুমতি সাপেক্ষে বিএলএ উপস্থিতির কথা বললেও, বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না বলে দাবি। তাঁর অভিযোগ, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর না-দিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে গরমিল তৈরি করা হয়েছে। নাম ভুল হলে দায় নির্বাচন কমিশনের নয়, দায় মুখ্যমন্ত্রীর, কটাক্ষ শুভেন্দুর।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে কাজ নেই, শিল্প নেই, অথচ পরিকল্পিত ভাবে ভোটারদের হয়রানি করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে তৃণমূল। মানুষ বোকা নয়, সব বুঝছে, এই বার্তাই দেন বিরোধী দলনেতা।

মতুয়া বলয় ফেরাতে অভিষেকের কড়া বার্তা, পালটা কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে উত্তর ২৪ পরগনায় সংগঠন চাঙা করতে নামলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২২ জানুয়ারি এক লক্ষের বেশি বুথস্তরের কর্মী, জনপ্রতিনিধি ও সাংগঠনিক নেতৃত্বকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসছেন তিনি। লক্ষ্য একটাই; মতুয়া প্রভাবিত এলাকায় হারানো জমি উদ্ধার।

বারাসতের সভা থেকে অভিষেকের স্পষ্ট ঘোষণা, এ বার ৩৩টি বিধানসভায় ফল হতে হবে ৩৩,০। তাঁর অভিযোগ, নাগরিকত্বের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি দীর্ঘদিন মতুয়া সমাজকে বিভ্রান্ত করেছে। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, ‘ভোটের সময় টাকা ছড়াবে, নিন, ওটা বাংলারই টাকা। কিন্তু ভোট দেবেন জোড়াফুলে।’

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকেও নিশানা করে অভিষেকের মন্তব্য, উত্তর ২৪ পরগনায় দু’চারটে আবর্জনা পড়ে আছে, ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। তাঁর দাবি, বিজেপির আসন সংখ্যা ৫০-এর নীচে নামাতে পারলেই দিল্লির সরকার টলবে। তবে বিজেপির পাল্টা বক্তব্য, উনি অনেক কিছুই বলেন। মানুষ দুর্নীতির হিসেব জানে। ভোটের আগে এই রাজনৈতিক তর্জা-তর্কই যে জেলার ময়দানে উত্তাপ বাড়াবে, তা স্পষ্ট।

প্রশাসনের শীর্ষস্তরে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তরে সচিব পর্যায়ে ফের বেশ কিছু রদবদল করা হল। কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর থেকে মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুরেন্দ্র গুপ্তাকে। তিনি বর্তমানে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সচিব পদে রয়েছেন। ওই দপ্তরের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরও সামলাবেন তিনি।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের বর্তমান সচিব স্মারকি মহাপাত্রকে সর্বশিক্ষা মিশন এবং গ্রন্থাগার দপ্তরের সচিব করা হয়েছে। এতদিন ওই দপ্তরের দায়িত্বে থাকা আইএএস আধিকারিক রাজেশ কুমারকে সংশোধনাগার দপ্তরের সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসে অপলা শেঠকে আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংশোধনাগার দপ্তরের সচিবের অতিরিক্ত দায়িত্ব এতদিন উত্তরবঙ্গ দপ্তরের সচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালের ওপর ছিল। নতুন নিয়োগের ফলে সেই অতিরিক্ত দায়িত্ব থেকে তিনি অব্যাহতি পেলেন।

অন্যদিকে, আইজি রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভিনিউয়ের কমিশনার পবন কাদিয়ানকে ট্রেজারি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস দপ্তরের ডিরেক্টর করা হয়েছে। এই দায়িত্বটিও তিনি অতিরিক্ত পদ হিসেবেই সামলাবেন। নবান্ন সূত্রের মতে, প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়ানো এবং দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতেই এই রদবদল করা হয়েছে।

ভুয়ো তথ্যের ফাঁদে শ্রদ্ধেয়দের হাজিরা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাসকদলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য দাবি করলেন, গোটা জেলাজুড়ে সুপরিকল্পিত ভাবে ভুয়ো তথ্য আপলোড করানো হচ্ছে সরকারি কর্মীদের দিয়ে। তাঁর বক্তব্যে, কিছু জায়গায় সরকারি কর্মীদের জোর করে মিথ্যে তথ্য দিতে বাধ্য করা হয়েছে। সেই ভুয়ো নথির জেরে আজ শুনানির মুখে দাঁড়াতে হচ্ছে সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি, প্রবীণ নাগরিক এবং পরিচিত মুখদের।

শমীকের অভিযোগ, যাঁরা দেশ ও সমাজে পরিচিত, তাঁদের নাম এমন ভাবে এসআইআর তালিকায় ঢোকানো হয়েছে যে শুনানিতে হাজিরা দিতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। তাঁর দাবি, এই পুরো প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কর্মী ও তাদের ঘনিষ্ঠ পুলিশি কাঠামো। জেলায় জেলায় পরিকল্পনা করে এই কাজ করানো হয়েছে, বলেন তিনি।

বিজেপি নেতার কটাক্ষ, তৃণমূলের উদ্দেশ্য একটাই, মানুষকে

এসআইআর, কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা। তাঁর স্পষ্ট মন্তব্য, এই রাজনৈতিক জিহাদে কোনও লাভ নেই।

মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে রাজ্যে চরম পরিস্থিতির সতর্কবার্তা দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। শমীকের দাবি, একদিকে মুখ্যমন্ত্রী যখন নির্দিষ্ট ধর্মীয় উৎসব ঘিরে ‘নিজেদের গর্বিত করার’ কথা বলেন, অন্যদিকে শাসকদলের নেতারা বিজেপির ধর্মচর্চাকে কটাক্ষ করেন, তখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে উস্কানিমূলক মন্তব্যের পরেও কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি, আর সেই নীরবতাই আজ উগ্রতার ইন্ধন জুগিয়েছে। শমীকের মতে, ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষকে বিভাজনের ভাষা এখন প্রকাশ্যে শোনা যাচ্ছে। ‘আমরা আলাদা ধর্মের, আলাদা আলোর অধীনে আসব’ এই স্লোগান ভয়ংকর ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ইউরোপে যে উগ্রপন্থার ঢেউ দেখা গিয়েছে, আজ তা বাংলায় এসে পৌঁছেছে, এমনই দাবি শমীকের। তাঁর অভিযোগ, গত এক দশকে রাজ্যের একাধিক জেলায় ধর্মীয় উত্তেজনার ঘটনা ঘটলেও সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ। এটা বিপ্লব নয়, বিপর্যয়ের পথে যাত্রা, কড়া ভাষায় সতর্ক করেন তিনি।

ল’কলেজে ফের অশান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে ফের উত্তাল যোগেশ চন্দ্র ল’কলেজ চত্বর। পুজোর আয়োজনে প্রাক্তনীদের ভূমিকা নিয়ে মতবিরোধে চরমে উঠল অস্থিরতা। অভিযোগ, প্রাক্তনীদের দিয়েই পুজো করাতে চাইছেন অধ্যক্ষ, এই দাবিকে সামনে রেখে ছাত্রদের একাংশ অধ্যক্ষের ঘরেই তালা ঝুলিয়ে দেয়। মুহূর্তে কলেজে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা।

এক পক্ষের বক্তব্য, প্রাক্তনীরা এলেই পুজোর নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে তাঁদের হাতে। অন্যদিকে পাল্টা দাবি উঠে আসে, প্রাক্তনীরা কলেজ পরিবারেরই অংশ, তাঁদের বাদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই টানাপোড়েনে প্রশাসনিক কাজকর্ম কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। বিতর্কে মুখ খুলে অধ্যক্ষ স্পষ্ট জানান, সরস্বতী পুজোয় কোনও বাধা নেই। প্রাক্তনীরা আসতে চাইলে আসবেন, তাতে আপত্তি নেই। তবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখাই অগ্রাধিকার বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

চেয়ারম্যান অপসারণ চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিকিৎসকদের চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের স্বাস্থ্য নিয়োগ ঘিরে ফের অস্বস্তি। হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান সুদীপ্ত রায়কে অবিলম্বে সরানোর দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠাল সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টর্স। সংগঠনের অভিযোগ, নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাথায় রাজনৈতিক পরিচয় থাকলে নিরপেক্ষতা থাকে না।

চিঠিতে স্মরণ করানো হয়েছে, ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল; নিয়োগ সংক্রান্ত সিলেকশন কমিটির শীর্ষে থাকবেন এমন ব্যক্তি, যাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতের ন্যূনতম আশঙ্কাও নেই। অথচ বর্তমান চেয়ারম্যান শাসকদলের বিধায়ক হওয়ায় স্পষ্ট স্বার্থের সংঘাত তৈরি হয়েছে বলে দাবি চিকিৎসকদের।

তাঁদের অভিযোগ, ২০১২ সালের সরকারি নিয়ম উপেক্ষা করে মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, আরএমও ও স্পেশালিস্ট নিয়োগে মেধাতালিকায় গরমিল, যোগ্যতা গোপন ও পক্ষপাতিত্ব হয়েছে। সংগঠনের বক্তব্য, এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, দীর্ঘদিনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাধি। তাই জনস্বার্থে বর্তমান বোর্ড ভেঙে অরাজনৈতিক ও প্রশ্নাতীত ভাবমূর্তিরদ চেয়ারম্যান নিয়োগের দাবি উঠেছে। এখন প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে চিকিৎসক মহল।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সঠিক নয়: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এসআইআর শুনানি কেন্দ্রগুলোতে তাণ্ডব চলছে। এমনকি অনেক জায়গায় ফর্ম-৭ জমা পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সঠিক নয়। দু’একজন জেলাশাসক কিংবা মহকুমা শাসককে সাসপেন্ড করলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যেত। তবে নির্বাচন কমিশন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকলে বাংলায় কোনওমতেই স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয়। তাঁর আশঙ্কা, আইপ্যাক কর্তার বাড়ি থেকে মমতা ব্যানার্জি যদি ইডির হাত থেকে ফাইল ছিনিয়ে নিতে পারেন। এতেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, মমতা ব্যানার্জি কিছুতেই সুষ্ঠু ভাবে ভোট করতে দেবেন না। প্রতি বুথে মমতার পুলিশ আর গুন্ডা ঢুকে আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের মারধোর করবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, এসআইআর ইস্যুতে মমতা ব্যানার্জি বাংলায় আগুন জ্বালাচ্ছেন। অভিষেক ব্যানার্জি সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন, ফর্ম-৭ জমা করতে আসলে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে ডিজে বাজাতে। তাঁর বক্তব্য, কিছু সংখ্যক জেহাদি অভিষেক ব্যানার্জির কথায় নাচানাচি করছে। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় এলে জেহাদিদের বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানে পালাতে হবে। তখন ব্যানার্জি পরিবার এঁদেরকে ছেড়ে আমেরিকা পালাবে। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, সোমবার বারাসতে অভিষেক ব্যানার্জির সভায় লোক হয়নি। ময়দান ফাঁকা ছিল।

তাঁর দাবি, কিছু সংখ্যক জেহাদি তৃণমূলের মিটিং-মিছিলে গিয়ে ভিড় করছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এখন তৃণমূলের সভায় ভিড় করছেন না। কিন্তু হুমায়ুন কবীর ওর কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছে। প্রাক্তন সাংসদের কথায়, নির্বাচন কমিশনের কাজ করতে অসুবিধা হলে আধা সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিক। অথবা ৩৫৫ ধারা জারি করে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করুক। আসলে এঁরা জোড়াতাপ্পি দিয়ে কাজ করতে চাইছে। কিন্তু বাংলায় জোড়াতাপ্পি দিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। তাঁর দাবি, তৃণমূলকে ঝেটিয়ে বিদায় করলেই বাংলা থেকে যাবে। অন্যথায় তৃণমূলকে বাংলা থেকে হটানো খুব কঠিন।

জাল ভোটার তালিকাই মমতার ভোটব্যাঙ্ক: তাপস

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার রাজ্য রাজনীতিতে ভয়ঙ্কর চাঞ্চল্য ছড়াল বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা তাপস রায়ের মুখে। তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে প্রশ্ন তুললেন, তৃণমূল কেন লজিক্যাল ডিসক্রেপন্সি চিহ্নিত ভোটারদের নোটিস দেওয়ার প্রতিবাদ করছে?

নির্বাচন কমিশনের হলফনামা স্পষ্ট করে দিয়েছে ভোটার তালিকায় বিশাল অনিয়ম। বারাবনির একজন ব্যক্তিকে ৩৮৯ জন ভোটারের বাবা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে, হাওড়ার বালিতে আরেকজনকে ৩১০ জনের অভিভাবক দেখানো হয়েছে। আরও তথ্য প্রকাশ করে দেখা গিয়েছে, ৭ জনকে ১০০ জনের বেশি, ১০ জনকে ৫০ জনের বেশি, ৮,৬৮২ জনকে ১০ জনের বেশি ভোটারের বাবা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (২০১৯,২১) অনুযায়ী, ভারতের গড় পরিবারের সদস্য সংখ্যা মাত্র ৪.৪। এটি কোনও ছোটখাটো ভুল নয়, এটি ভোটার তালিকায় সংস্থা-ভিত্তিক কারসাজির প্রমাণ। তাপস রায় বললেন, এই ফুলে-ফেঁপে ওঠা, জাল ভোটার তালিকা থেকেই মমতার ভোটব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে। প্রকৃত যাচাই শুরু হলেই সাজানো সংখ্যার খামতি ফাঁস হবে। এটাই কারণ তৃণমূল যাচাই

প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে, কারণ পরিষ্কার ভোটার তালিকা মানেই কৃত্রিম ম্যান্ডেটের অবসান।

এসআইআর ঘিরে ‘সফটওয়্যার রিগিং’য়ের অভিযোগ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া ঘিরে নতুন করে বিতর্ক উসকে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েনের অভিযোগ, এসআইআরের নামে অসফটওয়্যার ইনটেনসিভ রিগিংদ চালানো হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, ‘আমরা এসআইআরের বিরোধী নই, কিন্তু অস্বচ্ছ পদ্ধতির বিরুদ্ধে।’ ডেরেকের বক্তব্য, তৃণমূল বারবার নির্বাচন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দাবি তুলেছে। ‘৭৫ বার বলেছি, নিয়ম মানি, কিন্তু মানুষকে হয়রানি করে নয়’, বলেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, ‘কেন এমন একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে জনতার ঘাড়ে বোঝা করে চাপানো হচ্ছে?’ তাঁর দাবি, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই সুরে কথা বলেছেন। তৃণমূলের অভিযোগ, প্রযুক্তির আড়ালে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটছে, যা সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য নয় এবং যার জবাবদিহি স্পষ্ট নয়। তৃণমূলের স্পষ্ট বার্তা, ‘ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ হোক, কিন্তু তা হতে হবে স্বচ্ছ, মানবিক ও প্রশ্নাতীত।’

বঙ্গে বদলাচ্ছে আবহাওয়ার ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে ধীরে ধীরে উষ্ণতার পাল্লা ভারী হচ্ছে। কনকনে ঠান্ডার দাপট কার্যত নেই, শীতের মরশুম যে বিদায়ের পথে, তা স্পষ্ট। আলিপুর আবহাওয়া দফতর এখনও নির্দিষ্ট দিন না বললেও ইঙ্গিত পরিষ্কার, শীত কমলেও কুয়াশা থাকবে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উঠে গিয়েছে ১০ ডিগ্রির উপরে। ব্যতিক্রম নদিয়ার কল্যাণী (৯.৬) ও পানাগড় (৯.৮)। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিংয়ে পারদ নেমেছে ৪.৪ ডিগ্রিতে, কালিম্পংয়ে ৯.৫।

কলকাতা ও আশপাশে মঙ্গলবার সর্বোচ্চ ২৫ ও সর্বনিম্ন প্রায় ১৪ ডিগ্রি থাকার পূর্বাভাস। আকাশ পরিষ্কার থাকলেও ভোরে কুয়াশার দাপট থাকবে। হাওয়া অফিসের ভাষায়, আগামী দু’দিনে দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা আরও বাড়বে। তবে স্বস্তির মাঝেই সতর্কতা, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে দৃশ্যমানতা নামতে পারে ৫০ মিটারে। শীত বিদায় নিলেও কুয়াশাই এখন বঙ্গের নতুন

ফের কলকাতায় সাত জায়গায় ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় ফের সক্রিয় ইডি। জিএসটি ও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি) প্রতারণার অভিযোগে শহরের সাতটি স্থানে একযোগে তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অভিযোগের অঙ্ক কয়েকশো কোটি টাকা। শুধু কলকাতাই নয়, একই সঙ্গে গুয়াহাটি ও সিকিমেও চলছে অভিযান। ইডি সূত্রের দাবি, ভুয়ো সংস্থা খুলে জাল ইনভয়েস দেখিয়ে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা সরানো হয়েছেদ।

তদন্তে উঠে এসেছে, একাধিক শেল কোম্পানির মাধ্যমে কাগুজে লেনদেন দেখিয়ে বেআইনিভাবে আইটিসি নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই আর্থিক জালের ওপর নজর ছিল সংস্থার। কোথায় গিয়েছে ওই অর্থ, কারা চক্রের মূল মাথা, তা খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান।

শহরের বাণিজ্যিক এলাকা ও আবাসনে সকাল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারায় তল্লাশি চলছে। নথি ও ডিজিটাল ডিভাইস পরীক্ষা করে একাধিক হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ইডির বক্তব্য, তদন্ত চলছে, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে, গ্রেপ্তার নিয়ে এখনও নীরব ইডি।

বিজেপির সাংগঠনিক রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য কমিটি ঘোষণার পরেই সংগঠন চাঙ্গা করতে সাতটি মোর্চায় নতুন ইনচার্জ নিয়োগ করল রাজ্য বিজেপি। মঙ্গলবার রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তালিকা প্রকাশ করে জানালেন, তৃণমূলস্তরে সংগঠনকে শক্ত করাই এখন আমাদের অগ্রাধিকার। ২০২৫,২৭ সময়কালের জন্য এই দায়িত্ব অবিলম্বে কার্যকর হচ্ছে।

দলীয় সূত্রের দাবি, যুব থেকে মহিলা, কৃষক থেকে সংখ্যালঘু; প্রতিটি সামাজিক স্তরে বার্তা পৌঁছতে অভিজ্ঞ মুখদেরই সামনে আনা হয়েছে। যুব মোর্চার ইনচার্জ করা হয়েছে সৌমিত্র খানকে। মহিলা মোর্চার দায়িত্ব পেলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। কিষাণ মোর্চার নেতৃত্বে বাপী গোস্বামী, ওবিসি মোর্চায় অজিত দাস। তফসিলি জাতি মোর্চার ইনচার্জ জ্যোতির্ময় সিং মাহাত, তফসিলি উপজাতিতে খুদিরাম টুডু এবং সংখ্যালঘু মোর্চার দায়িত্বে অমিতাভ রায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে এই রদবদল স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে, মাঠে নামার প্রস্তুতি শুরু।

নিপায় শুরু বাদুড় সমীক্ষা: বারাসতের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি নিপা আক্রান্ত দুই নার্সকে ঘিরে উদ্বেগের মধ্যেই স্বস্তির খবর। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা কারও শরীরেই নিপা ভাইরাসের অস্তিত্ব মেলেনি। মোট ১৭১ জনের ৫১৩টি নমুনা পরীক্ষায় সব রিপোর্টই নেগেটিভ। তবু সংক্রমণের উৎস এখনও নিশ্চিত না-হওয়ায় সতর্কতায় কোনও ঢিল নেই। উৎস খোঁজার পর্বে সোমবার থেকেই রাজ্যে শুরু হয়েছে বাদুড়ের সেরো,সার্ভিল্যান্স। কেন্দ্রীয় বন মন্ত্রক, পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি ও রাজ্যের স্বাস্থ্য,প্রাণিসম্পদ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে প্রথম সমীক্ষা চালানো হয় মধ্যমগ্রাম সংলগ্ন এলাকায়।

বাংলার এসআইআরে দিল্লির শীর্ষ আমলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে বিতর্ক তীব্র হতেই নজরদারিতে কড়াকড়ি বাড়াল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। দিল্লি থেকে আগেই ১২ জন রোল অবজার্ভার পাঠানো হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে বিশেষ রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত দায়িত্বে রয়েছেন। কমিশন আরও চারজন সিনিয়র আইএএস আধিকারিককে যুক্ত করেছে, প্রসন্না আর, আইএএস, পি বালা কিরণ, আইএএস, যৌথ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, রবি শংকর, আইএএস, যৌথ সচিব, কর্মিবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তর, রাঘব লাঙ্গার, আইএএস, সচিব, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন।

এছাড়াও তালিকায় রয়েছেন শশাঙ্ক মিশ্র, আইএএস, ভি কিরণ গোপাল, আইএএস, গয়া প্রসাদ, আইএএস, হর্ষ মাংলা, আইএএস, দেবেশ দেবল, আইএএস ও নিষ্ঠা উপাধ্যায়, আইডিএএস, অতিরিক্ত

সিইও, জিইএম। কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, এসআইআরে গাফিলতি প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা। উত্তরবঙ্গকে ফোকাসে রেখে ১০, ১২টি জেলা চিহ্নিত হয়েছে। অভিযোগ, নিয়ম না মেনে সংশোধনের কাজ হয়েছে। আজই আধিকারিকদের বাংলায় পৌঁছনোর সম্ভাবনা। কমিশনের অবস্থান পরিষ্কার, ভোটার তালিকায় সামান্য ভুলও বরদাস্ত নয়।

সম্পাদকীয়

বিপদের নাম সোশ্যাল মিডিয়া, উন্নয়নশীল দেশগুলো আর কবে বুঝবে?

শিশু ও কিশোর মনের ওপর সোশ্যাল মিডিয়ার মারাত্মক কুপ্রভাব নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে সতর্ক করে আসছিলেন বিশেষজ্ঞরা। মার্কিন বিশেষজ্ঞ জোনাথন হাইট ২০১৪ সালে তাঁর বই 'দ্য অ্যাংশিয়াস জেনারেশন'-এ তিনি দাবি করেন, স্ক্রিনে দিকে বা সমাজমাধ্যমের পাতায় বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে শিশুদের মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয়। এর ফলে মানসিক অসুস্থতার এক 'মহামারি' সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু, দূর্ভাগ্য, মানুষের হুঁশ ফিরতে ফিরতে কয়েক বছর কেটে গেল। বেটার লেট, দ্যান নেভার, এই আপ্তবাক্য মেনে আপাতত কিছুটা হলেও আশার আলো দেখা যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার মত দেশ এরই মধ্যে ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করেছে। গত মাসে অস্ট্রেলিয়ার সেনেটে বিল পাশ করে এই সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়। এতে ১৬ বছরের কমবয়সিরা আর সমাজমাধ্যম ব্যবহার করতে পারবে না। ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব, এক্স, স্ন্যাপচ্যাট, ইনস্টাগ্রামের মত ১০টি প্রচলিত সমাজমাধ্যমের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। অস্ট্রেলিয়ার দেখানো পথে এবার পা বাড়িয়েছে ইউরোপের দুই জায়েন্ট ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। অজিদের মতো তারাও কিশোর, কিশোরীদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছে। এরই মধ্যে ইউরোপীয় দুই দেশই নিজের মতো করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে। এখন এতে কতটা কাজ হবে তা নিয়ে সন্দিহান বিশেষজ্ঞদের একাংশ। তবে ভালো এবং প্রয়োজনীয় কাজটা যে শুরু হল, সেটাই বা কম কীসের? এত গেল সবই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির ।কথা। এদের পাশে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির ছবিটা কিন্তু খুব খারাপ। এত সতর্কতা, এত প্রচার, কোনও কিছুতেই তাঁদের হুঁশ ফিরছে না। তাঁরা কিন্তু যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। যাঁরা এই নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করেন, তাঁদের দাবি কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় এটি অবশ্য প্রয়োজন।

শব্দছক ৪৯

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. ধূ-ধূ বিশাল ময়দান ৪. বাঁকা ৬. বার বার আবর্তিত মন্ত্রোচ্চারণ ৭. ঝাল দানাদার মশলা ৯. পেরনো ১০. দাঁত ১১. ... যায় না থামা ১২. বহু ধাতুর মিশ্রণে গঠিত ধাতু ১৪. কিনারা ১৫. রাত্রি ১৬. স্ত্রীলিঙ্গে রক্ত-আভাযুক্ত ১৭. পাহাড়িয়া বৌদ্ধ-ভিক্ষুক ১৮. পুরুষ বন্ধু ১৯. যার ভেতরে রস আছে

ওপর-নিচ: ১. যার তেজ হারিয়ে গেছে ২. কলুষ ৩. ব্যাপক প্রসার ৫. কাঁদা ৮. চরমে ঠাঁই নেওয়া ৯. সুন্দর পাতাযুক্ত লতানে গাছ ১২. গোয়ার এক নামকরা বিচ ১৩. চুটকি দেওয়া ১৪. সুন্দর গন্ধযুক্ত ১৭. মূলের ওপর অতিরিক্ত পাওয়া

সমাধান ৪৮ — পাশাপাশি: ১. কলরব ৩. চর্চিত ৫. ইন্দ্র ৬. আনকোরা ৯. কাঁদি ১০. পলাশ ১১. কলম ১৩. চর্ম ১৪. তরুলতা ১৮. কাক ১৯. সুন্দর ২০. ক্ষরণ

ওপর-নিচ : ১. কটু ২. রজন ৩. চন্দ্র ৪. তন্বী ৫. ইরা ৬. আদি ৭. কোমল ৮. চলাচল ৯. কাঁখ ১১. কর্মকার ১২. মত ১৫. রুধির ১৬. তারা ১৭. বসু

আজকের দিন

- ১৯২৪ — রাশিয়ান বিপ্লবী ভ্লাদিমির লেনিন ৫৩ বছর বয়সে মারা যান।
- ১৯৪৫ — বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর মৃত্যু হয়।
- ১৯৫২ — ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস জয়লাভ করে।
- ১৯৭২ — মণিপুর, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা হয়।

জন্মদিন

১৮৬৩ *বিশিষ্ট দার্শনিক স্বামী ব্রহ্মানন্দর জন্মদিন।*

১৯২৪ *ভারতের রাজনীতিবিদ মধু দণ্ডবতের জন্মদিন।*

১৯৮৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের জন্মদিন।*

সুশান্ত সিং রাজপুত

মগের মুলুক বাংলা, আইনশৃঙ্খলার অবক্ষয় এবং তোষণের রাজনীতি

বরুণ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা আজ যেন ক্ষ্মমগের মুল্লুকক্ষ্ম-এ পরিণত হয়েছে , যেখানে জোর যার, মুল্লুক তার। অতীতে আরাকানের জলদস্যুরা (মগ নামে খ্যাত) বাংলার নদীপথে আইনহীনতার রাজত্ব কায়েম করেছিল, যেখানে গায়ের জোরে যে যা খুশি করত, বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। আজকের বাংলায়ও তেমনই অবস্থা , বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের মতো এলাকায়। গতকাল, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ন্যাশনাল হাইওয়ে-১২ এবং রেললাইন অবরোধ করে রাখা হয়। প্রতিবাদকারীরা টায়ার জ্বালিয়ে, পাথর ছুড়ে হিংসাত্মক রূপ নেয়, এবং পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অনুনয়-বিনয় করে অবশেষে অবরোধ তুলতে বাধ্য হন। এই ঘটনা শুধু আইনশৃঙ্খলার ব্যর্থতাই নয়, রাজ্য সরকারের তোষণমূলক রাজনীতিরও প্রমাণ।

ঘটনার পটভূমি দুই রাজ্যের , পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ড। দুই রাজ্যেই 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিক দলের সরকার এখানে তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি), সেখানে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) ও কংগ্রেস। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জাতীয় স্তরে নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপির বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই। কিন্তু ঝাড়খণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে বেলডাঙ্গায় বিক্ষোভ উঠল। বিক্ষোভকারীরা সবাই মুসলিম সম্প্রদায়ের, যা ছবি ও ভিডিও থেকে স্পষ্ট।

এই মৃত্যু নিয়ে ক্ষোভ যুক্তিসঙ্গত হতে পারে, কিন্তু অবরোধ, হিংসা এবং আইন লঙ্ঘনকে কীভাবে সমর্থন করা যায়? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি বলেছেন, সংখ্যালঘুদের এই ক্ষোভ যুক্তিসঙ্গত। তিনি বেআইনি কাজে আইনি মোড়ক দিয়ে যেন ইন্ধন জোগাচ্ছেন। একজন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে এ কি শোভা পায়?

এখানে 'উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে' প্রবাদটি খুবই প্রাসঙ্গিক। ঝাড়খণ্ডে ঘটনা ঘটল, কিন্তু তার ফল ভোগ করছে পশ্চিমবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি-শাসিত রাজ্যে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের কথা বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন যে ঝাড়খণ্ডে তাদেরই বন্ধু দলের সরকার। কয়েকদিন আগে তামিলনাড়ু (ডিএমকে সরকার) এবং কর্নাটক (কংগ্রেস সরকার) , উভয়ই 'ইন্ডিয়া' জোটের , সেখানেও পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিকরা অত্যাচারের শিকার হয়েছে। তাহলে কেন শুধু বিজেপিকে দোষারোপ? এটি স্পষ্ট যে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য করে রাজনৈতিক লাভের জন্য এই বক্তব্য। একজন রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে ঠিক আছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই আচরণ কি উচিত?

ঘটনাস্থলে পুলিশের ভূমিকা ছিল লজ্জাজনক। অবরোধের সময় ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল, এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিওতে শোনা যায় এক মহিলা বলছেন, 'ওই তো পুলিশ আছে' এবং পাশের ভদ্রলোক উত্তর দেন, 'পুলিশ তো নিজেই পালাচ্ছে।' পুলিশের পক্ষে এর চেয়ে অপমানজনক কী হতে পারে? তাদের পোশাকের মর্যাদা এতটা নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে যে তারা নিজেদের অপমানকেও অপমান বলে বুঝতে পারছে না। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর শাসনামলে এই অবস্থা। পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল, বিপুল সংখ্যক পুলিশ উপস্থিত থেকেও নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। প্রশ্ন উঠছে এটা যদি হিন্দু-প্রধান এলাকা হতো, তাহলে বিক্ষোভ এতটা চরমে যেত? পুলিশ কি লাঠিচার্জ করত না, টিয়ার গ্যাস ছুড়ত না? কিন্তু মুসলিম-প্রধান এলাকা হওয়ায় যেন তোষণের নীতি কাজ করছে।

ঘটনার সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো জি ২৪ ঘণ্টা চ্যানেলের জেলা প্রতিনিধি সোমা মাইতির উপর হামলা। এক হিংস্র জনতা , যা ইসলামপন্থী হিংসার রূপ নিয়েছে , তাকে নৃশংসভাবে আক্রমণ করে, শ্লীলতাহানি করে। প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে এক কিলোমিটারেরও বেশি পথ তাড়া করা হয়, তার ক্যামেরাম্যানও আহত হন। সোমা মাইতি কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, 'একজন আমার চুল ধরে টানছে, একজন পা ধরছে, কেউ ফোন ছিনিয়ে নিচ্ছে, কেউ কাপড় টানছে... শরীরের সর্বত্র হাত...' এটি স্পষ্ট শ্লীলতাহানি। পুলিশের সামনেই এ ঘটেছে, কিন্তু তারা উদ্ধার করেনি। এটা যদি রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ বা গুজরাটে ঘটত, তাহলে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা 'গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ আক্রান্ত' স্লোগান তুলে মাঠে নামতেন। কিন্তু এখানে বিজেপি-শাসিত রাজ্য নয়, আর ঘটনাস্থল মুসলিম-প্রধান এলাকা, তাই নীরবতা। প্রেস ক্লাব কি প্রতিবাদ করবে? তাদেরও তো রাজনৈতিক স্বার্থ আছে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া আরও হতাশাজনক। হামলার নিন্দা, ন্যায়বিচারের আশ্বাস বা ভুক্তভোগী নারী সাংবাদিকের প্রতি উদ্বেগের পরিবর্তে, তিনি বলেন, 'সাংবাদিকের সেখানে যাওয়া উচিত হয়নি।' সমস্যা যেন হিংস্র জনতা নয়, সাংবাদিকের কাজ করা! বেলডাঙ্গায় ইসলামপন্থী হিংসা এবং নারী সাংবাদিকদের উপর হামলা নিয়ে প্রশ্ন করলে, তিনি বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করেন, কোনো দায়িত্ব নেন না। সাংবাদিকদের উপদেশ দেন, 'জনতার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত নয়।' অগ্নিসংযোগ ও হিংসাকে 'জুম্মাবারের স্বতঃস্ফূর্ত কর্মসূচি' বলে ন্যায্যতা দেন, যোগ করেন, 'ধর্মীয় কর্মসূচি বন্ধ করার অধিকার নেই।'

তাহলে গণহিংসা, অগ্নিসংযোগ এবং নারীদের উপর হামলা কি ধর্মীয় কর্মসূচি? এটি শাসন নয়, দায়িত্ব থেকে পলায়ন। নারী নিরাপত্তা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনের বিনিময়ে তোষণ। যখন মুখ্যমন্ত্রী ভুক্তভোগীদের উপহাস করেন, জনতাকে রক্ষা করেন এবং সাংবাদিকদের মুখ বন্ধ করেন, তখন গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে।

সংবাদ সংগ্রহের স্বাধীনতা কি মুর্শিদাবাদের মতো জায়গায় অচল? সাংবাদিকরা কি দূর থেকে খবর সংগ্রহ করবে? এই বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে শোভা পায় না। এটি হিন্দু-প্রধান এলাকা হলে সোমা মাইতির সাথে এমন আচরণ হতো না, পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকত না। এই দ্বিচারিতা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ বহন করে, যা রাজ্যের ঐক্যকে খর্ব করে।

এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার অবক্ষয়ের প্রতীক। তোষণের রাজনীতি বন্ধ করে নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনতে হবে। পুলিশকে স্বাধীন করুন, সাংবাদিকদের সুরক্ষা দিন, সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠ সবার জন্য সমান আইন প্রয়োগ করুন। অন্যথায়, বাংলা সত্যিই 'মগের মুল্লুক' হয়ে উঠবে, যেখানে আইন নয়, জোর চলবে। নাগরিকদের এর বিরুদ্ধে গলা তুলতে হবে।

সামগ্রিক পরিসরের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের আত্মসম্মান কি পেশাগত দক্ষতার চেয়ে কম জরুরি?

শুভজিৎ বসাক

'মানুষের অন্তরে ব্রহ্মের প্রকাশই হলো প্রকৃত শিক্ষা'; স্বামী বিবেকানন্দের এই অমোঘ বাণী সদ্য পালিত হওয়া তাঁর জন্মতিথিতে দাঁড়িয়ে বিশেষতঃ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের পেশাগত জীবনে বড় বেশি প্রাসঙ্গিক। স্বামীজি বলতেন, 'আত্মশ্রদ্ধাই' হলো উন্নতির প্রথম সোপান। যার নিজের ওপর বিশ্বাস নেই, জগতের ওপর বিশ্বাস রাখা তার পক্ষে অসম্ভব। আজ এই বিশেষ দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে; আমরা কি আমাদের পেশাগত পরিচয় ও আত্মমর্যাদাকে প্রকৃত অর্থে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি? মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরা স্বাস্থ্যব্যবস্থার অন্যতম মেরুদণ্ড হওয়া সত্ত্বেও কেন আজও অবহেলার অন্ধকারে রয়ে গিয়েছেন?

বিদেশে, বিশেষত ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় চিকিৎসা পরিষেবায় মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের প্রথম সারির সম্মান দেওয়া হয়। অথচ ভারতের মতো দেশে আজও তাঁদের ব্রাত্য বা পিছনের সারিতে রাখার এক সংকীর্ণ মানসিকতা বর্তমান। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিবর্তনকে অগ্রাহ্য করে আজও তাঁদের প্রতি মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয়। তবে এই অবমাননার জন্য খোদ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের নির্লিপ্ততাও কম দায়ী নয়। স্বামীজি বলতেন, 'যে নিজেকে সাহায্য করে না, তাকে কেউ সাহায্য করতে পারে না।' আমরা যদি নিজেরাই আমাদের কাজের গুরুত্ব না বুঝি, তবে অন্য কেউ আমাদের সম্মান দেবে না; এটিই পরম সত্য।

বর্তমানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে একইসাথে বেসরকারি হাসপাতালেও কর্মরত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরা প্রতিনিয়ত প্রশাসনিক অবদমন ও সহকর্মীদের অবহেলার শিকার হচ্ছেন। হাসপাতালের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা সমবিভাগীয় নার্সিং কর্মীদের অপ্রাসঙ্গিক কাজের বোঝা যেমন- চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের জন্য বরাদ্দ গ্লাভস-ম্যাকিনটোস ভাঁজ করা, ব্যবহৃত সিরিঞ্জ নিডিল কাটার মতো ইত্যাদি নিচুস্তরীয় আরও অনেক কাজ, নিজস্ব পরিসরের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের এক্তিয়ার বহির্ভূত অনেক কাজ যখন তাঁদের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয় (যেমন- অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের দিয়ে হাড়ের বা স্নায়ুর অপারেশনে রেডিও ডায়গনস্টিক টেকনোলজিস্টদের এক্তিয়ারভুক্ত সিআর্ম মেশিন চালানো ইত্যাদি) তখন প্রতিবাদহীনভাবে তা মেনে নেওয়া তাঁদের পেশাগত মেরুদণ্ডহীনতারই বহিঃপ্রকাশ। কোনো ত্রুটি ঘটলে টেকনোলজিস্টদের 'সফট টার্গেট' করা হয়, অথচ সাফল্যের কৃতিত্বে তাঁদের অংশীদারিত্ব থাকে ন্যূনতম।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় 'প্যারামেডিক্যাল' শব্দটি বিলুপ্ত করে 'Allied and Healthcare Services Providers' হিসেবে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের যে স্বীকৃতি দিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৮ সালেই এই লক্ষ্যে পদক্ষেপ করেছিল। একসময় মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো ছিল না; 'ওয়ার্ড বয়' বা অনভিজ্ঞ সহযোগীদের মাধ্যমেই কাজ চালানো হতো। ১৯৬০ সালের সেকেলে আইন অনুযায়ী মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের 'নন-মেডিক্যাল টেকনিক্যাল পার্সোনাল' (NMTP) বা স্রেফ 'টেকনিশিয়ান' ভাবা হতো। কিন্তু আজ সেই অন্ধকার যুগ পেরিয়ে তাঁরা স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চতর বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত। ২০১৮ সালে টেকনিশিয়ান শব্দটির বিলুপ্তি ঘটিয়ে তাঁদের 'Medical Technologist Cadre'- এ উন্নীত করা হয়েছে; এই ঐতিহাসিক বিবর্তনটি মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি হওয়া উচিত।

অতীতের স্মৃতিচারণ করলে দেখা যায়, শিক্ষার্থী অবস্থায় এই মেডিক্যাল দিয়ে এসি পরিষ্কার করানো বা জুতোর নম্বর লেখানোর মতো অমর্যাদাকর কাজ করানো হতো। ওটি বা আইসিইউ-র বর্জ্য অপসারণের মতো কাজ মূলতঃ ব্যবহৃত সিরিঞ্জ নিডিল কাটানো ইত্যাদি যা মূলত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট, তা টেকনোলজিস্টদের দিয়ে করানো এক চরম অবমাননা। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, আজও মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদেরই একাংশ সামান্য সুব্যবহারের লোভে বা 'সুযোগ-সুবিধার' আশায় বিবেক বন্ধক দিয়ে এই অপমান সহ্য করে চলেছেন। স্বামীজি বলতেন, 'দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।' পেশাগত দাসত্ব এভাবেই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের মেধা ও সৃজনশীলতাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অতীত জানা লজ্জার নয়, কিন্তু অন্যায্য অতীতকে বর্তমানে বয়ে নিয়ে চলা চরম লজ্জার।

অবশ্য এই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের পাশেও দাঁড়িয়েছেন অনেক সহমর্মী চিকিৎসক। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের স্বনামধন্য শল্যচিকিৎসক ও বিভাগীয় প্রধানরা তাঁদের সাথে হওয়া অপব্যবহারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। তাঁরা এই টেকনোলজিস্টদের যথাযথ সম্মান দিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিতে অভিজ্ঞ করে তুলেছেন। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিছু নির্দিষ্ট মহলের বিশেষতঃ বহুক্ষেত্রে নার্সিং বিভাগের অহেতুক আধিপত্যবাদী মানসিকতা আজও মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের দমিয়ে রাখার প্রবণতা দেখায়।

প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে যাঁদের আজও সংশয় আছে, তাঁদের পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত সিলেবাসটি পর্যালোচনা করার অনুরোধ জানাই। এখন সময় এসেছে সমস্ত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের এক ছাতার তলায় আসার। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, কর্মরত সিনিয়র মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের প্রতি অনেক জুনিয়র টেকনোলজিস্টরা চাকরি পেয়ে গেলেই সব পেয়েছি বা জেনে গিয়েছি মনোভাবাপন্ন হয়ে তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এরফলে সিনিয়রদের প্রাপ্য সম্মান না দেওয়ায় একটা অদৃশ্য দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে যাতে মেলবন্ধনে ঘাটতি হচ্ছে যে সুযোগ নিচ্ছে অন্য পরিসরের কর্মীরা বিশেষ করে নার্সিং পরিসর। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের ভাষায়; 'একতা ও সংহতিই হলো শক্তি'- কথাটি প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে। তাই শুধু অহং বোধ বা অভিযোগের সুরে নয়, বরং আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানে ও দক্ষতায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সময় এখন। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত একজন দক্ষ 'প্রযুক্তিবিদ' হয়ে ওঠা, স্রেফ যন্ত্রের 'কারিগর' হওয়া নয়।

পেশাগত কাঠামোর উন্নয়ন ও স্বার্থ রক্ষায় রাজ্য মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিলের পুনর্গঠন আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রেও নিজস্ব পরিসরের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের এগিয়ে আসতে হবে। ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা পাওয়াই শিক্ষার শেষ পর্যায় নয়, বরং নিরন্তর জ্ঞানচর্চাই হোক মূল মন্ত্র।

পরিশেষে স্বামীজির সেই অমর বাণী স্মরণ করি; 'জেগে ওঠো, সচেতন হও এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।' কিছু নির্দিষ্ট পরিসরের অপব্যবহারের উত্তর কটু শব্দে নয়, বরং নিজেদের শিক্ষিত ও অপরিহার্য করে তোলার মাধ্যমেই দিতে হবে। সেদিনই স্বাস্থ্য পরিসরে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে, যেদিন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরা সমস্ত বিভেদ ভুলে পেশাগত সম্মানের লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারব।

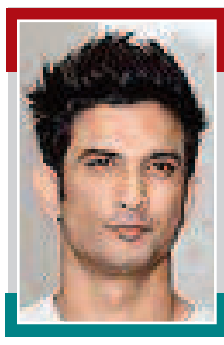

চর্চাবাসর ৫৬

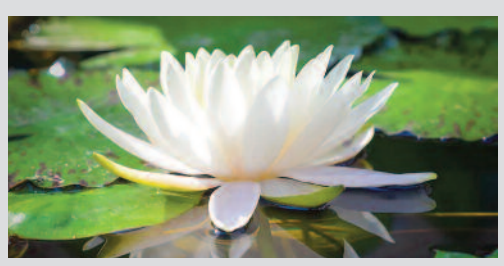

সংস্কৃততে 'পুণ্ডরীক' মানে শ্বেতপদ্ম। আবার, পুণ্ডরীকাক্ষ মানে পুণ্ডরীকের মত অক্ষী যাঁহার। বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম ('সংসদ বাঙ্গালা অভিধান', পৃ ৪৩১)।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আমরাও খেলব, পেনাল্টিতে দেখিয়ে দেব কী ভাবে গোল করতে হয়: মিঠুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের মাঠে বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প সভা' অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানান মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, সম্প্রতি আইপ্যাকের দপ্তরে ইডির হানার সময় সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি সরিয়ে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। এই ঘটনার পিছনে বড় কারণ রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। সভা মঞ্চ থেকে বারবার রাজ্যের বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, 'সরকার পরিবর্তন করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে হলে সকলকে একজোট হয়ে এই সরকারকে সরাতে হবে।' মিঠুন আরও বলেন, 'আপনি বলছেন খেলা হবে। এবার আপনি একা খেলবেন না। আমরাও খেলবো। পেনাল্টিতে দেখিয়ে দেব কিভাবে গোল করতে হয়।' তিনি বলেন, 'আইপ্যাক অফিসে ইডি রেড করেছে। ইডি, সিবিআই মানে

বিজেপি নয়। এরা সব ভারতের স্বাধীন সংস্থা। এই ধরনের মানসিকতা এই প্রশাসন আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। ইডি, সিবিআই চোরদের বাড়িতেই রেড করে। তবে তাতে আপনার কিসের এত ভয়? ফাইলে কি ছিল। নিশ্চই কিছু চুরি করেছেন কিভাবে পশ্চিমবাংলাকে 'পশ্চিম বাংলাদেশ' বানাবেন তার পরিকল্পনা ছিল ওই ফাইলে। আমার গায়ে এক ফোটা রক্ত থাকলে কেউ 'পশ্চিম বাংলাদেশ' বানাতে পারবে না। সবাই একসাথে এবার ইলেকশন লড়বেন। নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য থাকলে মিটিয়ে নিন। একসাথে ইলেকশন লড়ুন।' মিঠুন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়েও সরব হন। তিনি বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের এক হাজার টাকায় বেকারত্ব যাবে না। আয়ুষ্মান ভারত করতে দিচ্ছে না। যারা কমিউনিস্ট হিন্দু তাঁদের বলছি তারা আসুন। বিবেকধারী হিন্দু তৃণমূলীরা আসুন। এবার ওই তৃণমূল সরকারের পতন হবেই। বিজেপি ও তৃণমূলের জোট আছে বলে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোনও জোট নেই। বিজেপি একা লড়ছে সমস্ত পার্টির বিরুদ্ধে। বিজেপি ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। আমরা ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নই। যারা এদেশে থেকে বিরোধ করে তাদের বিরুদ্ধে। এখানে মায়ের গান গাইতে দেওয়া হচ্ছে না। যবে থেকে এই প্রশাসন এসেছে, তবে থেকে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ তৈরি হয়েছে।' পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভা। সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মিঠুন আরও বলেন, 'কাটিতারের বেড়া দিতে জমি দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। কারণ ওপাড় থেকে এসে এখানে শক্তি বাড়াবে।' অন্যদিকে তিনি বেলডাঙায় অশান্তির জন্য রাজ্য সরকারকেই দায়ী করে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, 'ভালোই তো হচ্ছে। রাজ্যে আগুন লাগাচ্ছে। এসডিও ও বিডিও অফিসে হামলা ও ভাঙচুর করে যারা আগুন লাগাচ্ছে এই সরকার।'

পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের নতুন রাস্তা ১৫ দিনের মধ্যে ফেটে বরবাদ

কাটমানি তত্ত্ব বিজেপির, মুখে কুলুপ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পে গ্রামে কংক্রিটের রাস্তা তৈরির ১৫ দিনের মধ্যেই তা ফেটে চৌচির হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের মুসলো গ্রামে। ঘটনায় বেনিয়ম ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। বিজেপির দাবি, শাসক দলের নেতাদের মোটা অঙ্কের কাটমানি দেওয়ার কারণেই রাস্তার এই অবস্থা। বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে তৃণমূল। অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের কোচডিহি গ্রাম পঞ্চায়েতের মুসলো গ্রামে সম্প্রতি আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে কংক্রিটের রাস্তা তৈরীর জন্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। সেই টাকায় দিন পনেরো আগে গ্রামে কংক্রিটের রাস্তা তৈরি হয়। সম্প্রতি গ্রামবাসীরা দেখেন দিন পনেরো আগে তৈরি কংক্রিটের সেই রাস্তায় অসংখ্য ফাটল তৈরি হয়েছে। যে রাস্তা তৈরির ১৫ দিনের মধ্যে এমন ফেটে চৌচির হয়ে পড়ে সেই রাস্তা কীভাবে টেকসই হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের দাবি, অতি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি করার কারণেই এমন অবস্থা। স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের দাবি, ভোটের আগে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের মাধ্যমে আসলে ঘুরপথে সরকারি টাকা তৃণমূল নেতাদের পকেটে ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর সেই কাটমানির জন্যেই রাস্তাগুলির এমন হাল হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চায়নি রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। টেলিফোনে সোনামুখীর বিডিও জানিয়েছেন তিনি কোনও লিখিত অভিযোগ পাননি। অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

চণ্ডীতলায় এসআইআরের কাজ থেকে ইস্তফা ৭৫ জন বিএলও-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অত্যাধিক কাজের চাপ সহ্য করতে পারছেন না তাঁরা। চণ্ডীতলায় এসআইআর-এর কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে ইআরও-র কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিলেন ৭৫ জন বিএলও। তাঁদের অভিযোগ, একদিকে কাজের চাপ, অন্যদিকে তথ্যে অসঙ্গতি। সেই কারণ দেখিয়ে ঢুকছে হাজার হাজার নোটিশ। যার জেরে সাধারণ মানুষের হয়রানি হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এর আগে হাওড়ায় ১৭ জন বিএলও ইস্তফা দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রবল চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে ইস্তফা দিয়েছেন ওই বিএলও-রা। হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের বাঁকড়া এক নম্বর এবং দুই নম্বর পঞ্চায়েতে এসআইআর-এ যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরাই ইস্তফা দিয়ে এমনটা জানিয়েছিলেন। আর এবার সাধারণের কথা বলে হুগলিতে ইস্তফা বিএলওদের। চণ্ডীতলা ১ নং বিডিও অফিসের সামনে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান বিএলওরা। এরপরই লিখিত আকারে ইআরও-র কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেন। বিএলওদের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম থাকলে শুনানিতে ডাকা হবে না বলে জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তবে তারপরও সামন্য নামের বানান ভুল থাকার কারণে শুনানির নোটিশ ধরানো হচ্ছে। সেই কারণে তাঁদের সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছে। এতে তাঁদের কাজও বাড়ছে। তারপরই ইস্তফাপত্র জমা দিয়ে দেন তাঁরা। এক বিএলও বলেন, 'এই যে মানুষগুলোকে নোটিশ দিয়ে নিয়ে এসেছেন, প্রশ্ন করছে মায়ের বয়সের সঙ্গে কেন কম। আগেকার দিনে তো কম বয়সে বিয়ে হত। এখন যদি কেউ তেরো বছরে বিয়ে করে আর চোদ্দ বছরে তাঁর সন্তান হয়, তাহলে তাঁর দায় কি ভোটারের?'

নির্বাচন কমিশনের খসড়া তালিকায় মৃত দুই 'ভূত' উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: আবারও একই বুথের দুই প্রান্তের দুই আদিবাসী ভূতের সন্ধান মিললো। ভূত যুবক-যুবতী নির্বাচন কমিশনের খসড়া তালিকায় মৃত হলেও, জীবিত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন এলাকায়। নির্বাচন কমিশনের এই কাজে ক্ষোভে ফুসছে আদিবাসী পাড়া। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার গোপালপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন পাড়া ২৬৪ নম্বর বুথের। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৩২ বছরের সুরজিৎ সরদার যার এপিক নম্বর আরএক্সটি ১৩১২৪৮০৬, এবং ২৬ বছরের পূজা সরদার যার এপিক নং- আরএক্সটি ১৭৪০১০৯, এরা দু'জনেই এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করেছিলেন। তারপরও ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত খসড়া তালিকায় তাঁদেরকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। যা নিয়েই ইতিমধ্যে পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সকলেই সরব হয়েছেন। পাশাপাশি তাঁরা বলেন, তাঁরা আদিবাসী বলে চক্রান্ত করে তাঁদের ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা হয়েছে। যদিও সুরজিৎ সরদার নামে ওই যুবক জানান, তিনি বিষয়টি হাড়োয়া ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে ৬ নম্বর ফর্ম ফিলাপ করেছেন নতুন ভাবে নাম তোলার জন্য। কিন্তু কেন এমন হলো সে উত্তর অধরা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বলেন, 'বিজেপি সরকার বারংবার হিন্দু হিন্দু করে প্রচার করে। কিন্তু আমরা আদিবাসীরা তাদের কাছে মূল্যহীন তথা আদিবাসীদেরকে ষড়যন্ত্র করে ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে।' এসআইআর নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন, ভোটার তালিকায় দেখানো মৃত যুবক-যুবতীর পরিবার এই বিষয়ে বিএলও কাকলি সাহা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলেন, 'যা বলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলবে।' ইতিমধ্যেই স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ওই দুই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং সব রকমের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন পাশাপাশি হাড়োয়া ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শফিক আহমেদ মাদার বলেন, 'আমরা ওই পরিবারের পাশে আছি এবং ওই দুই যুবক যুবতীর নাম তোলার জন্য আমরা সদা সর্বদা ওই পরিবারের পাশে থাকব।'

হুগলির একাধিক জায়গায় তৃণমূলের অবস্থান, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিজেপি কর্মীর হাত থেকে ফর্ম কেড়ে নেওয়া, শুনানি কেন্দ্রের বাইরে বিজেপি কর্মীদের মারধর, লাঠি ও ঝাঁটা নিয়ে বিক্ষোভ, কোনও কিছুই বাদ গেল না। কয়েক দিন আগেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, কোনও বিজেপি নেতা যদি ১০টা'র বেশি ফর্ম (পড়ুন ৭ নম্বর) জমা দিতে আসে, তা হলে ইআরও অফিসের বাইরে রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে একটু ডিজে শুনিয়ে দেবেন। সেই নির্দেশ পালনে এবার কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে ফর্ম ৭ জমা করতে গিয়ে হুগলির একাধিক জায়গায় তৃণমূলের কড়া প্রতিরোধের মুখে পড়লেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। এ দিন চুঁচুড়া মহকুমা শাসকের দপ্তরের বাইরে ফর্ম ৭ নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায়। অভিযোগ, বিজেপির এক কর্মী নাম বাতিলের জন্য ৭ নম্বর ফর্ম নিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরে জমা দিতে যাচ্ছিলেন। ওই সময় চুঁচুড়ার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক অসিত মজুমদার দলবল নিয়ে সেখানে হাজির হন। বিজেপি কর্মীর হাত থেকে ৭ নম্বর ফর্ম কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে দেন। এনিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চুঁচুড়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তার প্রতিবাদে হুগলি সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ মহিলা কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে ধরনায় বসে পড়েন। সুরেশের অভিযোগ, সাধারণ মানুষেরা ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিতে এসেছিলেন। তাঁদের সহযোগিতা করার জন্য বিজেপি কর্মীরা সঙ্গে ছিলেন। তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার তাঁর হাত থেকে ৭ নম্বর ফর্ম ছিনিয়ে নেন। তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা পুলিশের সামনেই সাধারণ মানুষকে মারধর করেছে। হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেন, 'দোষীদের যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হবে আমাদের অবস্থান ধর্না চলবে।' যদিও মারধর ও ফর্ম ছেঁড়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। তিনি বলেন, 'বিজেপি ফর্ম জমা দেওয়ার কে, এই প্রশ্ন তুলে সাধারণ মানুষরাই প্রতিবাদ করেছে।'

শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া বিডিও অফিসের সামনে আবার বাঁশের লাঠি ও ঝাঁটা নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেস। শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সন্তোষ কুমার সিংহের নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী শাহ, কাউন্সিলার শর্মিষ্ঠা দাস, তিয়াসা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা সাফ জানিয়ে দেন, কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া যাবে না। বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতেও দেখা যায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের। শ্রীরামপুর আদালতের ভিতরে মহকুমা শাসকের দপ্তরেও বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। সেখানে হাজির ছিলেন শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি তথা চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুঁই এবং উত্তরপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব। শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সন্তোষ কুমার সিংহ বলেন, 'সিপিএম, বিজেপি, তৃণমূল যে যা দল করুক না কেন, কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া চলবে না। আমরা সেই কারণেই প্রতিবাদে নেমেছি।' শুনানির নামে সাধারণ মানুষের হয়রানির অভিযোগ তুলে এ দিন সকাল থেকে হাওড়া জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে ধনায় বসে তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানে হাজির ছিলেন হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী-সহ দলের নেতা-কর্মীরা।

'বাংলায় এবার বিজেপি সরকার আসবে', দাবি ধানবাদের বিধায়ক রাজ সিনহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানাগড়: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় এবার বিজেপির সরকার গঠন হবে, পানাগড়ে এসে সংবাদ মাধ্যমের কাছে দাবি করলেন ধানবাদের বিজেপির বিধায়ক রাজ সিনহা। তিনি বলেন, বাংলায় যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারে মানুষ

অত্যাচারিত হচ্ছে। তার থেকে মুক্তি পেতে এবার বাংলার মানুষ বিজেপিকেই বেছে নেবে। মঙ্গলবার ধানবাদ থেকে বোলপুর যাওয়ার পথে পানাগড়ের দার্জিলিং মোড়ে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন বিধায়ক রাজ সিনহা। এদিন তাকে সংবর্ধনা জানান বিজেপির কর্মীরা, উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা, বিজেপি নেতা পঙ্কজ জয়সওয়াল, কালীচরণ সাউ, অভিজিৎ চন্দ্র সহ অন্যান্যরা। এদিন বেশ কিছুক্ষনের জন্য পানাগড়ে দার্জিলিং মোড়ে দলিও কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করার পাশাপাশি দলীয় কার্যকলাপের বিষয়ে খোঁজখবর নেন তিনি। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষ সুরক্ষিত নেই। নিত্যদিন নারী নির্যাতনের ঘটনা হয়েই চলেছে। এর থেকে মুক্তি পেতেই এবার পশ্চিমবঙ্গে মানুষ বিজেপিকেই বেছে নেবে। তিনি দাবি করেন এবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠন হবে। তিনি বলেন দেশ জুড়ে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একের পর এক উন্নয়ন করে চলেছেন তা দেখে বাংলার মানুষ বিজেপিকে এবার বেছে নেবে। রাজ্যেও প্রধানমন্ত্রী একাধিক ট্রেন উদ্বোধন করেছেন যা রাজ্যের মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। আগামী দিনে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে আরো অনেক উন্নয়ন করা হবে বলে দাবি করেন তিনি।

পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন না হওয়ায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চলতি বছরের ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। হাতে বাকি আর মাত্র কয়েকটি দিন। কিন্তু এখনও রেজিস্ট্রেশন হয়নি হুগলির হরিপালের জামাইবাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৩ জন পড়ুয়ার। খবর ছড়িয়ে পরতেই স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন পড়ুয়া ও অভিভাবকদের একাংশ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে পড়ুয়াদের অ্যাডমিট কার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, কেন তাঁদের রেজিস্ট্রেশন হলো না, সে বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও স্পষ্ট উত্তর নেই। এ দিন দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চললেও স্কুলের পক্ষ থেকে কোনও সদুত্তর মেলেনি। ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেই দায়ী করছেন বিক্ষোভকারীরা। এদিন অভিভাবক ও পড়ুয়াদের একাংশের বিক্ষোভে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে স্কুলের পঠনপাঠন। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে স্কুলের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব সিনহা এ বিষয়ে বলেন, 'বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে বিষয়টি নিয়ে।'

সিঙ্গুরের বড়া অঞ্চলের বহরমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদঘাটন এবং নতুন পঠনপাঠনের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ।

এসআইআর শুনানিতে আসা শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: সোমবার রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথকে এসআইআর-এর হিয়ারিংয়ে আসা মানুষদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে খাবার পরিবেশন করতে দেখা যায়। কিন্তু দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা হলেও, সকাল থেকে ওইসব শিশুরা লাইনে অপেক্ষা করে তাদের মায়ের কোলে। তাই শিশুদের কথা মাথায় রেখে তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পূর্বস্থলী ১ ব্লক কার্যালয়ে এসআইআর সংক্রান্ত হিয়ারিং উপলক্ষে আসা সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দূরদূরান্ত থেকে আগত মানুষজন যাতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার মধ্যেও কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হন, সে জন্য ব্লক চত্বরে খাবারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ছোট ছোট শিশুদের কথা মাথায় রেখে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিস্কুট, যাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে সময় কাটাতে পারে। পাশাপাশি এদিন মাইকিং করে ব্লক চত্বরে এই উদ্যোগের কথা প্রচার করা হয়। প্রচারে জানানো হয়, সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই সরকারের মূল লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হেয়ারিংয়ে অংশ নিতে আসা বহু মানুষ এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং মন্ত্রীর এই মানবিক ভূমিকার প্রশংসা করেন।

পাঞ্জাব নैশনল বैंक punjab national bank

বি ও : তেমাথা চন্দননগর,
জ্যোতিমোড়, জি টি রোড, চন্দননগর, হুগলি, পিন - ৭১২১৩৬
ই-মেল : bo041220@pnb.co.in

হারানোর নোটিশ

বিষয় : মূল রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল উল্লেখ্য নং ২২০৫/০৭ তারিখ ০৪.০৪.২০০৭-এডিএসআর শ্রীরামপুর-হারিয়ে গিয়েছে।

যে **মূল বিক্রয় দলিল শ্রী প্রবীর পাল,** পিতা প্রয়াত সাধন চন্দ্র পাল এন নামে এক ঋণগ্রহীতা গ্রাহক -বি ও : তেমাথা চন্দননগর শাখা। **অ্যাকাউন্ট নাম মেসার্স পাল এজেন্সি উল্লেখ্য এ/সি নং ০৪১২২৫০৩১৪২৪৪ এবং ০৪১২৩০০০৩১৬৯৩, সম্পত্তির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :**
বাস্তু জমি পরিমাপ ১ কাঠা ৯ ছটাক ২৬ বর্গফুট তদস্থিত দোতলা ভবন অবস্থিত মৌজা - শেওড়াফুলি, এলআর খতিয়ান নং ৮২০২, আরএস দাগ নং ২৩১১/২৩৩৬, এলআর দাগ নং ৬৫৪৫, জেএল নং ৬, থানা শ্রীরামপুর, হোল্ডিং নং ৬৬/১, এস সি এম রোড, বৈদ্যবাটী পুরসভা অধীন, এডিএসআর শ্রীরামপুর।
শ্রী প্রবীর পাল স্বত্বাধিকারী মেসার্স পাল এজেন্সি কর্তৃক উক্ত সম্পত্তি ব্যাঙ্কের অনুকূলে বন্ধকদত্ত। উক্ত দলিল ব্যাঙ্কের হেফাজত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চন্দননগর থানায় জেনারেল ডায়েরি ০৯.০৯.২০২৫ তারিখে দাখিল করা হয়েছে।

প্রতুল কান্তি দেব, পিতা প্রয়াত অতুল কান্ত দেব
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, তেমাথা চন্দননগর শাখা
তারিখ : ২১.০১.২০২৬ **শাখা সোল আইডি - ০৪১২২০**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
গার্ডেন রিচ শাখা (৪৯৬২)
এন-১৫ পাহাড়পুর রোড, গার্ডেন রিচ, কলকাতা- ৭০০২৪

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

এতদ্বারা আপনাদের জানানো যাচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গার্ডেন রিচ শাখার নিম্নলিখিত লকার গ্রাহকদের লকার ভাড়া দীর্ঘকাল বকেয়া রয়েছে। বারবার নোটিশ পাঠানো সত্ত্বেও লকার গ্রাহকগণ বকেয়া ভাড়া জমা দেননি অথবা নিষ্পত্তির জন্য শাখায় যোগাযোগ করেননি। এই পরিস্থিতিতে, ব্যাঙ্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে আগামী ১২/০২/২০২৬ তারিখের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করা হলে উক্ত লকারগুলো আগামী ১২/০২/২০২৬ তারিখে ভেঙে খোলা হবে। এই নোটিশের মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে যে, বকেয়া ভাড়া, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাঙ্ক তার অধিকারের অধিকার প্রয়োগ করবে।

ক্র. নং.	এসবি এসি নং	লকার এ/সি	বকেয়া পরিমান	গ্রাহকের নাম	লকার নং	ঠিকানা
১	২০৩৫৫৮৫৪৮৯১	৪৫০২১৮৫৯১৩	৪১৪৯৭	প্রদীপ কুমার বিশ্বাস	২৭	জে/২১৪/এ, পাহাড়পুর রোড, গার্ডেন রিচ, কলকাতা ৭০০২৪
২	২০৩৫৫৮৭৪৩৭৪	৪৫০২২০০১৫৯	১৭৩১০	মিঠু রায়	৬৮	জে২৬৬/২, পাহাড়পুর রোড, গার্ডেন রিচ, কলকাতা ৭০০২৪
৩	২০৩৫৫৭৮৪৬১৬	৪৫০২১৮৬৮১৪	৩৭৯৫৭	ডি পি শ্রীবাস্তব	৫৫	জেড৩-৩০০এ, রিভারসাইড রাজাবাগান, কলকাতা ৭০০০৪৪
৪	২০৩৫৫৮৪৩৪৮২	৯৯১৫৪৫২৪০০	২৮৬৭৫	পিঙ্গাক্ষ মজুমদার	৫০	এম/৭৪, পাহাড়পুর রোড, ক্যালকাটা গার্ডেন রিচ, কলকাতা ৭০০২৪

তারিখ: ২০.০১.২০২৬ **স্বা/-**
স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাংক, বেলেঘাটা শাখার **অ্যাকাউন্ট মহেশ সিং**-এর জালিয়াতি পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে ২৬/০৯/২০২৫ তারিখে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির ডিলারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশে ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির সাব-ডিলারের বিরুদ্ধে ব্যাংক কর্তৃক করা অভিযোগগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক করা অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য জারি করা হয়েছে। এই নোটিশগুলি নিবন্ধিত ডাকযোগে রেকর্ডকৃত ঠিকানাগুলিতে পাঠানো হয়েছিল। গাড়ির সাব-ডিলারকে জারি করা উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশটি পোস্টাল ট্র্যাক কনসাইনমেন্ট অনুসারে বিতরণ না করেই ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই ধরনের ঠিকানাগুলির বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্রম নং	নাম	পদবি	ঠিকানা
১	শ্রী মহেশ সিং	ঋণগ্রহীতা	৭ পিসি ব্যানার্জি রোড নিমতলা মাঠ, দক্ষিণেশ্বর কলকাতা - ৭০০০৭৬
২	মেসার্স অটোসিক্স	(মুকেশ হুন্ডাইয়ের সাব-ডিলার/ডিএসএ- হুন্ডাই মোটরসের অনুমোদিত ডিলার)	২য় তল ৮৪ কালিকাপুর রোড কলকাতা - ৭০০০৯৯

এখন, এই বিজ্ঞপ্তি এই কাগজ প্রকাশের মাধ্যমে, ব্যাংক উপরে উল্লিখিত গাড়ির সাবডিলারকে অবিলম্বে আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংক বেলেঘাটা শাখায় (ঠিকানা পি২১৪ সিটি রোড স্কিম নং ৪. বেলেঘাটা পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০১০, শাখা ম্যানেজার - শ্রী বিক্রম কুমার মো : ৯৯৫৫৪২৫৯৫৮) যোগাযোগ করার পরামর্শ দিচ্ছে যাতে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশটি সংগ্রহ করা যায় এবং ২১ দিনের মধ্যে উত্তর দেওয়া যায়। নোটিশ সংগ্রহ। নোটিশ সংগ্রহের ২১ দিনের মধ্যে যদি আমরা কোনও উত্তর না পাই অথবা এই প্রকাশনার তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহ না করা হয়, তাহলে এটি বিবেচনা করা হবে এবং ধরে নেওয়া হবে যে তাদের এই বিষয়ে কোনও দাখিল নেই এবং ব্যাংক এই বিষয়ে আরও পদক্ষেপ নেবে।

তারিখ : ২১.০১.২০২৬ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা বেলেঘাটা শাখা **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাংক, যাদবপুর শাখার **অ্যাকাউন্ট অনিমেষ ঘোষের** জালিয়াতি পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে ০৮/১০/২০২৫ তারিখে নিম্নলিখিত গাড়ির সাব-ডিলারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে।
উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশে ব্যাংক কর্তৃক গাড়ির সাব-ডিলারের বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক করা অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য জারি করা হয়েছে। এই নোটিশগুলি নিবন্ধিত ডাকযোগে রেকর্ডকৃত ঠিকানাগুলিতে পাঠানো হয়েছিল। গাড়ির সাব-ডিলারকে জারি করা উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশটি পোস্টাল ট্র্যাক কনসাইনমেন্ট অনুসারে বিতরণ না করেই ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই ধরনের ঠিকানাগুলির বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্রম নং	নাম	পদবি	ঠিকানা
১	মেসার্স বেঙ্গল মোটরস	মুকেশ হুন্ডাইয়ের সাব-ডিলার (হুন্ডাই মোটরসের অনুমোদিত ডিলার)	বেঙ্গল মোটরস ২৬ হিন্দুস্তান পার্ক, গড়িয়াহাট মার্কেট, কলকাতা - ৭০০০২৯
২	শ্রী সুজয় কুমার মিস্ত্রি ৯৪৩৩৬৮৯২৩৮	স্বত্বাধিকারী	১০৩/২, মন্ডল পাড়া, বি.কে. পল্লী সোনারপুর কলকাতা - ৭০০১০৩

এখন, এই নোটিশের এই কাগজ প্রকাশের মাধ্যমে, ব্যাংক উপরে উল্লিখিত কার সাবডিলারকে অবিলম্বে আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংক যাদবপুর শাখা (ঠিকানা রেনু ভিলা ১৪/১, বাঘাযতীন, স্টেশন রোড, এসপিডি ব্লক, যাদবপুর, কলকাতা পব -৭০০০৮৬ শাখা ম্যানেজার - শ্রী প্রশান্ত আনন্দ মোব ৯৫৩২৩৩৪২৩৮) এর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিচ্ছে যাতে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশটি সংগ্রহ করে এবং নোটিশ সংগ্রহের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া জানায়। যদি নোটিশ সংগ্রহের ২১ দিনের মধ্যে আমরা কোনও প্রতিক্রিয়া না পাই বা এই প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশটি সংগ্রহ না করা হয়, তাহলে এটি বিবেচনা করা হবে এবং ধরে নেওয়া হবে যে তাদের এই বিষয়ে কোনও দাখিল নেই এবং ব্যাংক বিষয়টিতে আরও এগিয়ে যাবে।

তারিখ : ২১.০১.২০২৬ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা যাদবপুর শাখা **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে, সেলিমপুর শাখায়- **এ/সি দীপঙ্কর দেবনাথ এবং এ/সি নূপুর নাথ** এর জালিয়াতি যাচাই শুরু করেছে ব্যাঙ্ক। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা এবং কার ডিলারদের প্রতি ২৬.০৯.২০২৫ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং কার সাব -ডিলার এর বিরুদ্ধে জালিয়াতির যাচাই পরীক্ষা ব্যাঙ্কের পক্ষে শুরু করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের প্রতি ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যু করা কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়ার ২১ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক অভিযোগের খণ্ডানোর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কারণ দর্শানোর নোটিশ নথিভুক্ত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ কার সাব ডিলারগণ নিকট না বন্টিত হয়ে ফেরত এসেছে ডাক বিভাগের অবন্টিত মন্তব্য সহ। নিম্নে সংশ্লিষ্ট ঠিকানাগুলি :

ক্রম	নাম	পদবি	ঠিকানা
২	মেসার্স অটোসিক্স	(সাব ডিলার/ডিএসএ- মুকেশ হুন্ডাই-অনুমোদিত ডিলার -হুন্ডাই মোটরস)	২য়তল, ৮৪ কালিকাপুর রোড, কলকাতা- ৭০০০৯৯

এমতাবস্থায়, সংবাদপত্রে নোটিশ প্রকাশ দ্বারা ব্যাঙ্ক উল্লিখিত কার সাব ডিলার দের অবিলম্বে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সেলিমপুর শাখায় (ঠিকানা : ১১২০, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ), যোধপুর পার্ক, কলকাতা, পব ৭০০০৬৮ ঠিকানায় শাখা ম্যানেজার -শ্রীমতি সুমনা পাল মোবইল নং : ৯৮৭৪৩০৩৫২১) নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহ এবং নোটিশ সংগ্রহের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে জবাব দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহ না করা হয় এবং নোটিশ সংগ্রহের ২১ দিনের মধ্যে জবাব ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত না হয় তবে সংশ্লিষ্টদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও জবাব দাখিলের নেই এবং ব্যাঙ্ক পরবর্তী প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে।

তারিখ : ২১.০১.২০২৬ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা সেলিমপুর শাখা **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

পাবলিক নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক, কসবা শাখার **অ্যাকাউন্ট মল্লিকা মণ্ডল এবং বিকাশ মণ্ডলের** জালিয়াতি পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই বিষয়ে ২৬/০৯/২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা এবং শ্রীমতী পিঙ্কি মুখার্জি স্বত্বাধিকারী - প্রেরোনাস মেগা মার্টকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে।
উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশে ঋণগ্রহীতা এবং শ্রীমতী পিঙ্কি মুখার্জি স্বত্বাধিকারী-প্রেরোনাস মেগা মার্ট যাদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ তদন্ত করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাংক কর্তৃক করা অভিযোগগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক করা অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য জারি করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতা এবং শ্রীমতী পিঙ্কি মুখার্জি স্বত্বাধিকারী -প্রেরোনাস মেগা মার্টকে জারি করা উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশটি পোস্টাল ট্র্যাক কনসাইনমেন্ট অনুসারে বিতরণ না করেই ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই ধরনের ঠিকানাগুলির বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্রম নং	নাম	পদবি	ঠিকানা
১	শ্রীমতী মল্লিকা মন্ডল এবং বিকাশ মন্ডল	ঋণগ্রহীতাগণ	এস/৫৫/১, কামদহরি পূর্বপাড়া রাজপুর, কলকাতা - ৭০০০৮৪
২	শ্রীমতী পিঙ্কি মুখার্জী	স্বত্বাধিকারী -প্রেরোনাস মেগা মার্ট	৩/৭৬ বি বিদ্যাসাগর কলোনি, কলকাতা - ৭০০০৪৭

এখন, এই নোটিশের এই কাগজ প্রকাশের মাধ্যমে, ব্যাংক উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং শ্রীমতী পিঙ্কি মুখার্জি স্বত্বাধিকারী-প্রেরোনাস মেগা মার্টকে অবিলম্বে আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংক কাসবা শাখা (ঠিকানা ১০ গড়ফা মেন রোড গড়ফা হালতু কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭৮, শাখা ম্যানেজার - শ্রী বিক্রম টুডু মো - ৯৮৩৫৪৮১৫৭৮) এর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিচ্ছে যাতে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশটি সংগ্রহ করে যাতে নোটিশ সংগ্রহের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে জবাব দেয়। যদি নোটিশ সংগ্রহের ২১ দিনের মধ্যে আমরা কোনও প্রতিক্রিয়া না পাই বা এই প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশটি সংগ্রহ না করা হয়, তাহলে এটি বিবেচনা করা হবে এবং ধরে নেওয়া হবে যে তাদের এই বিষয়ে কোনও দাখিল নেই এবং ব্যাংক বিষয়টিতে আরও অগ্রসর হবে।

তারিখ : ২১.০১.২০২৬ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা কসবা শাখা **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৮.০৮.২০২৫ তারিখে **শ্রী স্বপন নাথ (দেবনাথ)** (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) পিতা যাদব নাথ (দেবনাথ) গ্রাম - পূর্ব দিঘিরপাড় মাজার পাড়া, পো - দিঘিরপাড় থানা - ক্যানিং-১ জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট **দড়িয়াহাট শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১১,৪৭,৩০০.৩৭ টাকা (এগার লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিনশ টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) ০৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১১,৪৭,৩০০.৩৭ টাকা (এগার লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিনশ টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) ০৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

তপশিল

নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে জামিনদত্ত সম্পদের নির্ধারিত বিস্তারিত :
বন্ধকদত্ত সম্পদ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং ভবন নির্মিত তদস্থিত পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৮.৪৭ শতক (ডেসিমেল) অবস্থিত মৌজা -দিঘিরপাড়, থানা ক্যানিং, সাব রেজিস্ট্রি অফিস মাতলা, পরগনা- সুন্দরবন লট নং ৫০, জেএল নং ১২১, তৌজি নং ২৬৯২/২৮৩৪, এলআর দাগ নং ৩৩৯, আরএস খতিয়ান নং ৩৯৩, এলআর খতিয়ান নং ১৪৯২, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৫৪৯৯, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং ০০৪৪১৪-২০১০, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর, মাতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ৮৬০ থেকে ৮৭৫, সম্পত্তি শ্রী স্বপন দেবনাথ এর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** রবীন বেরা। **দক্ষিণে :** মাধব দাস। **পূর্বে :** রেখা সরকার। **পশ্চিমে :** ৩ ফুট সাধারণ চলার পথ।

তারিখ : ১৭.০১.২০২৬, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

উঃ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে এসআইআর নিয়ে বিক্ষোভ, ভাঙচুর, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: জেলা জুড়ে এসআইআর নিয়ে বিক্ষোভ, ভাঙচুর, রাস্তা অবরোধ জারি। এবার গ্রাম থেকে জেলা সদর বারাসাতেও শুরু হল বিক্ষোভ। মঙ্গলবার এসআইআর-এর হয়রানির অভিযোগে তুলে রাস্তা অবরোধ করা হয় বারাসাত গেঞ্জি মিল এলাকায়। এদিন বারাসাত কাজীপাড়া এলাকার শতাধিক মানুষ রাস্তা অবরোধ করে করেন। তাদের অভিযোগ গ্রামের চল্লিশ শতাংশ মানুষকে এসআইআর-এর শুনানিতে ডাকা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে বারাসাত যশোর রোডের গেঞ্জি মিল এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে রাস্তায় শুয়ে প্রতিবাদ জানায় তারা। দীর্ঘক্ষণ ধরে অবরোধ থাকার কারণে রাস্তায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। অবশেষে বারাসাত থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে আশ্বস্ত করলে অবরোধ তুলে নেয় আন্দোলনকারীরা।

অন্যদিকে, বাদুড়িয়া থানা এলাকায় এসআইআর এ হয়রানির অভিযোগে রাস্তা অবরোধ করা হয়। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাঁধে বিক্ষোভকারীদের।

বাদুড়িয়া থানার যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুদেবপুর এর ঘটনা। সন্দেশখালিতেও এসআইআরের হয়রানির প্রতিবাদে এবার বিডিও অফিসে ভাঙচুর চালায় বিক্ষোভকারীরা। ন্যাজাট থানার অন্তর্গত সন্দেশখালি ১ নম্বর বিডিও অফিসে ভাঙচুর চালায় ক্ষিপ্ত জনতা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

গতকাল সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, শুনানি পর্বে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য হবে। সেই নিয়ে আজকে সকাল বেলা অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে বিডিও অফিসে শুনানিতে যান এক সাধারণ নাগরিক। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট দাখিল করলে সেই সময় 'নট অ্যাকসেপ্ট' বলে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তখনই উত্তেজিত গ্রামবাসীরা বিডিও অফিসে মধ্যে ঢুকে কম্পিউটার, ল্যাপটপ-সহ গুরুত্বপূর্ণ নথি ভাঙচুর শুরু করে।

বাদ যায়নি হিঙ্গলগঞ্জ। এসআইআর-এর শুনানি নিয়ে তুমুল অশান্তি বাধে হিঙ্গলগঞ্জের এসআইআর ক্যাম্পে। হিঙ্গলগঞ্জের এসআইআর-এর শুনানির কাজ চলছে নারকেলতলা এলাকায়। এই শুনানিতে এসেছিলেন হিঙ্গলগঞ্জের মামুদপুরের ১০৩ নম্বর বুথের জামশেদ শেখ। এই শুনানি চলাকালীন জামশেদ শেখ প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপর চড়াও হয়। প্রথমে জামশেদ গাজিকে নথি দেখাতে বলা হয়। সেইমতো নথি দেখান তিনি। তারপরে আবার যখন নথি দেখতে চাওয়া হলে তখন জামশেদ জয়েন বিডিওর উপর চড়াও হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ জানে। এসআইআরের প্রতিকি ফর্ম প্রকাশ্যে ছিঁড়ে বসিরহাট মহকুমার শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রতিবাদ জামায়েত উলেমা হিন্দ বিক্ষোভ ও গণ ডেপুটেশন।

বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের ডেপুটেশন। বিজেপি বেআইনিভাবে ফর্ম ৭ জমা করলে যেন নোটিশ না দেওয়া হয়। এই মর্মে মঙ্গলবার বনগাঁ এসডিও-র কাছে ডেপুটেশন দিল তৃণমূল। দিন কয়েক ধরে বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ এবং বাগদায় বিধানসভা এলাকা থেকে ফর্ম ৭ জমা দিয়েছে। সেই সমস্ত ফর্মের বিরুদ্ধে এবার ডেপুটেশন দিল তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি যদি বেআইনিভাবে কোনও ফর্ম ৭ জমা দিয়ে থাকে, সেই ফর্মের ভিত্তিতে যেন কোনও মানুষকে নোটিশ না দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষকে যেন অযথা হয়রানি না করা হয়। তৃণমূল ডেপুটেশন নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বনগাঁ দক্ষিনের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, 'কার ভোট থাকবে আর কার ভোট থাকবে না সেটা ঠিক করবে নির্বাচন কমিশন। তৃণমূল এইভাবে ডেপুটেশন দিতে পারে না।'

আজ পুরুলিয়ার চণ্ডেশ্বর ময়দানে অভিষেকের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: আজ বুধবার ২১ জানুয়ারি হুড়া থানার লধুড়কা চণ্ডেশ্বর মাঠে অনুষ্ঠিত হবে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ জনসভা। এই জনসভায় উপস্থিত থাকবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। সভার আগে হেলিকপ্টার ট্রায়াল রান হয়। আকাশ পথে তিনি পুরুলিয়া লধুড়কার ময়দানে আজ পৌঁছাবেন। তারপর বক্তব্য রাখবেন তিনি। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের এই জনসভা ঘিরে উচ্ছ্বসিত তৃণমূল নেতাকর্মী সমর্থকরা। সভার আগে সভাস্থল পরিদর্শন করেন তৃণমূলের বাগমুণ্ডি বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো, যুব তৃণমূলের সভাপতি গৌরব সিং, সংখ্যালঘু সভাপতি, আইএনটিটিইউসি সভাপতি উজ্জ্বল কুমার-সহ তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা। ইতিমধ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সভার প্রস্তুতি সভা জেলা জুড়ে প্রচার চালানো হয়। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম হবে বলে আজকের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাতে এমনটাই দাবি করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের সভাপতি রাজীব লোচন সরেন বলেন অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে আজকের সভায় মানুষের সমাগম হবে।

তৃণমূলের আন্দোলনকে কটাক্ষ আরামবাগের বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমা কার্যালয় চত্বরে ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লোক জমায়েত ও আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, 'প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করেই তৃণমূল পরিকল্পিতভাবে ভিড় জমিয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, আইনকে তোয়াক্কা না করেই শাসকদল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। এদিন আন্দোলন চলাকালীন তাঁকে লক্ষ্য করে 'চোর চোর' স্লোগান ওঠে। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মধুসূদন বাগ বলেন, 'তৃণমূলের কাছে যুক্তি নেই বলেই তারা কুৎসা ও স্লোগানের রাজনীতি করছে। আমার স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই এ ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।' এসআইআর প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে বিধায়ক মধুসূদন বাগ স্পষ্ট জানান, এটি সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের বিষয়। তাঁর কথায়, 'নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্বকে প্রশ্ন তুলে তৃণমূল বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ করছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কমিশনের কাজে রাজনৈতিক রং লাগিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।' এছাড়াও তিনি দাবি করেন, আরামবাগে তৃণমূল কংগ্রেস আবারও পরাজিত হবে বলেই হতাশা থেকে এই ধরনের আন্দোলন ও উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। মধুসূদন বাগের

বক্তব্য, 'মানুষ সব বুঝছে। উন্নয়ন ও স্বচ্ছ রাজনীতির পক্ষে মানুষ বিজেপির সঙ্গেই রয়েছে। চোরেদের মুখ থেকে চোর শব্দ বের হবে আর মাতালের মুখ থেকে মদের গন্ধ বের হবে। এটা স্বাভাবিক। তৃণমূল মানেই চোর।' অপরদিকে আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করেনি।

কাজের সন্ধানে এসে গ্রেপ্তার ৪ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভারতের মাটিতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে কাজের সন্ধানে এসে গ্রেপ্তার চার সংখ্যালঘু বাংলাদেশি। মঙ্গলবার ভোরে হবিবপুর থানার বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দাল্লা মধ্যপাড়া এলাকা থেকেই ওইচার বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিন ধৃত চারজনকেই মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। কিন্তু তার আগেই ধৃতদের প্রাথমিক জেরায় তাদের কাছ থেকে সংখ্যালঘু হওয়ার জন্য বাংলাদেশে দুষ্কৃতীদের নির্মম অত্যাচারের কথা শুনে চরম হতাশ হয়ে গিয়েছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। ধৃত চার বাংলাদেশি জানিয়েছে, তারা অত্যন্ত গরিব পরিবারের। দিনমজুরি মূল পেশা। সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে তাদের কোথাও কাজ করতে দিচ্ছিল না দুষ্কৃতীরা। তাই বাধ্য হয়ে দালালের খপ্পরে পড়ে অবৈধভাবে ভারতের প্রবেশ করে চেন্নাইয়ে কাজ করতে যাওয়ার কথা ছিল তাদের। কিন্তু তার আগেই পুলিশ ওদেরকে গ্রেপ্তার করে। তবে ভারতের ভূখণ্ডে এসে জেলে বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং খাওয়ারের ব্যবস্থার কথা শুনে হতাশা থেকে স্বস্তি ফিরেছে ওই বাংলাদেশি সংখ্যালঘু চার যুবকের। তারা বলেন, গত এক মাস ধরে তাদের পরিবার বাংলাদেশে অভুক্ত অবস্থায় রয়েছে। তাদের কি হবে কে জানে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম নীরেন রায় (২৩), রতন রায় (২০), শ্রীপন রায় (২৩) এবং দুর্জয় মণ্ডল (২২)। এদের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার সোনাদিঘি এলাকায়। একই এলাকার এই চার যুবক দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে কখনো ভাড়া করা টোটো চালাতেন। আবার কেউ কাপড়ের কারখানা ও রেস্তোঁরায় কাজ করতেন। চারজনের মধ্যে দু'জন আবার ইন্টার মিডিয়েট পাশ করেছেন। কিন্তু হাসিনা সরকার পতনের পর থেকে অস্থিরতা বেড়েছে বাংলাদেশে। গত বছর সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে বলে পুলিশকে তাঁরা জানিয়েছেন। এরপরই সেখানে সংখ্যালঘুদের কাজ বাঁধা দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। এমন কি প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয়। তাই পরিবারের লোকেরা কোথাও আত্মগোপন করলেও তারা ভারতে অবৈধভাবে এসে কাজ করে মোটা টাকা উপার্জনের পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই পুলিশ ওই চার বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও ধৃতরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে মৃত্যুর আতঙ্ক থেকে অনেক ভালো ভারতের জেলে বসে থাকা। মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, চার বাংলাদেশীকে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

SBI এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবনতারা বিল্ডিং, ডি এইচ রোড
কলকাতা - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট ৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বেহালা, জীবন তারা বিল্ডিং, ২৩ এ/৪৪ ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নে উল্লিখিত তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীকে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের ৮ নম্বর বিধির সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাত/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে প্রদর্শিত তারিখ অনুসারে, উক্ত বিধিমালার অধীনে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারী বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বেহালাকে উক্ত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের জন্য চার্জ করা হবে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানের প্রতি, উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা এবং এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**১. ঋণগ্রহীতা শ্রী বিক্রম রোনাল্ড জোনাথান জোনস, ২. শ্রী ওয়াল্টার জেরম জোনস (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), ৩. শ্রীমতি গীতা জোনস (জামিনদাতা)** সকলের নিবাস ঠিকানা : প্রেমিসেস নং ২০সি, পরমহংস দেব রোড, থানা আলিপুর, ওয়ার্ড নং ৮২, কলকাতা- ৭০০০২৭। **এ/সি নং -৩৫৩৬২১৪২৮৭৫**	**স্বত্বাধিকারী -শ্রীমতি গীতা জোনস এবং শ্রী ওয়াল্টার জেরোম জোনস** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ৩২২ থেকে ৩৩২, দলিল নং ১২৪ -১৯৯৬ সালের, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোতলা পুরানো ভবন অবস্থিত জমির পরিমাপ ২ কাঠা ১১ ছটাক কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২০সি, পরমহংস দেব রোড, কলকাতা- ৭০০০২৭, দাউথ ডিভিশন, ওয়ার্ড নং ৮২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা আলিপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ২০বি, অংশত ২০এ, পরমহংস দেব রোড। **পূর্বে :** পুরসভা সড়ক পরিচিত পরমহংস দেব রোড। **দক্ষিণে :** রাখী সংঘ ক্লাবের খালি জমি। **পশ্চিমে:** প্রেমিসেস নং ২০ই, পরমহংস দেব রোড।	১) ১৩.১১.২০২৫ ২) ১৯.০১.২০২৬ ৩) ৩১,৫০,৩০৫.০০ টাকা **(একত্রিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার তিনশ পাঁচ টাকা)** টাকা ১২.১১.২০২৫ **অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ
২.	**শ্রীমতি মৌমিতা গাঙ্গুলি (সহ ঋণগ্রহীতা এবং আইনি উত্তরাধিকারী ঋণগ্রহীতা প্রয়াত অনিল কুমার গাঙ্গুলির)** নিবাস ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ই১, ১০মতল, উৎসব, ১৭৬ বাদু রোড, থানা মধ্যমগ্রাম। কলকাতা - ৭০০১২৯। **এ/সি নং ৪২১২৯১৭৮৮২৭ এবং ৪২১৩১৮৬৯৯২৩**	নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০২২,পৃষ্ঠা ৪৩২৬১৯ থেকে ৪৩২৬৭৮, দলিল নং ১৯০৪০৫১৩৭ -২০২২ সালের, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্সেস-৪, কলকাতা,অফিস অব দ্য এ আর এ -৪ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং ই১, ১০ম তলে, ভবনের নাম উৎসব, অংশ বি-ব্লক ২ (দুই) পরিমাপ আনুমানিক ৬৪৪ বর্গফুট সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী সমপরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৮১ বর্গফুট প্রকল্পের নাম নবিতা, অবস্থিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির তপশিল পরিমাপ আনুমানিক ২৮৯.৬ ডেসিমেল বিভিন্ন ভবন, নির্মাণ এবং স্থাপত্য সংযুক্ত হোল্ডিং নং ১৭৬ বাদু রোড, থানা বারাসত (বর্তমানে মধ্যমগ্রাম), ওয়ার্ড নং ৬ (পূর্বতন ১১) মধ্যমগ্রাম পুরসভা এবং এলআর দাগ নং ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৫২, ৫৪, ৫৫, এবং ৫৬ , এলআর খতিয়ান নং ৩১০২, মৌজা- হুমাইপুর, জেএল নং ৫২, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্যদের মধ্যে আরএস দাগ নং ২৩, ৩০, ৩২, ৫৩, ৪৬, ৫১, এবং ৪৯ উল্লেখযোগ্য। **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ৫০, ৫১, ৮৮, ৮৭, ৮২, ৮১, ৮০, ৭৫, ৭৩, ৬৬, এবং ৬৫। **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৬৪, ৬৩, ২৫, এবং ৬৫, **দক্ষিণে :** বাদু রোড এবং আরএস দাগ নং ৫৭, ৬৩, এবং ৬৬। বা যা থাকুক অন্যভাবে একই চৌহদ্দি পরিচিত সংখ্যায়িত, বিবরিত এবং চিহ্নিত।	১) ১৩.১১.২০২৫ ২) ২০.০১.২০২৬ ৩) ৩২,৯০,৮৩০.০০ টাকা **(বত্রিশ লাখ নব্বই হাজার আটশ তিরিশ টাকা)** টাকা **১৬.১০.২০২৫ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

তারিখ - ১৯.০১.২০২৬ এবং ২০.০১.২০২৬
স্থান - বেহালা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ঠাকুরপুকুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ০৫.০২.২০২৬ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ঠাকুরপুকুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১,৪৫,১৫,৭৭০.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ পনের হাজার সাতশ সত্তর টাকা) ১৪.১১.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা মেসার্স অম্বিকা সিডস অ্যান্ড ফার্ম, স্বত্বাধিকারী শ্রী সোমনাথ রাজ** গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী সোমনাথ রাজ,** পিতা শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **জামিনদাতা : শ্রীমতি প্রিয়াংকা রাজ** স্বামী শ্রী সোমনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **জামিনদাতা : শ্রীমতি পদ্মা রাজ** স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স অম্বিকা সিডস অ্যান্ড ফার্ম, স্বত্বাধিকারী : শ্রী সোমনাথ রাজ** গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী সোমনাথ রাজ** পিতা শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **জামিনদাতা : শ্রীমতি প্রিয়াংকা রাজ** স্বামী শ্রী সোমনাথ রাজ গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **জামিনদাতা : শ্রীমতি পদ্মা রাজ** স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম : মোহনপুর, পো আর্যপাড়া, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭৭। **খ) ঠাকুরপুকুর শাখা।**	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মাণ জমি পরিমাপ কমবেশি ৬.৬০ শতক, অবস্থিত মৌজা- বারোয়া গ্রাম, পরগনা- মাগুরা, জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৯২, এলআর দাগ নং ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা নোদাখালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ৪৫৫৪ থেকে ৪৫৬৫স বিক্রয় দলিল নং ০০৭১৫-২০১৫ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বজ বজ, ১৩.০৩.২০১৫, **সম্পত্তি শ্রী সোমনাথ রাজ,** পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ এর নামে। **চৌহদ্দি** : উত্তরে : সোমনাথ রাজের শালি জমি। দক্ষিণে : শতক ভূষণ রাজের শালি জমি। পূর্বে : সোমনাথ রাজের পুকুর। পশ্চিমে : সোমনাথ রাজের ডাঙ্গা জমি। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মাণ জমির পরিমাপ কমবেশি ২৮ শতক অবস্থিত মৌজা- বারোয়া গ্রাম, পরগনা -মাগুরা, জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, সাবেক খতিয়ান নং ১৭১, এলআর দাগ নং ৭৭৬, ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ২৯২৬ থেকে ২৯৩৯, দলিল নং ০০৫৬৮ -২০১৪ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বজ বজ, ২৮.০২.২০১৪, সম্পত্তি শ্রী সোমনাথ রাজ পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সোমনাথ রাজের শালি জমি। দক্ষিণে : যতন প্রামাণিকের শালি জমি। পূর্বে : পুকুর। পশ্চিমে : অলোক মন্ডল এর বাস্তু জমি।	**১,৪৫,১৫,৭৭০.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ পনের হাজার সাতশ সত্তর টাকা) ১৪.১১.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৫৪,২৫,০০০.০০ টাকা** (চুয়ান্ন লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) **খ) ৫,৪২,৫০০.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে **গ) ২০,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50331761900** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) স্বত্ব দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে। যোগাযোগের বিস্তারিত : ৮১০০০ ০২০২১

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০১.২০২৬ থেকে ০৪.০২.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৫.০২.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://www.baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৬.০১.২০২৬
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ
রেজিঃ অফিস: রয়্যাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামসেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০। **শাখা অফিস (বারাসাত শাখা):** ২য় ফ্লোর, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন- ৭০০১২৭। **শাখা অফিস (কলকাতা শাখা):** ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বি.বা.দি বাগ, রয়্যাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, পিন - ৭০০০০১। **শাখা অফিস (গড়িয়া শাখা):** ২১, গড়িয়া স্টেশন রোড, আনন্দ আবাসন, বারহংস, গড়িয়া, কলকাতা, পিন- ৭০০০৮৪।

দাবি বিজ্ঞপ্তি (সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অনুসারে)

জিআইসিএইচএফ লিঃ নিম্নোক্ত লোনগ্রহীতাদের বসবাসের বাড়ি/ফ্ল্যাট কেনার জন্য অথবা বসবাসের সম্পত্তির জন্য লোন মঞ্জুর করেন, জিআইসিএইচএফ লিঃ-র অনুকূলে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক গঠন করে। ঋণের টাকা ফেরৎ অনিয়মিত হওয়ায় পরিণামে অ্যাকাউন্টটি নন-পারফরমিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণিভুক্ত হয়, ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলী ও নির্দেশ অনুসারে।
জিআইসিএইচএফ লিঃ কলকাতা শাখা তাই সারফেইসি এক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে এর অধিকারগুলিকে কার্যকর করেছে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২ এর রুল ৩ অনুসারে এই দাবি বিজ্ঞপ্তিপ্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত মোট বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে লোনগ্রহীতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, সেইসঙ্গে আরও সুদ, পেনাল সুদ এবং চুক্তিভিত্তিক হারে চার্জ পেমেন্ট এবং/অথবা আদায় না হওয়া পর্যন্ত বকেয়া প্রিন্সিপালের উপর, যা ব্যর্থ হলে আমরা উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারি, যা দয়া করে লক্ষ্য করুন।
আপনাকে আরও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে উল্লিখিত আইনের সাব-সেকশন ১৩ এর শর্তে, আপনি জিআইসিএইচএফএল থেকে আমাদের লিখিত সম্মতি না নিয়ে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি, লিজ বা অন্যথায় দিতে পারবেন না, এতে ব্যর্থ হলে আপনি শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দায়ী হবেন উক্ত আইনের ধারা ২৯ অনুসারে ।
নোটিশটি জিআইসিএইচএফএল-এর অধিকারের প্রতি কোনো কুসংস্কার ছাড়াই, আইনের অন্য কোনো প্রযোজ্য বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে এমন অন্যান্য আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।
নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল এর যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার নোটিশ জারি করতে এবং উপরোক্ত আইনের উপধারা ১২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারের নাম/ লোন ফাইল নং/ শাখার নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পাওনা (পরিমাণ টাকায়)
১.	শ্রীমতি গুঞ্জা গোন্ড WB0770600000569 (বারাসাত শাখা অফিস)	১ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি পরিমাপের জমি তৎসহ তার ওপর অবস্থিত ৬১০ বর্গফুট কমবেশি একতলা বিশিষ্ট পাকা ভবন; যা মৌজা- নলডাঙ্গা, জে.এল. নং- ৬, আর.এস. দাগ নং- ৮৪৪ (এল.আর. দাগ নং- ৫৮৬), এল.আর. খতিয়ান নং- ২১৮ এবং ১৫০৮ বর্তমানে ৪১৩৬ এবং ৪১৩৭-এর অন্তর্ভুক্ত এবং প্লট নং- বি, হিসেবে চিহ্নিত। উক্ত সম্পত্তি হুগলি জেলার চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এবং এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসের এক্তিয়ারভুক্ত। যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- প্লট নং- এ, দক্ষিণে- মহাদেব সাধুর সম্পত্তি, পূর্বে- ১০' ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ, পশ্চিমে- জগবন্ধু দাসের সম্পত্তি।	১৫.১২.২০২৫	২০,৪০,৯৯৪/-
২.	শ্রী মিঠুন সরদার ও শ্রীমতী সঞ্চিতা মজুমদার WB0770600000695 (বারাসাত শাখা অফিস)	'স্ট্রেইট-৩' বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় ফ্লোরে (দক্ষিণ-পশ্চিম দিক) অবস্থিত ফ্ল্যাট নং এস-২, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫০ বর্গফুট। সম্পত্তিটি মৌজা- ব্রহ্মপুর, জে.এল. নং- ৩২, দাগ নং- ৬৪২, খতিয়ান নং- ১৭৭-এর অন্তর্ভুক্ত ০৫ কাঠা জমির ওপর অবস্থিত। উক্ত সম্পত্তি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রিজেন্ট পার্ক (বর্তমানে বাঁশদ্রোণী) থানার অন্তর্গত কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং- ১১১, বোরো নং- ১১, প্রেমিসেস নং- ৫১, রবীন্দ্রপল্লি, ব্রহ্মপুর, পিন- ৭০০ ০৮৪-তে অবস্থিত এবং এস.আর. আলিপুরের এক্তিয়ারভুক্ত। যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- সুরেশ দেবনাথের প্লট, দক্ষিণে- পুকুর, পূর্বে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ, পশ্চিমে- মিস্টার দাশগুপ্তর বাড়ি।	০২.১২.২০২৫	২১,৮৭,৪৬৯/-
৩.	শ্রী পরিমল মন্ডল ও শ্রী উজ্জ্বল মন্ডল WB0770600000668 (বারাসাত শাখা অফিস)	৩.৫০ শতক পরিমাপের জমি, যা মৌজা- গোপীনাথপুর, জে.এল. নং- ১৩৭, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- ২৫৫৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ২০৩৫ -এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গোপালনগর থানার অন্তর্গত চৌবেড়িয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হোল্ডিং নং- ২৯০, গোপীনাথপুর, পোঃ- ঘোঁজা-তে অবস্থিত এবং এ.ডি.এস.আর. বনগাঁর এক্তিয়ারভুক্ত। যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- যমুনা নদী, দক্ষিণে- ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে- সুভাষের সম্পত্তি, পশ্চিমে- পলাশ মণ্ডলের সম্পত্তি।	০২.১২.২০২৫	৮,৯১,৩০৭/-
৪.	শ্রী সুকান্ত সুর ও শ্রীমতী ঝুম্পা সুর WB0770600000634 (বারাসাত শাখা অফিস)	'মালিনা দেব কুঞ্জ' নামক বিল্ডিংয়ের তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং- ৩০১, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯২৮ বর্গফুট এবং নিচতলায় অবস্থিত ১৮৩.৩৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার একটি কার পার্কিং স্পেস (নং- ৪)। সম্পত্তিটি মৌজা- চক্রঘাটা, জে.এল. নং- ২৬, আর.এস. দাগ নং- ৬৮, খতিয়ান নং- ৫১২-এর অন্তর্ভুক্ত ১৫ কাঠা ৪ ছটাক ৭ বর্গফুট জমির ওপর অবস্থিত। এটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত থানার অন্তর্গত মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ওয়ার্ড নং- ৫, হোল্ডিং নং- ১০, ঋষি অরবিন্দ রোড, পোঃ- মধ্যমগ্রাম-এ অবস্থিত এবং এ.ডি.এস.আর. বারাসাতের এক্তিয়ারভুক্ত। যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, দক্ষিণে- ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পূর্বে- অজয় সাহার সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা।	০২.১২.২০২৫	১৭,২৩,০০১/-
৫.	শ্রী উত্তম বার ও শ্রীমতী রিংকু বার WB0770600000676 (বারাসাত শাখা অফিস)	'নন্দলাল অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিংয়ের প্রথম ফ্লোরে উত্তর দিকে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং- সি, যার কার্পেট এরিয়া ৪৯০ বর্গফুট (৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমান)। সম্পত্তিটি মৌজা- দিঘলা, জে.এল. নং- ১৮, আর.এস. নং- ১৬১, তৌজি নং- ১৭৩-এর অন্তর্গত ০৩ কাঠা জমির ওপর অবস্থিত, যা আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- ১৭৮ এবং আর.এস. খতিয়ান নং- ৩১৩ -এর অন্তর্ভুক্ত। এটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দমদম থানার অন্তর্গত দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ওয়ার্ড নং- ২, হোল্ডিং নং- ৭০, হেলথ ইনস্টিটিউট রোড, পোঃ- দমদম-এ অবস্থিত এবং এ.ডি.এস.আর. কাশীপুর দমদমের এক্তিয়ারভুক্ত। যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- জহর সরখেল, দক্ষিণে- ৮ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ, পূর্বে- অশোক হালদার, পশ্চিমে- সুনীল দাস ও রমেন দাস।	১১.১২.২০২৫	২১,৮৭,২৩০/-
৬.	শ্রী সন্দীপ্ত মহাপাত্র WB0770600000541 (বারাসাত শাখা অফিস)	৩ কাঠা কমবেশি পরিমাপের জমি তৎসহ তার ওপর অবস্থিত একটি তিনতলা পাকা ভবন, যার মোট পরিমাপ প্রায় ৩৮৬৪ বর্গফুট (গ্রাউন্ড ফ্লোর প্রায় ১২৮৮ বর্গফুট, প্রথম ফ্লোর ১২৮৮ বর্গফুট এবং দ্বিতীয় ফ্লোর ১২৮৮ বর্গফুট); যা মৌজা- হরিদেবপুর, জে.এল. নং- ২৫, আর.এস. নং- ৩৫, আর.এস. দাগ নং- ৯১৪, আর.এস. খতিয়ান নং- ৯৭-এর অন্তর্ভুক্ত এবং প্লট নং- পি-১ হিসেবে চিহ্নিত। সম্পত্তিটি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বেহালা (বর্তমানে ঠাকুরপুকুর) থানার অন্তর্গত কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১২২ নং ওয়ার্ডের ১০২/১ কালীপুর এক্সটেনশনে অবস্থিত এবং এ.ডি.এস.আর. বেহালার এক্তিয়ারভুক্ত। যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- শান্তি রঞ্জন আচার্য, দক্ষিণে- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে- প্লট নং- পি-২, পশ্চিমে- ৬ ফুট চওড়া যাতায়াতের পথ।	১৩.০১.২০২৬	১৪,৭২,৫৫২/-
৭.	শ্রী আলোক বণিক ও শ্রীমতি রত্না বণিক WB0770600000359 (বারাসাত শাখা অফিস)	২ কাঠা বা সমতুল্য ৩.৩০ শতক কমবেশি পরিমাপের জমি; যা মৌজা- কায়রা, পরগণা- আনোয়ারপুর, জে.এল. নং- ১৪২, আর.এস. নং- ১৩১, তৌজি নং- ১৪৬ হাল ১২, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- ৬০৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭১২ বর্তমানে ৪৮২৯-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের কায়রা, কদম্বগাছি-তে অবস্থিত এবং এ.ডি.এস.আর. কদম্বগাছির এক্তিয়ারভুক্ত। যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া সাধারণ কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণে- সাগর দাসের সম্পত্তি, পূর্বে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ কাঁচা রাস্তা, পশ্চিমে- সাগর দাসের সম্পত্তি।	১৩.০১.২০২৬	২৭,১০,৫৯২/-
৮.	শ্রী গোপাল সাহা ও শ্রীমতী রুমিকি বিশ্বাস WB0070110004318 (কলকাতা শাখা অফিস)	'ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স'-এর ব্লক এ-৩ বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং- ১০৬, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬০৫ বর্গফুট। সম্পত্তিটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত (বর্তমানে মধ্যমগ্রাম) থানার অন্তর্গত মৌজা- মোল্লাপাড়া, জে.এল. নং- ৭৬, রে.সু. নং- ১১, তৌজি নং- ১৪৬, আর.এস. খতিয়ান নং- ২, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- ১৭২-এর অন্তর্ভুক্ত (এল.আর. খতিয়ান নং- ১০৬, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৬৮, ৮৭১, ৮৭৩, ৮৭৯, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৯৮ এবং ৯৯৮), হোল্ডিং নং- ১১৬, মোল্লাপাড়া রোড, পোঃ- কাজিপাড়া, পিন- ৭০০১২৫-এ অবস্থিত। যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- ১৪'-০" ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, দক্ষিণে- দাগ নং ১৭২-এর বিক্রয়যোগ্য অংশ,১/০১ গৌরব গুপ্ত ও অন্যান্য, পূর্বে- ২১'-০" ফুট চওড়া মোল্লাপাড়া রোড, পশ্চিমে- দাগ নং ১৭১, ড্রিমস ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস-এর পুরনো ভবন।	১৪.০১.২০২৬	১৩,১২,৬২৬/-
৯.	শ্রী রাজু বাঁশফোড় ও শ্রীমতী আভা বাঁশফোড় WB0700610002093 (গড়িয়া শাখা অফিস)	'বিজয় বীণা অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিংয়ের ৬২৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল; যা মৌজা- গার্ডেন রিচ, আর.এস. দাগ নং- ২৯৩, ২৯৪ এবং ২৯৫, আর.এস. খতিয়ান নং- ৮০, তৌজি নং- ৬৭, জে.এল. নং- ১০৮ (পূর্বে ১১৩)-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মেটিয়াবুরুজ থানার অন্তর্গত প্রেমিসেস নং- এম-১৩, ফতেপুর ফার্স্ট লেন, পিন- ৭০০০২৪-এ অবস্থিত। যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- ফতেপুর ফার্স্ট লেন, দক্ষিণে- বিজন ঘোষের বাসভবন, পূর্বে- সাধারণ যাতায়াতের পথ, পশ্চিমে- জয়ন্ত ঘোষের বাসভবন।	২৪.০২.২০২৫	১৬,৬৭,৫৩৭/-
১০.	শ্রী ভিকি রাম WB0700610003816 (গড়িয়া শাখা অফিস)	প্রায় ০৮ কাঠা কমবেশি বাস্তু জমি এবং তার ওপর অবস্থিত জি+৪ (পাঁচতলা) বিল্ডিংয়ের সম ন্যায়সঙ্গত বন্ধক মূলে; যা মৌজা- বরানগর, জে.এল. নং- ০৫, আর.এস. নং- ০৬, তৌজি নং- ১০৬৮/২৮৩৩, আর.এস. দাগ নং- ২৬৮২, আর.এস. খতিয়ান নং- ৪৩৬৯-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বরানগর পৌরসভার ১০৪, মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর), হোল্ডিং নং- ১৮০, ওয়ার্ড নং- ১২ (পুরাতন), ০৬ (নতুন)-এ অবস্থিত, পিন- ৭০০০৩৫ এবং এ.ডি.এস.আর. কাশীপুর দমদমের এক্তিয়ারভুক্ত। যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- আংশিকভাবে ১০৪/১ এবং ১০৪/২ মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর), দক্ষিণে- ১৬ ফুট চওড়া মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর), পূর্বে- ১০৩ নং মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর), পশ্চিমে- শ'-মিল।	০৫.০১.২০২৬	১৪,৮৭,৫৬২/-

এই বিজ্ঞপ্তিটি লোনগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানার বহির্দরজায় সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

তারিখ: ২১.০১.২০২৬
স্থান: কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ -এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

বোড়ো-জনজাতি সংঘর্ষে উত্তপ্ত কোকরাঝাড়

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামল র‍্যাফ

ওয়াহাটি, ২০ জানুয়ারি: বোড়ো এবং জনজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত অসমের কোকরাঝাড়। একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতে গণপিটুনির ঘটনা ঘটে। মৃত্যু হয় এক জনের। তার পর থেকেই বাড়তে থাকে উত্তেজনা। মঙ্গলবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দু'পক্ষই বিক্ষোভ শুরু করে। আক্রান্ত হয়েছে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামানো হয়েছে র‍্যাফ। কোকরাঝাড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। অসমের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রকে উদ্ধৃত করে পিটিআই জানিয়েছে, সোমবার রাতে কোকরাঝাড় থানার কারিগাঁও ফাঁড়ি এলাকায় মানসিংহ রোডে একটি গাড়ি দু'জনকে ধাক্কা মারে। গাড়িটির তিন সওয়ারি ছিলেন বোড়ো জনগোষ্ঠীর। আর গাড়িটি যাঁদের ধাক্কা মারে, তাঁরা ছিলেন জনজাতি সমাজের। ফলে ওই সমাজের স্থানীয় বাসিন্দারা গাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেন। তিন সওয়ারিকেও মারধর করা হয়। ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকে পরিস্থিতির অবনতি হতে শুরু করে। বোড়ো এবং জনজাতিরা নিজেদের এলাকায় জাতীয় সড়কের উপরে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ শুরু করেন। হামলা চালানো হয় কারিগাঁও ফাঁড়িতে। কয়েকটি ঘরবাড়িতে এবং একটি সরকারি অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি রুখতে এলাকায় র‍্যাফ নামিয়েছে অসম প্রশাসন।

ফ্রান্সের ওয়াইন, শ্যাম্পেনের উপর ২০০ শতাংশ শুল্ক চাপাবেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি: ফ্রান্সের ওয়াইন এবং শ্যাম্পেনের উপর শুল্ক চাপাবে আমেরিকা। সোমবার নিজেই এই কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমি ফ্রান্সের ওয়াইন এবং শ্যাম্পেনের উপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব।' সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ট্রাম্প এ-ও দাবি করেছেন যে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ তাঁর 'বোর্ড অফ পিস'-এ যোগ দেবেন।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই ভারত, পাকিস্তান, হাঙ্গেরি, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালি, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, কানাডা, মিশর, তুরস্ক-সহ বিশ্বের ৬০টি দেশকে বোর্ড অফ পিস-এ যোগদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্পের দাবি, 'বোর্ড অফ পিস' বিশ্বে শান্তি বজায় রাখার জন্য কাজ করবে। প্রাথমিক ভাবে তা শুরু হবে গাজা দিয়ে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, গাজার সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে অন্য আঞ্চলিক বিরোধগুলি নিয়েও কাজ করবে 'বোর্ড অফ পিস'। রয়টার্স জানিয়েছে, ট্রাম্পের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে 'বোর্ড অফ পিস'-এ যোগ দিলে প্রাথমিক ভাবে তিন বছরের জন্য এই গোষ্ঠীর সদস্যপদ পাওয়া যাবে। তবে তা স্থায়ী নয়। স্থায়ী সদস্যপদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে। ১০০ কোটি ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ন'হাজার কোটি টাকা) অনুদান হিসাবে দিলে 'বোর্ড অফ পিস'-এর স্থায়ী সদস্য হওয়া যাবে।

ট্রাম্প ফ্রান্সের উপর শুল্ক আরোপের কারণ প্রকাশ্যে না-জানালেও মনে করা হচ্ছে, ফ্রান্স তাঁর প্রস্তাবিত 'বোর্ড অফ পিস'-এ যোগ দিতে রাজি না-হওয়ার জন্যই চটেছেন ট্রাম্প।

কিস্তওয়ারে জইশ জঙ্গিদের ডেরায় সেনা অভিযান

শ্রীনগর, ২০ জানুয়ারি: জম্মু-কাশ্মীরের কিস্তওয়ারে দুই জইশ জঙ্গি সইফুল্লা এবং আদিলের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা। জঙ্গিদের খোঁজে পাহাড়ি জঙ্গলে তল্লাশি চালানোর সময় তাদের গোপন একটি ডেরার হদিশ পায় সেনারা। গাছের আড়ালে এমন ভাবে বাঙ্কার বানানো হয়েছে যে, কারও পক্ষে সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। শুধু তা-ই নয়, বাঙ্কারটিকে এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে, উল্টো দিক থেকে হামলা হলে, তা সহজেই আটকে দিতে পারবে। জইশ জঙ্গিদের এই ধরনের বাঙ্কারে হদিশ মিলতেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী।

তিন দিন ধরে জম্মু-কাশ্মীরের কিস্তওয়ারে জঙ্গিদমন অভিযান চলছে। রবিবার রাতে জঙ্গিদের ছোড়া গ্রেনেডে জখম হয়েছিলেন সাত জওয়ান। পরে আহত এক জওয়ানের মৃত্যু হয়। তার পর থেকে জইশ জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি জারি। মঙ্গলবার তৃতীয় দিনে পড়েছে সেই অভিযান। এখনও দুই জঙ্গির হদিশ মেলেনি।

সোমবার ওই বাঙ্কারের হদিশ মেলে পাহাড়ের ১২ হাজার ফুট উচ্চতায়। সেই গোপন ডেরা থেকে ৫০ প্যাকেট ম্যাগি, প্রচুর কাঁচা সব্জি, চাল, রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম, শুকনো কাঠ উদ্ধার হয়েছে। সেনা সূত্রে খবর, যে পরিমাণ জিনিস উদ্ধার হয়েছে, তা দেখে মনে হচ্ছে অনেক দিন ধরেই ওই ডেরায় লুকিয়ে ছিল জঙ্গিরা। শুধু তা-ই নয়, ডেরা থেকে উদ্ধার হওয়া রসদ এটাও ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, কয়েক মাসের খাবার মজুত করা হয়েছিল ওই বাঙ্কারে। তবে স্থানীয়দের কারও সহযোগিতা ছাড়া এই জায়গায় বাঙ্কার বানানো এবং খাবার মজুত করা সম্ভব ছিল না বলেই মনে করা হচ্ছে। সেনা সূত্রে খবর, জঙ্গিদের সহযোগিতা করার সন্দেহে ইতিমধ্যেই চার জন স্থানীয়কে আটক করা হয়েছে। আর কারা কারা জঙ্গিদের সহযোগিতা করেছিলেন, সেই খোঁজও চলছে পাশাপাশি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- 62 of 2025-2026 Sl. No. 1 & 2 Dated 18.12.2025 & 63 of 2025-2026 Sl. No. 1 Dated 22.12.2025

Last date of Submission the above mention tender has been extended on 31.01.2026 at 16:00 hrs. and will be opened on 03.02.2026 at 13:30 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.

Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-47/2025-26 (Sl. 4) Dated 03.11.2025 & ADDA/DGP/ED/N-59/2025-26 Dated 22.12.2025

Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to **02.02.2026 in place of 19.01.2026** for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_937596_1 & **(2)** Tender ID No. 2025_ADDA_978035_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.

Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad

E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for–

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Const. of PCC Road	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-22/2025-26	6.89 Lakh	30.01.2026 at 2.00 PM
2.	Const. of C Road		4.81 Lakh	
3.	Const. of C. Road		1.14 Lakh	
4.	Const. of C. Road with Drain		2.76 Lakh	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

WEST BENGAL STATE ELECTION COMMISSION
18, SAROJINI NAIDU SARANI
KOLKATA-700 017

NOTICE INVITING E-TENDER (CORRIGENDUM)

Tender is invited for providing Steel Platform at the Badu Warehouse

Details are available at **https://wbtenders.gov.in**.

Tender ID: 2026_WBSEC_984078_1

Extended date and time for submission of BID **05.02.2026 up to 2 PM**.

Secretary
West Bengal State Election Commission

Institute of Co-Operative Management for Agriculture & Rural Development (ICMARD)

3rd Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Commercial Office Space of 1,060 Square Feet at the 4th Floor and 2,372 Square Feet at the 8th Floor of the ICMARD Building are available. For details, please contact between 10 A.M. to 5 P.M. the ICAMRD Office or at **Landline: 033-2356-6522** or at **Mobile 8420631041/7001476105/7908635201** or through **email: icmard.kol@gmail.com.**

January 14, 2026

Sd/-
Principal, ICMARD

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2039/25-26 Dated 16.01.2026	REPAIRING & RENOVATION WORK AT B.C.ROY ROAD & RAJPUR PHARI MORE IN WARD NO.- 25 & 26	Rs. 11,65,778.00
WBMAD/ULB/RSM/2041/25-26 Dated 16.01.2026	Road restoration work at Jhantu saha culvert to Boalia Kabarstan Length - 490 m, Width-6.2+5+4.5=5.23 m In Ward no...06 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 14,96,013.00

Bid Submission end date: **05.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work : Improvement of illumination with LED street light fittings at Pal Para under Ward No.-28 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/373(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008693_1 ● Est. Amt: Rs. 2,45,152.00

2) Name of the Work : Repairing of drain and repairing of culvert at Paul para, Sagarbhanga under Ward No.-28, Booth No.-209, D.M.C. area
e-Tender No. : WBDMC/W/373(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008693_2 ● Est. Amt: Rs. 1,31,971.00

3) Name of the Work : Repairing of community toilet at Charaktala, Sagarbhanga, under Ward No.-28, Booth No.-209, D.M.C. area
e-Tender No. : WBDMC/W/373(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008693_3 ● Est. Amt: Rs. 1,05,778.00

Last Date : **28-JAN-2026 upto 05:00 PM**

4) Name of the Work : Construction of concrete road from Radha Kanta Biswas house to Krishna Biswas house under Booth No.-256, Ward No.-41 of D.M.C. area
e-Tender No. : WBDMC/W/397(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008794_1 ● Est. Amt: Rs. 1,66,981.00

5) Name of the Work : Construction of drain from Sachin Biswas hose to Khudiram Biswsa house under Ward No.-41 Booth No.-256 of D.M.C. area
e-Tender No. : WBDMC/W/397(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008794_2 ● Est. Amt: Rs. 3,03,862.00

6) Name of the Work : Construction of ghat at Water Supply Cannel under Booth No.-256, Ward No.-41 of D.M.C. area
e-Tender No. : WBDMC/W/397(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008794_3 ● Est. Amt: Rs. 5,13,388.00

Last Date : **28-JAN-2026 upto 05:00 PM**

7) Name of the Work : Repairing of road at D Block near House of Monoj Mukherjee, Sagarbhanga under Ward No.-29, Booth No.-272, D.M.C. area
e-Tender No. : WBDMC/W/356(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008722_1 ● Est. Amt: Rs. 3,50,326.00

8) Name of the Work : Construction of road at B block (34/S to 44/R), Sagarbhanga under Ward No.-29, Booth No.-272, D.M.C. area
e-Tender No. : WBDMC/W/356(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008722_2 ● Est. Amt: Rs. 4,86,173.00

Last Date : **28-JAN-2026 upto 05:00 PM**

9) Name of the Work : Improvement of illumination with steel tubular pole, LED light fittings & LT/OH enamoured Cable at Abason Pallyunder Ward No.-42 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/W/223(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008811_1 ● Est. Amt: Rs. 49,760.00

10) Name of the Work : Improvement of illumination with steel tubular pole, LED light fittings & LT/OH unarmoured Cable at Sukumar Smriti Sangha, Sukumar Nagar Takurbari Sebasangha under Ward No.-42 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/W/223(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008811_2 ● Est. Amt: Rs. 38,710.00

11) Name of the Work : Repairing of concrete road from Sanjay Pandit to Nitai house , Roydanga school para Booth No.-295, Ward No.-43 under D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/W/360(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008756_1 ● Est. Amt: Rs. 3,52,221.00

12) Name of the Work : Repairing of drain from Abinash Halder to Uttam Karmakar house, Booth No.-295, Ward No.-43, under D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/W/360(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008756_2 ● Est. Amt: Rs. 1,86,219.00

13) Name of the Work : Repairing of drain from Madhu Das to Bijay Sribastab house, Bhaskar Road, Booth No.-295, Ward No.-43, under D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/W/360(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008756_3 ● Est. Amt: Rs. 1,04,057.00

14) Name of the Work : Repairing of Community Hall of School Para, Booth No.-295, Ward No.-43 under D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/W/360(APAS) of 25-26(2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5008756_4 ● Est. Amt: Rs. 1,66,145.00

Last Date : **28-JAN-2026 upto 05:00 PM**
For details : **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2038/25-26 Dated 16.01.2026	Construction of Concrete Road With Surface Drain at M.M.Bose Road from Krishna's Coal Shop to H/O Pranab Maity & Upgradation of Concrete Road at Gadi Para Bye Lane from H/O Narayan Chakraborty to H/O Sanjib Biswas In Ward No- 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 7,63,082.00
WBMAD/ULB/RSM/2045/25-26 Dated 16.01.2026	Pot hole repairing at RNT Road and M.N. Roy Road (For Bengal Gas Work) at Ward No- 18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,89,040.00

Bid Submission end date: **05.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia

Tender Notice

Chakdaha Municipality invites e-tender vide **tender reference no:- NIeT-WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-32/25-26 (2nd call); Tender ID-2026_MAD_ 5008819_1, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-34/25-26 (2nd call); Tender ID-2026_MAD_5008856_1, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-35/25-26 (2nd call); Tender ID-2026_MAD_5008865_1, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-37/25-26 (2nd call); Tender ID-2026_MAD_5008866_1, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-40/25-26 (2nd call); Tender ID-2026_MAD_5008867_1, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-54/25-26(2nd call); Tender ID-2026_MAD_5008868_1 and Tender ID-2026_MAD_5008868_2** for various development works under Chakdaha Municipal area under the APAS scheme. For further information, please visit **https://tenders.wb.gov.in/**

Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

Tender is invited from NKDA-empanelled Architects & Engineers within 14 days of the advertisement for obtaining sanction of the (G+4 storied) LIG building plan at Plot No. AAIIIB/283, Premises No. 22-0764, Action Area–3B, New Town, from N.K.D.A., for Rod-Prasanna Co-operative Housing Society Ltd. The tender may be submitted via email to: **prasannacoop@gmail.com**

Chairman
Prasanna Co-operative Housing Society Ltd

TENDER NOTICE

1. NIT No. 11/APAS/CGP/2025-2026 Dt. 15/01/2026 & Memo No:- 470(6)CGP Dt. 15/01/2026. Last Date & Time of submission Bids. **26.01. 2026.**
Interested contractor / Agency may visit NOTICE BOARD of Chandpur Gram Panchayat.

Sd/- Prodhan
Chandpur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

Tender is invited through offline Bid System with The vide **NIeT No:-10/HPGP/2025-26 With Vide Memo No 540/1(16)/15TH CFC (Un-Tied) /HPGP/2025-26 Dated:-16/01/2025**, The Last date for submission of Bids **02/02/2026 upto 02.00 P.M.**
For details please visit The website: **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

Tender is invited from NKDA-empanelled Architects & Engineers within 14 days of the advertisement for obtaining sanction of the (G+4 storied) LIG building plan at Plot No. AAIIIB/282, Premises No. 20-0764, Action Area–3B, New Town, from N.K.D.A., for Rod-Kankalima Co-operative Housing Society Ltd. The tender may be submitted via email to: **kankalimac@gmail.com**

Chairman
Kankalima Co-operative Housing Society Ltd

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 3194 Dt. 15/01/2026** for Civil Work under jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_990946_1,** Last Date of Bid Submission **31/01/2026 at 11.55 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 44/WS/Eng/25 Dt. 02-09-25 (2nd Call-Part-II) & N.I.E. ET. No. 71/WS/Eng/26 Dt. 20-01-2026

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- **Thirteen (13) Nos. of Construction work in different places under 15th FC within Ghatal Municipality. NIT no. WBMAD/GHATAL/NIT-15e/2025-26, Dated: 20/01/2026, Tender ID : 2026_MAD_991706_1 to 13.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Karimpur-I Gram Panchayat** (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-20/15th CFC/TIED/KGP-I/2025-26,** Last date of submission **27.01.2026 up to 15:00p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

WBCADC Gaighata Project. North 24 Pgs. E-Tender Notice.

E-bids are invited by the Officer-In-Charge WBCADC Gaighata Project, Vill- Bagna, P.O-Gaighata, North 24Pgs. for the P.C.C. Road in front of Cold Storage at WBCADC Gaighata Project of NIT No.- **03/E/2025-2026 (2nd call) & ID No.- 2026_PRD_989820_1 in the website www.wbtenders.gov.in.**

Sd/
Officer-In-Charge
WBCADC Gaighata Project

BONGAON MUNICIPALITY

Supply, fabrication, installation, testing and commissioning of 30-Mtr. Self supported Chimney with Pollution Control Unit For Electric Crematorium and other allied works at Late Bhupendra Nath Seth Mahasamshan in ward no. 5 under Bongaon Municipality.

Tender reference:
WBMAD/NIeT/281/2025-26/BM/PWD
Date: 20.01.2026
Tender Id: 2026_MAD_991749_1

1. Bid Submission Start date- **20.01.2026 at 05.30 PM.** 2. Prebid meeting date- **28.01.2026 at 02.00 PM.** 3. End date- **05.02.2026 at 05.30 PM.** 4. Bid opening date- **07.02.2026 at 05.30 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of C.C. Road in different booths, in ward no.-05, 15 within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.

Tender reference:
NIT-280/BM/2025-26/APAS,
Date: 20.01.2026

1. Last date of receiving application document- **28.01.2026 at 12 P.M.** 2. Last date of purchasing tender documents- **31.01.2026 at 4 P.M.** 3. Date for dropping of tender documents- **03.02.2026 at 3 P.M.** 4. Date for Opening of tender document- **03.02.2026 at 4 P.M.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BONGAON MUNICIPALITY

Constructional renovation of Surface drain in booth no.-246, in ward no.-15, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.

Tender reference:
NIT-283/BM/2025-26/APAS,
Date: 20.01.2026

1. Last date of receiving application documents- **28.01.2026 at 12 P.M.** 2. Last date of purchasing tender documents- **31.01.2026 at 4 P.M.** 3. Date for dropping of tender documents- **03.02.2026 at 3 P.M.** 4. Date for Opening of tender document- **03.02.2026 at 4 P.M.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Constructional renovation of Surface drain in booth no.-179, in ward no.-05, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.

Tender reference:
NIT-282/BM/2025-26/APAS,
Date: 20.01.2026

1. Last date of receiving application documents- **28.01.2026 at 12 P.M.** 2. Last date of purchasing tender documents- **31.01.2026 at 4 P.M.** 3. Date for dropping of tender documents- **03.02.2026 at 3 P.M.** 4. Date for Opening of tender document- **03.02.2026 at 4 P.M.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২৬-২০২৫-২৬-আর, তারিখ ১৫.০১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ ইএলডি- ৩০০-ডব্লুসি-২৬ -২০২৫-২৬-আর। কাজের নাম ঃ** "শিয়ালদহ ডিভিশনে লার্জ-স্প্যান ওয়্যার এবং জি-জাম্পারের প্রতিস্থাপন" সংক্রান্ত ২৫ কেভি ওএইচই এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬০,৬৩,৪৬০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,২১,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১২.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। (SDAH-358/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work : Construction of Shed at front side of Street No.-12, David (20' X 40'), Booth No.-125, Borough-01, Ward No.-05
e-Tender No. : WBDMC/W/480(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008828_1 ● Est. Amt: Rs. 6,13,933.00

2) Name of the Work : Construction of shed at PNT Colony near Chitraloy, Booth No.-132, Borough-01, Ward No.-05
e-Tender No. : WBDMC/W/481(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008834_1 ● Est. Amt: Rs. 6,83,958.00

3) Name of the Work : Repairing of Bituminous Road at Rajendra Prosad from Qtr. No.-178 to 192, Booth No.-132, Ward No.-05, Borough-01
e-Tender No. : WBDMC/W/481(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008834_2 ● Est. Amt: Rs. 1,37,496.00

4) Name of the Work : Construction of Concrete Road from street no.-18 to Main road, David, Ward No.-05, Booth-126, Borough-01
e-Tender No. : WBDMC/W/482(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008871_1 ● Est. Amt: Rs. 1,55,405.00

5) Name of the Work : Construction of Green Room at back side of Labanya Mancha, Street No.-16, David, Booth No.-126, Ward No.-05, Borough-01
e-Tender No. : WBDMC/W/482(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008871_2 ● Est. Amt: Rs. 3,38,561.0

6) Name of the Work : Construction of Water Canopy at street no.-02, Ashok Avenue, AC-276, Booth No.-28, Ward No.-10, Borough-01
e-Tender No. : WBDMC/W/181(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008907_1 ● Est. Amt: Rs. 1,73,692.00

7) Name of the Work : Repairing of Drain at different place of Bouri Para, Borough-01, Booth No.-13, Ward No.-01
e-Tender No. : WBDMC/W/512(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008911_1 ● Est. Amt: Rs. 1,25,145.00

8) Name of the Work : Repairing of Concrete road from near Khudiram Main Rd. to Tansen Basti Road, Ward No.-03
e-Tender No. : WBDMC/W/178(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008935_1 ● Est. Amt: Rs. 2,12,312.00

9) Name of the Work : Construction of Shed with seating arrangement at Tansen 16 no. Street within Ward No.-03
e-Tender No. : WBDMC/W/178(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008935_2 ● Est. Amt: Rs. 2,91,665.00

10) Name of the Work : Construction of cultural shed between ground of Street No.-1A & 1 Harshabardhan under Booth No.-39, Ward No.-09, DMC area
e-Tender No. : WBDMC/W/490(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008944_1 ● Est. Amt: Rs. 6,37,502.00

11) Name of the Work : Construction of Seating arrangement in front of Street No-7 and 5 near Sukanta Sporting Club, Harshabardhan under Booth No.-39, Ward No.-09, DMC area
e-Tender No. : WBDMC/W/490(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008944_2 ● Est. Amt: Rs.1,09,560.00

12) Name of the Work : Repairing of ICDS Centre (41) at Akbar Road Basti under Ward No.-09, Booth No.-38, DMC area
e-Tender No. : WBDMC/W/493(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008978_1 ● Est. Amt: Rs. 2,80,858.00

13) Name of the Work : Repairing of Culvert at the junction of MEH-49 & Arabinda 5 No. under Ward No.-09, Booth No.-38, DMC area
e-Tender No. : WBDMC/W/493(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008978_2 ● Est. Amt: Rs. 2,09,071.00

14) Name of the Work : Construction of Concrete Road at Akbar Road Lal Moidan Basti under Ward No.-09, Booth No.-38, DMC area
e-Tender No. : WBDMC/W/493(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008978_2 ● Est. Amt: Rs. 1,20,971.00

Last Date : **27.01.2026 upto 9.00 a.m.**
For details : **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2036/25-26 Dated 16.01.2026	Repairing & Renovation of W.B.M Road at Battala Bazar & Peyara Bagan In Ward No-24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,91,295.00
WBMAD/ULB/RSM/2037/25-26 Dated 16.01.2026	Repairing of Black Top Road near Saheb Bagan In Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,82,339.00
WBMAD/ULB/RSM/2040/25-26 Dated 16.01.2026	Construction of concrete road at S.B.Sarani Road Bye Lane at Ward No-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 4,70,957.00
WBMAD/ULB/RSM/2042/25-26 Dated 16.01.2026	Construction of 3 nos. of Culvert at Saheb Bagan, K.M. Roy Chowdhury Road & near Kanak Basu School in Ward No-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,76,434.00
WBMAD/ULB/RSM/2043/25-26 Dated 16.01.2026	Construction of Road Length - 450 m, Width-4.0 m At Nabagram boys club In Ward no...04 & 05 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 4,57,108.00
WBMAD/ULB/RSM/2044/25-26 Dated 16.01.2026	Construction of Covered Drain from Kanai Ghosh Garage to Sushil Ghosh House at Nischantapur in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,93,888.00

Bid Submission end date: **05.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - ই-টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৬/০৩, তারিখ ঃ ২০.০১.২০২৬। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি **দুপুর ২টায়** বন্ধ হবে।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং	বন্ধের তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	জিইএম বিড নংঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭০৮৯৩৯০	০৯.০২.২০২৬	আইএস ১৪২৫৫ (কিউ৩) অনুযায়ী এরিয়াল বাঞ্চড কেবল, পরিমাণ-৬৫০০০ মিটার	৬৫০০০ মিটার	১,৮১,০২০
২	৭৫২৫১৭৯০	০৩.০২.২০২৬	নমনীয় পলি ভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) ফ্লোরিং শীট ইত্যাদি	৩২৭৪ টি	১১,৩৯,০৬০
৩	৭৫২৫৩০৪৪	০৩.০২.২০২৬	নমনীয় পলি ভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) ফ্লোরিং শীট ইত্যাদি	৬০০ টি	২,০৮,৭৫০
৪	৬০২৫৫৪৬৮	১৬.০২.২০২৬	প্রি-স্ট্রেসড মনো ব্লক কংক্রীট স্লিপার (সেট) ইত্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ	৪০০ সেট	২০,০০,০০০
৫	৩৮২৫১৬১৬এ	০২.০২.২০২৬	ক্যাসনাব-২২-এইচএস (মড-১) ও (মড-২) বগির জন্য কাস্ট স্টীল বোলস্টার কমপ্লীট	৬৬ টি	১,৫৩,৩১০
৬	৫৬২৫৫২৩৪	১৮.০২.২০২৬	সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল অ্যাক্সেল কাউন্টার ইত্যাদি সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগের চালু চুক্তি	১১০ সেট	১৫,২৯,০৪০
৭	৪৬২৫৫০৭৮এ	১২.০২.২০২৬	১৬০ বর্গ মিমি. অ্যানীলড কপার স্ট্র্যান্ডেড জাম্পার ওয়্যার ও ৫০ বর্গ মিমি. অ্যানীলড কপার স্ট্র্যান্ডেড জাম্পার ওয়্যার	০৭এমটি	১,৭৭,৪০০

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য এবং তৎপরবর্তী প্রকাশিত সংশোধনীর জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1080)**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

স্বপ্নের প্রাসাদপুরী

নন্দিতা মিত্র

ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সাত কন্যার মধ্যে ত্রিপুরা সবচেয়ে ছোট কন্যা হলেও স্থাপত্য, ভাস্কর্য, রাজপ্রাসাদ, অভয়ারণ্য সবকিছু নিয়ে পর্যটক মহলে এই রাজ্যের আকর্ষণ কম নয়। ত্রিপুরায় অনেক দর্শনীয় স্থানের মধ্যে অন্যতম সেরা একটি দ্রষ্টব্য ভারতের সর্ববৃহৎ জলপ্রাসাদ 'নীরমহল'। রাজধানী আগরতলা থেকে প্রায় ৫৩ কিলোমিটার দূরে রুদ্রসাগর লেকের মাঝখানে অবস্থিত রূপকথার রাজপ্রাসাদের মতো দেখতে এই নীরমহল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজার সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। 'বিসর্জন' নাটক এবং 'রাজর্ষি' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও কালজয়ী সৃষ্টি হিসেবে চিরকাল পরিচিত থাকবে। এই প্রাসাদের নামকরণও তিনি করেন। 'নীর' -এর অর্থ জল 'মহল' -এর অর্থ প্রাসাদ, দুটো শব্দ মিলে তৈরি হয়েছে 'নীরমহল'।

আমাদের বাস এসে থামল মেলাঘর এলাকায়। সেখানে জমজমাট বাজার বসেছে। সকালে নানা ধরনের পসরায় সাজানো এই চত্বর জুড়ে তখন বিকিকিনির ব্যস্ততা। বিস্তীর্ণ জলাশয় রুদ্রসাগরের মধ্যে অবস্থিত শ্বেতশুভ্র প্রাসাদে যাওয়ার জন্য রাজঘাট থেকে যন্ত্রচালিত বোটে চড়লাম। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো এখানে দু'ধরনের নৌকো চলাচল করে প্রাইভেট এবং পাবলিক। প্রাইভেট বোটের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট দিয়ে পুরো বোট ভাড়া নিতে হয়। ৪০ মিনিট ঘোরার সুযোগ দেওয়া হয় আর সেই নির্দিষ্ট বোটেই ফিরতে হয়। কিন্তু পাবলিক বোটে মাত্র ১৫ টাকা টিকিট। ঘোরার জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকে না। যে কোনও পাবলিক বোটে ফেরা যায়। তবে সিজনের সময় অতিরিক্ত ভিড়ে এই নিয়মের কিছুটা রদবদল হয়। গোটা যাত্রাপথে অপূর্ব সুন্দর একটা মুহূর্তের সাক্ষী রইলাম। লেকের জলে ফুটে আছে পদ্মফুল। যাত্রা পথে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের পরিযায়ী পাখিদের জলকেলি, ভাসমান কচুরিপানা আর গোলপাতার মধ্যে তাদের গড়ে তোলা সংসার ও নিভৃত আলাপনের দৃশ্য। সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নৌকা চলাচল করে। প্রতিবছর জুলাই মাসে রুদ্রসাগর লেকে বাইচ প্রতিযোগিতার আসর বসে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা স্থানীয় মানুষদের কাছে একটি বিশেষ মর্যাদা বহন করে।

অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদটি গড়ে তোলার পিছনে সঠিক কারণ জানা না গেলেও মনে করা হয় রাজা তাঁর প্রিয়তমা রানিকে উপহার দেবেন বলেই এই মহলটি গড়ে তোলার চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। ১৯৩০ সালে তৎকালীন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য ব্রিটিশ সংস্থা মার্টিন অ্যান্ড বার্নস কোম্পানিকে নির্দেশ দেন একটি অপূর্ব সুন্দর প্রমোদ ভবন গড়ে তোলার জন্য। দীর্ঘ ৮ বছরের প্রচেষ্টায় রাজার ইচ্ছা অনুসারে হিন্দু ও মুঘল স্থাপত্য শৈলীর এক অসাধারণ নিদর্শন রূপে ১৯৩৮ সালে জলের ওপর নির্মিত হয় ভারতের এই বৃহত্তম জলপ্রাসাদ। তৎকালীন সময়ে খরচ হয়েছিল আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা। দরবার কক্ষ, শয়ন কক্ষ, রানির কক্ষ, বিশ্রামাগার, দাবা খেলার কক্ষ, স্নানাগার নিয়ে মোট ২৪ টি কক্ষ রয়েছে এখানে। রাজা-রানির ইচ্ছানুসারে প্রাসাদটি এমনভাবে তৈরি হয়েছিল ঘাটে এসে যখন নৌকা ভিড়বে তখন প্রাসাদের অন্দরমহলে যেন তাঁরা সরাসরি প্রবেশ করতে পারেন। পূর্ব দিকে রয়েছে খোলা একটি মঞ্চ, যেখানে সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসত। সুন্দর বাগানও রয়েছে। মরশুমী ফুলে সাজানো এই বাগানে যে নিয়মিত পরিচর্যা করা হয় তার ছাপ সুস্পষ্ট। রুদ্রসাগর লেকের ওপর নীরমহলের প্রতিফলন এবং এখান থেকে দেখা সূর্যাস্ত ফটোগ্রাফারদের ছবি তোলার আকর্ষণীয় বিষয়। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ২০০৭ সালে ৫.৩ বর্গ কিমির অসাধারণ জলাভূমি রুদ্রসাগরকে Wetland of National Importance বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে নোয়া ছেরা,

কেমতালি ছেরা ও দুর্লভনারায়া ছেরা নামে তিনটি জলধারা জল এসে মিলিত হয়েছে। 'ছেরা' শব্দের স্থানীয় অর্থ ঝর্ণা। বর্ষার সময় ফুলে ফেঁপে উঠলে কাছিগাং নালার মাধ্যমে গোমতী নদীর সঙ্গে গিয়ে মেশে। প্রকৃতির নিজস্ব লীলা আর রাজার শৈল্পিক ভাবনায় তৈরি হওয়া তাঁর গ্রীষ্মকালীন আবাস এই আনন্দ নিকেতনকে প্রথম দর্শনে মনে হয় শহুরে যন্ত্রণাময় কোলাহল এখানে পৌঁছাবে না, নগর জীবনের ছোঁয়া বাঁচিয়ে রাজদরবারের শিষ্টাচার আর রীতিনীতির বেড়াজালের বাইরে একান্ত নিজস্বভাবে বেঁচে থাকার ইন্ধন থাকবে এখানে। ৩০ টাকার টিকিটমূল্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে প্রথমেই চোখে পড়ে একটি সুদৃশ্য ক্যাফে। এই প্রাসাদের দুটি অংশ, একটি মূল অংশ ও আরেকটি নিরাপত্তা বাহিনীর থাকার ব্যবস্থা। মূল অংশের মধ্যেও অন্দরমহল আর বাহিরমহল এই দু'ভাগে বিভক্ত। অন্দরমহলে আছে রাজারানির ব্যক্তিগত বিশ্রামাগার, রানির সজ্জা কক্ষ এবং বাহিরমহলে আছে বিশ্রামাগার, দাবা খেলার ঘর, খাজাঞ্চিখানা, নাচমহল, খাওয়ার ঘর। রয়েছে একটি উন্মুক্ত থিয়েটার, যেখানে মহারাজা ও রাজপরিবারের জন্য আয়োজন করা হতো নাচ, গান, নাটকসহ নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। কোন ঘর কিসের জন্য ব্যবহৃত হত সেটা বোঝার জন্য প্রতিটি ঘরের নামকরণ করা আছে। মোট ২৪ টি ঘর নিয়ে গঠিত দুটো মহলেরই কারুকাজ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। তবে তুলনামূলকভাবে অন্দরমহলের সৌন্দর্য অনেকটাই বেশি। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি সোজা নৌকো ঘাটে চলে গেছে। অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত এই প্রাসাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে করুণ কাহিনি। রাজার নির্দেশ অনুসারে এই মহল নির্মিত হলেও তাঁর যখন মাত্র ৩৯ বছর বয়স এবং নির্মাণকার্য ৭ বছর অতিক্রম করেছে তখন আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই সময় থেকে এই প্রাসাদ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী মহলটি ১৯৬৮ সালে রাজ পরিবার কর্তৃক ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব দপ্তরের অধীনে হস্তান্তরিত হয় এবং ১৯৭৮ সালে অধিগ্রহণ ও সংস্কার করে পর্যটকদের জন্য দর্শনীয় স্থান হিসেবে এর দ্বার খুলে দেওয়া হয়। প্রশস্ত ছাদের ওপর থেকে গোটা লেককে দেখতে অসাধারণ লাগে। শিল্পকলার কারুকাজের সঙ্গে রুদ্রসাগরের মেলবন্ধন দেখে মনে হয় স্বর্গের নন্দনকাননের নির্মাতাও যেন এখানে এসে মাথা নত করবে! প্রাসাদের বিভিন্ন জায়গায় প্রাক-বিবাহ ফটোশুটের দৃশ্য দেখে মনে হল নবজীবনে প্রবেশ করতে যাওয়া হবু দম্পতি বিভিন্ন মুহূর্ত ধরে রাখতে আদর্শ জায়গাই বেছে নিয়েছেন।

পর্যটকদের থাকার জন্য ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম রুদি জলার পাশে নির্মাণ করেছেন পর্যটক আবাস 'সাগর মহল'। বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা পড়ে মনে হয়েছে রাতের নীরমহলকে দেখে যেন কোনও কল্পলোকের স্বপ্ননগরী বলে ভ্রম হয়। কোনও এক পূর্ণিমার রাতে সেই দৃশ্য দেখার জন্য আবার এখানে আসার ইচ্ছে রইল।

কীভাবে যাবেন — আগরতলা থেকে প্রায় ৫৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সিপাহীজলা জেলার মেলাঘর নামক জায়গায় রুদ্রসাগর হ্রদের মাঝে অবস্থিত এই জায়গায় যাওয়ার জন্য গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন — থাকার জন্য সাগরমহল আবাস আছে।

জয়দেবের মকর সংক্রান্তির মেলা

ডাঃ শামসুল হক

পৌষ সংক্রান্তির পূণ্য লগ্নেই শুরু হয় কেঁদুলির জয়দেব মেলার। চারশত বছরের ও অধিক অতি ঐতিহ্যমন্ডিত সেই আয়োজনে সমাগম ঘটে লক্ষাধিক মানুষেরও। বীরভুম জেলার এক প্রান্ত দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলা অজয় নদীর তীরবর্তী ছোট্ট সেই গ্রামটা ইতিহাসের পাতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে গীতগোবিন্দের রচয়িতা কবি জয়দেবের জন্মস্থান হিসেবেই। বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হিসেবে প্রতিটি বাঙালির মানস হৃদয়ে তিনি এখনও স্বমহিমায় বিরাজমান। আবার তাঁর ই সম্মানার্থে রাজা লক্ষ্মণ সেনে তাঁর গ্রামে একদা স্থাপন করেছিলেন রাধা মাধবের যে মন্দিরখানা সেটা সমগ্র অঞ্চলের গৌরব বৃদ্ধির অনেক সহায়ক হয়েও উঠেছিল। একসময় সেটাই পরিচিতিলাভ করেছিল জয়দেবের মন্দির নামেই। সেই মন্দির সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় মেলা প্রেমী মানুষজনদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আয়োজন করা হয় বৃহৎ আকারের বার্ষিক এক মেলারও। আর সেই মেলা বহুদিনের পুরাতনও।

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে কেঁদুলির এই মেলাকে নিছক একটা মেলা হিসেবে ভাবলে সত্যি সত্যিই ভুল ভাবা হবে। বরং সেটাকে যদি সব শ্রেণীর মানুষজনের অতি নির্ভরশীল একটা মিলন ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে বোধহয় একটুও বেশি ভাবা হবে না। এই বাংলার যাবতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির নির্ভেজাল ধারক এবং বাহক হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত এই মেলা বারো শতকের প্রতিথযশা কবি জয়দেবের জীবন এবং শিক্ষার ধারাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও করে থাকে।

মেলা প্রাঙ্গণে লক্ষাধিক পূণ্যার্থীর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হল জাফরাণি পোশাকে সুসজ্জিত বাউল শিল্পীদের নৃত্যের তালে তালে হরেক ধরণের গান পরিবেশন করা এবং সেইসঙ্গে হরেক বাদ্যযন্ত্রের মধুর অনুরণনে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করাও। চলে বাউল গান এবং কীর্তনও। তাতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আমাদের জ্ঞানের ভান্ডারটিও।

স্থানীয় ফুটবল মাঠ এবং পাশাপাশি বিশাল এলাকা জুড়ে আয়োজন করা হয় বিশাল মেলার ও। কাপড়ের উপর হরেক রকমের কারুকার্য এবং সেইসঙ্গে পোড়া মাটির ভাস্কর্য সেই মেলার অন্যতম এক আকর্ষণ ও। আর সেইসব দৃশ্য উপভোগ করার জন্য সেখানে হাজির হন সমগ্র বীরভূম জেলা সহ পার্শ্ববর্তী জেলা বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ জেলার অসংখ্য মানুষজনও। শুধু তাই নয় মেলার সময় সেখানে হাজির হন হাওড়া, কলকাতা সহ অন্যান্য রাজ্যের অনেক মেলা প্রেমীরাও। সারাটা দিনই সকলে ঘুরে বেড়ান সেই মেলা প্রাঙ্গণে। অনেকেই আবার সূর্যাস্তের পর ও হাজির থাকেন কেবলমাত্র রাতের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সাক্ষী হয়ে থাকার ই তাগিদে। আর রাতে কার ও থাকা কিংবা খাওয়ার কোন অসুবিধাও থাকে না বলে অতি নিশ্চিন্তে সবটুকু আনন্দ উপভোগ করার সুযোগও পেয়ে যান তাঁরা।

পৌষ সংক্রান্তির ভোর থেকেই শুরু হয় সেই মেলার। তার আগে বেশ কয়েকদিন ধরে চলে তার প্রস্তুতিও। সমগ্র মন্দির চত্বর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার পথ ঘাট এমনকি প্রত্যেকটা অলি গলিও সেজে ওঠে একেবারে নতুন সাজে। কাছাকাছি ফুটবল মাঠ ও সরগরম হয়ে ওঠে হরেক ধরণের দোকান এবং দোকানদারদের হই হট্টগোলে। সেইসময় কাছাকাছি অজয় নদীর জলও অনেকটা শুকিয়ে যায়। তাতে পূণ্যার্থীদের মকর স্নানের অসুবিধা হতে পারে সেটা ভেবেই মেলার আয়োজকরা নদীর বালি খোঁড়াখুঁড়ি করে জলের যোগান দেওয়ার চেষ্টাও করেন।

মেলার সময় তিন শতাধিক আখড়া তৈরি করা হয় সমগ্র এলাকা জুড়ে। সন্ধ্যার পর থেকে সেখানে শুরু হয়ে যায় কীর্তন এবং বাউল গানও। চলে সারাদিন এবং সারারাত ধরেই। উপস্থিত দর্শকদের খাওয়া দাওয়ার কোন অসুবিধাও হয় না। হোটেল রেস্তোরার ব্যবস্থা তো থাকেই। মেলা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও থাকে খিচুড়ি ভোগের ব্যবস্থা। সকালের শরীর স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার কথা ভেবে আয়োজন করা হয় বিশেষ মেডিকেল ক্যাম্পেরও। আর সবকিছু মিলেই প্রতিবছর ষোল কলায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে কেঁদুলি জয়দেবের পৌষ সংক্রান্তির মেলাও।

পূর্বঘাট পর্বতমালার সবুজ বনভূমির কোলে অবস্থিত আরাকু ভ্যালি

অন্ধ্রপ্রদেশের আরাকু ভ্যালি। প্রকৃতি, অ্যাডভেঞ্চার এবং সংস্কৃতির মেলবন্ধন সবটাই পাবেন এক জায়গায়। পূর্ব ঘাট পর্বতমালার লুকনো রত্নগুলির মধ্যে একটি হল আরাকু ভ্যালি। আরাকু ভ্যালি বিশাখাপত্তনম থেকে মাত্র ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই মনোরম হিল স্টেশন যা তার অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সমৃদ্ধ কফি বাগানের জন্য পরিচিত। সবুজ এবং ঘূর্ণায়মান পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। এখানে আসা মাত্রই কখন যে শহরে ব্যস্ততা ভুলে হারিয়ে যাবেন বুঝতে পারবেন না। পূর্ব ঘাট পর্বতমালার লুকনো রত্নগুলির মধ্যে একটি হল আরাকু ভ্যালি। পাহাড় ও সমুদ্রের মিলনস্থল বলা হয় আরাকু ভ্যালিকে। এখানকার কফি বাগানের কথা অনেকেই জানেন। কফির কড়া স্বাদের জন্য এই আরাকু ভ্যালির কফি বেশ জনপ্রিয়। অনন্তগিরি পাহাড়ের চাষ করা কফি বিশ্বের সেরা কফিগুলির অন্যতম। নিরিবিলি শান্ত পরিবেশ খুঁজলে আপনার জন্য সেরা হবে আরাকু ভ্যালি। পাশাপাশি এখানের উপজাতিদের ব্যাম্বু চিকেনের স্বাদ অতুলনীয়। রয়েছে উপজাতিদের সংগ্রহশালা। এছাড়াও এই জায়গা হট এয়ার বেলুনিং, জলপ্রপাত, বনের মধ্যে ট্রেকিং এবং গুহার মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর জন্য সুপরিচিত। এখানে এলে বিখ্যাত বোরা গুহায় যেতে ভুলবেন না। আরাকুতে এসে প্রকৃতির কোলে সময় কাটাতে ট্রেকিংয়েও যেতে পারেন।আরাকু উপত্যকা উষ্ণ এবং আর্দ্র এবং শীতের সময় এক দারুণ অনুভূতি দেয়। ভাইজাগ থেকে আরাকু পর্যন্ত রোড ট্রিপ করার সর্বোত্তম সময় হল শীত কাল, যখন দিনগুলি আনন্দদায়ক এবং রাতগুলি শীতল হয়, তাই আপনি সহজেই দর্শনীয় স্থানগুলি করতে পারেন এবং আরামে বাইরে ঘুরে দেখতে পারেন *সবমিলিয়ে আরাকু ভ্রমণ যদি না করে থাকেন তাহলে আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ুন এক চির স্মরণীয় ডেস্টিনেশনের উদ্যেশে। ভাইজাগ থেকে খুব বেশি দূরে না হওয়ায়, ভাইজাগে আসা বেশিরভাগ মানুষ সাধারণত আরাকুতে এক বা দুই দিন কাটান। কেউ কেউ তাদের ছুটি আরাকুতে শেষ করেন আবার অনেকে আরাকু থেকে অন্ধ্র ভ্রমণ শুরু করেন। এটি সবই আপনার পছন্দ এবং সময়ের উপর নির্ভর করে।

কীভাবে যাবেন— হিল স্টেশন হওয়ায়, ভারতের যেকোনো জায়গা থেকে সরাসরি আরাকু পৌঁছানো যায়। আপনাকে ভাইজাগ হয়ে এখানে যেতে হবে। কিন্তু ভালো দিক হল মুম্বাই,দিল্লি, চেন্নাই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, আহমেদাবাদ, ভদোদরা এবং ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত শহর থেকে ভাইজাগের চমৎকার ট্রেন সংযোগ রয়েছে। আর ভাইজাগ থেকে আরাকু মাত্র ১৩০ কিলোমিটার দূরে, অর্থাৎ ভাইজাগ থেকে মাত্র ৩ ঘন্টার মধ্যে। তাই ট্রেন ভ্রমণ তেমন অসুবিধাজনক নয়। ভাইজাগ থেকে আরাকু পর্যন্ত ৩টি ট্রেন প্রতিদিন বিভিন্ন সময়ে চলাচল করে। পূর্বঘাট পর্বতমালার সবুজ বনভূমির কোলে অবস্থিত আরাকু ভ্যালি বা আরাকু উপত্যকা অন্ধ্র প্রদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের এক অনাবিষ্কৃত রত্ন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই উপত্যকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং এর অতুলনীয় দৃশ্যের জন্য 'অন্ধ্র প্রদেশের উটি' নামে পরিচিত। এখানে বিশুদ্ধ বাতাস, মনোরম পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সবকিছুর সমন্বয়ে পর্যটকদের মন জয় করে। আরাকু উপত্যকার আকর্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে বোরার গুহা, টাইডা, কাটিকি জলপ্রপাত, উপজাতীয় যাদুঘর এবং পদ্মপুরম বোটানিক্যাল গার্ডেন। এছাড়াও, এখানে বিস্তীর্ণ কফি বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটা ও ঘোরার সুযোগ রয়েছে, যা কফির সেরা স্বাদ উপভোগ করার একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রদান করে।